পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 56 Sunday, 25 January, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৫৬ সংখ্যা ✱ ১১ মাঘ ১৪৩২, রবিবার, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

বন্দে মাতরমকেও জাতীয় সঙ্গীতের মতো মর্যাদা দেওয়ার পথে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ঃ জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন'কে সম্মান জানানো যেমন বাধ্যতামূলক, তেমনি এবার 'বন্দে মাতরম'কে একই মর্যাদা দেওয়ার পথে মোদি সরকার। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই গানটির প্রতি সম্মান প্রদর্শন সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় বঙেদ মাতরমের ক্ষেত্রেও জাতীয় সঙ্গীতের মতো আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়, যাতে এর অবমাননায় শাস্তি দেওয়া যায়। বন্দে মাতরম, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত এক ঐতিহাসিক দেশাত্মবোধক গান, যা দীর্ঘকাল ধরে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৮৭৫ সালে গানটি প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং পরে ১৮৮২ সালে এটি 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়। গানটি ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে কিছু শ্লোক বাদ দেওয়ার কারণে রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দেয়। তবে, বর্তমানে এই গানের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশজুড়ে নানা অনুষ্ঠান ও আলোচনা চলছে। দেশের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আলোচনায় বন্দে মাতরমের উপস্থিতি দিন দিন বেড়েছে। ১৮৯৬ সালে রবীঃদ্রনাথ ঠাকুর এই গানটি পরিবেশন করেন, এবং পরবর্তীতে এটি ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। বর্তমানে গানটি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গাওয়া হয়ে থাকে, তবে এর সম্মানজনক ব্যবহার এবং উপস্থাপন নিয়ে কোনো স্পষ্ট নিয়ম বা আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল না। বঙ্গভঙ্গের পর, কংগ্রেস ও বিজেপি দলের মধ্যে বঙেদ মাতরমের রাজনৈতিক প্রতীক হিসেবে ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। বিজেপি অভিযোগ তুলেছে যে, ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস অধিবেশনের সময় বঙেদ মাতরমের কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়, যা পরবর্তী সময়ে দেশের বিভাজন সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। তবে, কংগ্রেস পাল্টা অভিযোগ জানিয়েছে যে বিজেপি ইতিহাস বিকৃত করছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির এই উদ্যোগকে এক রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে দেখা হচ্ছে, যেখানে তারা বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বঙ্কিমচন্দ্রের গানকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। এখনো পর্যন্ত, দেশে যেখানে জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন'কে অবমাননা করলে আইনি শাস্তি রয়েছে, সেখানে বন্দে মাতরমের অবমাননায় তেমন কোনো শাস্তির বিধান ছিল না। কিন্তু বর্তমানে মোদি সরকার এই বিষয়টি নিয়ে উদ্যোগী হয়েছে। সম্প্রতি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নেতৃত্বে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে বন্দে মাতরমের গাওয়ার সময়, স্থান এবং পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট নিয়ম নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

তৃণমূলের 'ভোট রক্ষা' কমিটি গঠন

বিধায়ক-সাংসদদের কঠোর বার্তা, অভিষেকের নেতৃত্বে বিএলএ-দের কার্যক্রম

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এবার পশ্চিমবঙ্গে গঠন হচ্ছে নতুন এক 'ভোট রক্ষা' কমিটি, যা তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী কৌশলের অঙ্গ হিসেবে বুথ পর্যায়ে কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করতে কাজ করবে। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, এই কমিটির গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিশেষত, 'লজিকাল ডিসক্রিপেন্সি' বা যুক্তিগ্রাহ্য অসঙ্গতিপূর্ণ ভোটার তালিকা প্রসঙ্গে গত কয়েকদিনে একাধিক বৈঠক হয়েছে, যার ফলস্বরূপ বুথে বুথে ভোট রক্ষা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শনিবার, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য দলের সমস্ত বিএলএ সদস্যদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন। বৈঠকে তিনি দলের সাংসদ এবং বিধায়কদের সমালোচনা করেন, যারা 'ওয়ার রুম'-এর কার্যক্রমে সঠিক সময় দিতে পারছেন না। অভিষেক হুঁশিয়ারি দেন, ' যদি নিজের কাজ না করেন, তাহলে দল আপনাদের পাশে থাকবে না।'' তৃণমূলের কাছে এটি একটি স্পষ্ট বার্তা, যা দলের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরি। এর মাধ্যমে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব তাদের সদস্যদের উপর আরও বেশি দায়িত্ব আরোপ করতে চায়, যেন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও তৃণমূল তার শক্তি বজায় রাখতে পারে।

রবিবার ' ভোটার দিবস'-এ, তৃণমূল কংগ্রেস ব্লকে ব্লকে প্রতিবাদ মিছিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা দলের একটি সংগঠনিক আঃেদালন হিসেবে সামনে আসবে। এদিনের বৈঠকে অভিষেক বঃেদ্যাপাধ্যায় তাঁর দলের সকল সদস্যকে নির্দেশ দেন,

এ ধরনের মিছিলের মাধ্যমে তারা জনগণের মধ্যে আরও বেশি সচেতনতা তৈরি করবে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক উল্লেখ করেন, ' আমরা প্রতিবাদ জানাতে যাব, কারণ কেন্দ্রের নির্বাচন কমিশন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমাদের শুনানির সময় যথেষ্ট গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া প্রদান করেনি।''তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে গত ৩১ ডিসেম্বর বৈঠক করে তৃণমূল কোন সদুত্তর মেলেনি, বিশেষত 'লজিকাল ডিসক্রিপেন্সি' ভোটার তালিকা প্রকাশ এবং বিএলএ-দের উপস্থিতি সম্পর্কে। ' আমাদের বিএলএ ২-কে অংশগ্রহণ করতে দেয়নি। আমরা বলেছিলাম যে আমাদের প্রতিনিধি ওই বৈঠকে অবশ্যই উপস্থিত থাকবে, কিন্তু অন্য দলগুলো হোয়াটসঅ্যাপের নির্দেশ মেনে চলে গেলেও আমরা তা মানিনি। নির্বাচন হোয়াটসঅ্যাপে হয় না, আমাদের উচিত মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেদের মতামত দেওয়া,'' অভিষেক বলেন। এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস একটি 'নৈতিক জয়' হিসেবে দেখছে এবং তাদের এই আন্দোলন আগামী দিনগুলিতে আরও জোরদার হতে পারে। তারা মনে করে, যখন ভোটার তালিকা নিয়ে যুক্তিগ্রাহ্য অসঙ্গতি তৈরি হয়েছে, তখন তার প্রতিবাদ জানানো জরুরি। তাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তাদের দাবির সমর্থনে আরও একাধিক কার্যক্রম শুরু করতে চলেছে। এখন, তৃণমূল কংগ্রেসের লক্ষ্য হচ্ছে বুথ পর্যায়ে একটি শক্তিশালী 'ভোট রক্ষা' কমিটি গঠন করা। আগামী নির্বাচনে দলের বিজয় নিশ্চিত করতে এই কমিটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। বিশেষত, দলের বুথ প্রেসিডেন্ট এবং বিএলএ-দের নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হবে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে উপস্থিতি বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়েই এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এটি মূলত 'এসআইআর বা সিটিজেন ইন্টারফেস রেজিস্ট্রেশন-এর অংশ, যার মাধ্যমে ভোটার তালিকা সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করা হবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এ দিন বলেন, ' এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে বুথে বুথে সহায়তা ক্যাম্পের মাধ্যমে তৃণমূল ভোটারদের পাশে দাঁড়াবে।'' এদিনের বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের নেতাদের সামনে একটি স্পষ্ট লক্ষ্য স্থির করেন, যাতে দলের সমস্ত কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে চলে এবং নির্বাচনী পরিবেশের কোনও অসঙ্গতি থাকলে তা তৃণমূল সরাসরি মোকাবিলা করবে। বৈঠকে অভিষেক আরও বলেন, ' ' রুম'-এ অনেক বিধায়ক এবং সাংসদ সঠিকভাবে সময় দিচ্ছেন না। এটি একটি চরম অবহেলা, যা দল বরদাস্ত করবে না। যদি আপনারা নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করেন, তাহলে দলের পক্ষ থেকে আপনাদের সহায়তা পাওয়া যাবে

দলের সঙ্গে দূরত্ব, কংগ্রেস ছাড়ছেন শশী থারুর?

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ঃ কংগ্রেসের বর্ষীয়ান সাংসদ শশী থারুর একাধিকবার দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে মতবিরোধ এবং দূরত্বের কারণে আলোচনায় এসেছেন। সম্প্রতি, কেরলের সাহিত্য উৎসবে যোগ দিয়ে তিনি নিজের অবস্থান পরিস্কার করেছেন এবং দলের সঙ্গে তার মতবিরোধের বিষয়টি পুনরায় সামনে এনেছেন। দলের কিছু সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তার বক্তব্য ও অবস্থান, বিশেষ করে 'অপারেশন সিঁদুর' ইস্যুতে, নতুন করে কংগ্রেস থেকে তার বিচ্ছেদের জল্পনা সৃষ্টি করেছে। থারুর বলেন, ' কোনও সময়েও আমি কংগ্রেসের অবস্থানের বিরুদ্ধে যাইনি। একমাত্র অপারেশন সিঁদুরের সময়, পহেলগাঁও হামলার পর, আমি ব্যক্তিগতভাবে ভিন্ন মতামত পোষণ করেছিলাম।'' তিনি আরও জানান, ওই হামলার পর একটি প্রতিবেদন লিখেছিলেন, যেখানে তিনি দোষীদের ক।। শাস্তির দাবি করেছিলেন এবং হামলার প্রতিক্রিয়ায় আরও কঠোর পদক্ষেপের পক্ষে ছিলেন। এই বিষয়টি নিয়ে তার দলের অবস্থানের সঙ্গে মতবিরোধ তৈরি হয়, তবে থারুর স্পষ্ট করে বলেন, তার কোনও অনুশোচনা নেই। শশী থারুরের কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব দিন দিন বাড়ছে। একটি ব। বিতর্কিত মুহূর্ত ছিল 'অপারেশন সিঁদুর' পরবর্তী সময়ে। কংগ্রেসের আপত্তি সত্ত্বেও, বিদেশে একটি প্রতিনিধিদলে যোগ দিয়েছিলেন থারুর। দলের নেতৃবৃন্দের বিপরীতে তিনি সেই সময় নিজের অবস্থান বজায় রেখেছিলেন। সম্প্রতি, কংগ্রেসের অনেক বৈঠকেও তার উপস্থিতি নেই। তার অনুপস্থিতি বিশেষ করে রাহুল গান্ধীর ডাকা বৈঠকে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা গেছে। একবার বিমানে থাকার অজুহাত, অন্যবার অসুস্থতার কারণে তিনি উপস্থিত হননি। অথচ, সেই সময়েই থারুর প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনতে গিয়েছিলেন এবং মোদির ভূয়সী প্রশংসাও করেছিলেন। থারুরের এই আচরণ কংগ্রেসের ভেতরে এক ধরনের অস্বস্তি তৈরি করেছে। দলের ভেতরে শিরোনামে থাকা সাংসদদের মধ্যে তার গরহাজিরা এবং রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। এর মধ্যে আবার থারুরের প্রশংসা ও সমালোচনার সঙ্গেও তাঁর দল ছাড়ার আলোচনা চর্চিত হয়ে উঠেছে। এর আগে থারুর অভিযোগ করেছিলেন যে, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী তাকে অপমান করেছেন। এর ফলে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক আরও খারাপ হয়েছে। তবে, থারুর তার বক্তব্যে জানিয়েছেন যে, তিনি দলের সাথে কখনও 'বিরোধী' অবস্থান নেননি, তবে ব্যক্তিগত মতামত এবং গণতান্ত্রিক অবস্থান তিনি একেবারে স্পষ্ট করেছেন। দলের যে কোনও বিষয়ে তার মতপার্থক্য ছিল, তা নিয়ে তিনি সরাসরি মুখ খুলেছেন। এটি কংগ্রেসের জন্য একটি বড় সংকেত, যেখানে একদিকে দলের শীর্ষ নেতা রাহুল গান্ধী এবং অন্যদিকে দলের বর্ষীয়ান সাংসদ শশী থারুরের মধ্যে মতবিরোধ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। থারুরের এই নতুন বক্তব্যে দলের ভিতর বিভাজন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শশী থারুরের কংগ্রেসে ভূমিকা ও তার ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। দলীয় বৈঠকগুলোতে তার অনুপস্থিতি, দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মতামত এবং তার অন্য রাজনৈতিক নেতা বা দলগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক কংগ্রেসের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। থারুরের মতামত দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তার অবস্থান দলের ভিতরে ও বাইরে বিভাজন সৃষ্টি করতে পারে, যা ভবিষ্যতে দলের জন্য বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তবে থারুরের পক্ষ থেকে কংগ্রেসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কোনও স্পষ্ট ইঙ্গিত এখনও মেলেনি। যদিও তার বক্তব্য এবং রাজনৈতিক অবস্থান থেকে একটি প্রশ্ন ওঠেই, তা হলো-কি শীঘ্রই কংগ্রেস ছা।বেন শশী থারুর?

ভোটার তালিকা সংশোধনী, প্রশাসনিক স্তরে কড়াকড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারিঃ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ভোটার তালিকার বিশেষ নিবি। সংশোধন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে রাজ্যের সমস্ত জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের উদ্দেশে নতুন নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশনার মাধ্যমে ভোটার তালিকার সংশোধনী প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা আরও মজবুত করতে প্রশাসনিক স্তরে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। এখন থেকে এসআইআর (সার্ভিস ইনডেক্স রিপোর্ট) সংক্রান্ত প্রতিটি শুনানির রিপোর্ট এবং সংশ্লিষ্ট নথি একই দিনে নির্বাচন কমিশনের ইসিআইনেট পোর্টালে আপলোড করতে হবে। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে সম্প্রতি একটি চিঠি জারি করে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়, যা রাজ্যের সমস্ত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছে গেছে। চিঠিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ভোটার তালিকা সংশোধন এবং সঠিক তথ্যের আদান-প্রদানে কোনও ধরনের গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না এবং তা কঠোরভাবে মনিটরিং করা হবে। নির্দেশনা অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশনের ইসিআইনেট পোর্টালে প্রতিটি সুনির্দিষ্ট মামলার শুনানির রিপোর্ট এবং প্রয়োজনীয় নথি দ্রুত সময়ের মধ্যে আপলোড করার ব্যবস্থা নিতে হবে। ভোটার তালিকার নিখুঁত সংশোধনী প্রক্রিয়া নিশ্চিতে দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে হবে, যাতে নির্বাচন পরিচালনায় কোনও ধরনের বিভ্রান্তি বা সমস্যা না হয়। এই নতুন নির্দেশনা ভোটার তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে পারদর্শিতা এবং কার্যকরী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে আরও জানানো হয়েছে যে, ইতিমধ্যেই অধিকাংশ আনম্যাপড এবং লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসি সংক্রান্ত মামলার শুনানি সম্পন্ন হয়ে গেছে। তবে, এই মামলাগুলির নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য এবং নথি যথাসময়ে ইসিআইনেট পোর্টালে আপলোড করা হয়নি। এর ফলে, নির্বাচন কমিশন সময়মতো প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান এবং রিপোর্ট পায়নি, যা ভোটার তালিকার নিখুঁত সংশোধনে সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও, চিঠিতে নির্বাচন কমিশন সতর্ক করেছে যে, এ ধরনের গাফিলতি ঘটলে দায়ী নির্বাচনী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কেননা ভোটার তালিকার সঠিকতা নিশ্চিত করা নির্বাচন প্রক্রিয়ার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এটি কোনওভাবেই অবহেলা করা যায় না। নির্বাচনী কর্মসূচির প্রতি সঠিক নজরদারি এবং কার্যকরী সমাধান গ্রহণের মাধ্যমে রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশন কঠোর পদক্ষেপ নিতে আগ্রহী।

শিক্ষামন্ত্রীর বার্তা

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য খোলা হচ্ছে এনরোলমেন্ট পোর্টাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ঃ ২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য যেসব যোগ্য শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের গাফিলতির কারণে এনরোলমেন্ট বা অ্যাডমিট কার্ড পায়নি, তাদের জন্য একটি সুখবর এসেছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু শনিবার এক্স পোস্টে জানিয়েছেন, তাদের সুবিধার জন্য ফের খুলে দেওয়া হচ্ছে এনরোলমেন্ট পোর্টাল। এনরোলমেন্ট পোর্টাল ২৭ জানুয়ারি দুপুর ১২টা থেকে ২৮ জানুয়ারি দুপুর ১২টা পর্যন্ত পুনরায় খোলা থাকবে, যা শিক্ষার্থীদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সময়সীমা। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, এই সিদ্ধান্তটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে নেওয়া হয়েছে, যাতে কোনও পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিতে বঞ্চিত না হন। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, ' জানি যে কিছু বিদ্যালয়ের গাফিলতির কারণে কিছু পরীক্ষার্থী তাদের এনরোলমেন্ট বা অ্যাডমিট কার্ড পায়নি। তাদের জন্য এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। যাতে সকল পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে, সেই লক্ষ্যে পোর্টাল খোলা হচ্ছে।'' ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন, বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সময়মতো নথি পাঠানো হয়নি কিংবা কোনও ভুল বা অযত্নের কারণে অনেক শিক্ষার্থী পরীক্ষার জন্য নিবন্ধিত হতে পারেননি। এর ফলে তারা মিডিয়াম, স্ট্যান্ডার্ড বা অন্য কোনও কারণে পরীক্ষায় বসতে পারবে না। এই সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২৭ জানুয়ারি থেকে পোর্টাল খুলে দেওয়ার ফলে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরা যথাযথভাবে তাদের এনরোলমেন্ট সম্পূর্ণ করতে পারবেন। শিক্ষামন্ত্রীর পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে যে, শিক্ষার্থীরা যেন দ্রুততম সময়ে পোর্টালে গিয়ে এনরোলমেন্ট সম্পন্ন করেন, যাতে কোনও সমস্যা সৃষ্টি না হয়। এই বিষয়ে, শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষার্থীদের কাছে বিশেষভাবে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'মাধ্যমিক শিক্ষার্থী এখনও তাদের এনরোলমেন্ট প্রক্রিয়া শেষ করতে পারেননি, তারা যেন ২৭ জানুয়ারি থেকে ২৮ জানুয়ারি এই একদিনের সুযোগটি গ্রহণ করেন। যাতে পরবর্তীতে কোনো ধরনের সমস্যা বা অসুবিধার সম্মুখীন না হন।''এছাড়া, শিক্ষামন্ত্রী জানান যে, বিদ্যালয়গুলিকে এই ব্যাপারে আরও সচেতন হতে বলা হয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে এমন ধরনের গাফিলতি না ঘটে, সেজন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আরও নজরদারি রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমন একটি উদ্যোগ নেয়ার পেছনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশই ছিল। তিনি চান যে, কোনও পরীক্ষার্থীই তার যোগ্যতা এবং প্রচেষ্টার কারণে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ হারাক না। তাই তিনি এই বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন, যাতে কোনো শিক্ষার্থী পরীক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হন। ২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যেসব শিক্ষার্থীকে কোনও কারণে এনরোলমেন্ট বা অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হয়নি, তাদের জন্য এটি একটি বিশেষ সুযোগ।

ডিজি পদে ৮ আইপিএস প্রস্তাব, রাজীব কুমারের বিদায় ২৮ জানুয়ারি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ঃ রাজ্য সরকার পরবর্তী ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (ডিজি) পদে নিয়োগের জন্য আট জন আইপিএস অফিসারের নাম ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাছে প্রস্তাব করেছে। নবান্ন সূত্রে জানা গেছে, এই তালিকায় দেবাশীষ রায়, অনুজ শর্মা, জগমোহন, এন রমেশবাবু, রণবীর কুমার, সিদ্ধিনাথ গুপ্ত, রাজেশ কুমার ছাড়াও বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত ডিজি রাজীব কুমারের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে, স্থায়ী ডিজি মনোজ মালব্য অবসর গ্রহণ করার পর, রাজীব কুমারকে অস্থায়ীভাবে ডিজি পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তার দায়িত্বের মেয়াদ ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত, এবং সরকারিভাবে তাকে ২৮ জানুয়ারি বিদায় সংবর্ধনা দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। এখন, পরবর্তী স্থায়ী ডিজি হিসেবে এই আট জন আইপিএস অফিসারের মধ্যে যে কোনও একজনের নাম চূড়ান্ত হতে পারে। রাজ্য সরকার এই পদক্ষেপের মাধ্যমে ডিজি পদে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে চাইছে।

বিজেপির 'নবীন নীতি'-তে চাপে পড়বেন বহু শীর্ষ নেতা

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ঃ বিজেপিতে এখন নতুন এক অধ্যায় শুরু হতে যাচ্ছে, যেখানে নেতৃত্বের তরুণ মস্তিষ্কের মাধ্যমে দলকে আরও শৃঙ্খলিত এবং কর্মক্ষম করা হবে। সম্প্রতি ৪৫ বছর বয়সী নীতীন নবীন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, যিনি প্রথম সভাপতি যিনি সরাসরি আরএসএসের সদস্য নন। আরএসএসের শাখায় কখনোই না গিয়ে, তাঁর পিতাও বিজেপির বিধায়ক ছিলেন এবং নিজেও একসময় বিধায়ক ছিলেন। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি হওয়ার পর, নীতীন নবীনই এখন দলের ভবিষ্য নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একযোগে নীতীনের নেতৃত্বে দলের নতুন শৃঙ্খলার কথা ঘোষণা করেছেন এবং এমনকি মন্তব্য করেছেন যে, আগামী এক দশক পর্যন্ত তিনি দলের শীর্ষ নেতা হিসেবে থাকবেন। এটি যে দলের ভেতরে এক বিরাট পরিবর্তন আনার ইঙ্গিত, তা স্পষ্ট। বিজেপির মতো দলের ক্ষেত্রে, যেখানে সাধারণত তিন বছরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হন এবং দু'বারের বেশি কেউ একই পদে থাকতে পারেন না, সেখানে ১০ বছরের জন্য নীতীন নবীনের নেতৃত্বের প্রসঙ্গ কিছুটা অবাক করা। তবে এটি এক কৌশলগত সিদ্ধান্তের প্রতিফলন, যার মাধ্যমে বিজেপি তার সংগঠন ও সরকারে একটি 'ট্রানজিশন' ঘটানোর পরিকল্পনা করছে। বিশেষ করে মোদি-শাহদের নেতৃত্বে দলের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে বেশিরভাগের বয়স এখন ৬০ এর বেশি। গেরুয়া শিবির মনে করছে, যেহেতু বয়স এবং কর্মক্ষমতার কারণে এই নেতারা আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন না, সেহেতু দলকে তরুণ নেতৃত্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আর এর জন্য নীতীন নবীনের নেতৃত্বে 'নবীন নীতি' কার্যকর করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিজেপি ইচ্ছে করছে, আগামী দশকের মধ্যে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের দায়িত্বে বেশ কিছু পরিবর্তন আনতে, যাতে দলের অন্দরমহলে নবীন এবং প্রবীণদের মধ্যে বিরোধ তৈরি না হয়। এখন যেহেতু বেশিরভাগ নেতা বয়সের কারণে শীর্ষ পদে দায়িত্ব পালনে সক্ষম নন, সেহেতু দল এক নতুন তরুণ নেতৃত্ব তৈরি করার দিকে নজর দিচ্ছে। মোদি-শাহদের এই 'ট্রানজিশন' পরিকল্পনার অংশ হিসেবে, দলের মধ্যে নতুন রক্তের প্রবাহ আনা প্রয়োজন। নবীন নেতা নীতীন নবীনকে দলের সভাপতির পদে বসানো থেকে পরিস্কার যে, বিজেপি তার সংগঠনে ঝাঁকুনি দিতে চাইছে। এটি এক প্রকারের সতর্কতার বার্তা, যে, দীর্ঘ সময় ধরে দলকে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদের জায়গায় নতুন মুখ আনা হবে, যাদের কর্মক্ষমতা এবং আনুগত্য বেশি। বিজেপির অন্দদরমহলে জানা যাচ্ছে যে, ৬০ বছর বয়সী নেতাদের ব। পদ থেকে অবসর নিতে হতে পারে। যদিও এটি একটি আনুষ্ঠানিক নিয়ম নয়, তবে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব কর্মক্ষমতা এবং আনুগত্যকে গুরুত্ব দিয়ে ৬০ বছরের ওপর বয়স সম্পন্ন নেতাদের নিয়ে একটি পুনর্বিন্যাস করতে চায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রাজনাথ সিং, নির্মলা সীতারমণ, জেপি নাড্ডা, শিবরাজ সিং চৌহান, ধর্মেন্দ্র প্রধান, হরদীপ সিং পুরী, গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, অশ্বিনী বৈষ্ণব, অর্জুন রাম মেঘওয়াল এবং অন্যান্য বেশ কিছু শীর্ষ নেতার বয়স এখন ৬০ বছরের ওপর। এই নেতারা আগামী দিনে দলের জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে কিনা, সেগুলি পর্যবেক্ষণ করে দল সিদ্ধান্ত নেবে। তবে, এক্ষেত্রে কর্মক্ষমতার বিষয়টি প্রধান হয়ে উঠেছে। যারা আগামী দিনে দলের জন্য পরিশ্রমী এবং সফল নেতৃত্ব দিতে পারবেন।

ট্রাম্পের চাপের ফলস্বরূপ ভারতীয় পণ্যে শুল্ক কমানোর সম্ভাবনাঃ মার্কিন ট্রেজারি সচিবের মন্তব্য

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপের ফলস্বরূপ ভারতীয় পণ্যে শুল্ক কমানোর ইঙ্গিত দিলেন মার্কিন ট্রেজারি সচিব স্কট বেসেন্ট। সুইজারল্যান্ডের দাভোসে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) মঞ্চে তিনি এ মন্তব্য করেন, যেখানে তিনি স্পষ্টভাবে জানান, ভারতীয় পণ্যের উপর ২৫ শতাংশ বাড়তি শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তবে, এখন শুল্ক কমানোর সম্ভাবনা রয়েছে বলে তাঁর বিশ্বাস। গত দুই বছর ধরে, ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের উপর শুল্ক চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করেছে, বিশেষত রাশিয়া থেকে অশোধিত তেল কেনার বিষয়ে। ২০২১ সালে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকা ইউরোপীয় দেশগুলির পাশাপাশি রাশিয়ার উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে, যার ফলে ভারতের রুশ তেল আমদানির পরিমাণ বা।তে থাকে। আমেরিকা মনে করেছিল যে, রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে রুশ সরকারের বিরুদ্ধে কৃত্রিম চাপ সৃষ্টি করা যাবে। স্কট বেসেন্চ বলেন, ভারতীয় পণ্যে ২৫ শতাংশ বেশি শুল্ক চাপানোর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, কারণ ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। তবে, এখনও ওই শুল্ক কার্যকর রয়েছে। আমি মনে করি, এখন তা কমানো যেতেই পারে। এই মন্তব্যের মাধ্যমে, মার্কিন প্রশাসন ভারতকে আরও সহযোগিতার জন্য উৎসাহিত করার একটি লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই শুল্ক বৃদ্ধির পেছনে মূলত আমেরিকা-ভারত বাণিজ্য সম্পর্কের জটিলতা রয়েছে। ট্রাম্পের সময়, ভারতের বিরুদ্ধে অধিক শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল, বিশেষত কয়েকটি ভারতের রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে। তার মধ্যে ছিল স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম এবং অন্যান্য কিছু কৃষি পণ্য। সেই সময়, আমেরিকা দাবি করেছিল যে, ভারত তার বাজারে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করে তাদের পণ্যের প্রতিযোগিতা ঠেকানোর চেষ্টা করছে। এরপর, মার্কিন প্রেসিডেন্টের চাপের মুখে, ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনার পরিমাণ বাড়াতে শুরু করে, যা আমেরিকা পছন্দ করছিল না। আমেরিকা জানিয়ে দিয়েছিল যে, রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রুশ আগ্রাসনকে আরো দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে। এই কারণে, ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করতে শুল্ক বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়, যাতে ভারত

তাদের পণ্য রপ্তানিতে অতিরিক্ত শুল্কের চাপ অনুভব করে। তবে, সম্প্রতি দাভোসের মঞ্চে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্কের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ভারতের সঙ্গে আমাদের একটি দুর্দান্ত ও মজবুত বাণিজ্য চুক্তি হবে। পাশাপাশি, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরও প্রশংসা করেছেন তিনি, আপনারা একজন দুর্দান্ত নেতা পেয়েছেন। আমি ওঁকে খুবই শ্রদ্ধা করি, বলে মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই ইতিবাচক মন্তব্যের পর, ভারতীয় কূটনীতিকেরা আশার আলো দেখতে শুরু করেছিলেন। তারা মনে করেছিলেন, এক্ষেত্রে শুল্ক কমানোর এবং দুই দেশের মধ্যে আরও গভীর বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এরপর, মার্কিন ট্রেজারি সচিব স্কট বেসেন্টের মন্তব্য এ আশাবাদকে আরও শক্তিশালী করেছে। রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের পর থেকেই রাশিয়া থেকে তেল আমদানি করার জন্য ভারতকে শাস্তি হিসেবে আমেরিকা ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করে। সেই শুল্কের ফলে, ভারতের পণ্যের শুল্ক সাধারণত ৫০ শতাংশের কাছাকাছি চলে আসে, যা ভারতের পণ্যের প্রতিযোগিতাকে অনেকটা বাধাগ্রস্ত করে। এদিকে, ভারত বারবার জানিয়ে এসেছে যে, তারা নিজেদের জনগণের স্বার্থ বিবেচনা করে তেল আমদানির সিদ্ধান্ত নেবে। ভারতের তেল আমদানির ক্ষেত্রে, রাশিয়া ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, বিশেষত যখন পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির তুলনায় রাশিয়া থেকে তেল কেনার খরচ কম ছিল। এমনকি, ট্রাম্প প্রশাসনও ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে যে, রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ করা হোক, যাতে রাশিয়ার অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি পায়। ভারত সরকার ইতোমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, তারা তেলের দাম এবং উপভোক্তার স্বার্থের দিকটি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে। তবে, রাশিয়া থেকে তেল আমদানির কারণে আমেরিকা ভারতের উপর আরোপিত শুল্ক বা।।নোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যা কিছুটা বাণিজ্যিক সম্পর্কের জটিলতা তৈরি করেছিল। ২০১৯ সালে, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভারতে এসে ট্রাম্পের শুল্ক বৃদ্ধির প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমেরিকা পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য রাশিয়া থেকে জ্বালানি কেনে, তবে কেন ভারত সেটা করতে পারবে না? তিনি আরও জানিয়েছিলেন, ভারত যদি শাস্তি পায়, তবে তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করার জন্য রাশিয়া প্রস্তুত রয়েছে। এদিকে, ট্রাম্প প্রশাসন চেষ্টা করেছে যে, পুতিনের দেশকে ' মেরে' ইউক্রেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু এখন পর্যন্ত সেভাবে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে, রুশ প্রেসিডেঃট পুতিন ভারত সফর করেন এবং চীনের পর ভারতের কাছে রাশিয়ার তেল রপ্তানির পরিমাণ বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনায় বসেন। মার্কিন প্রশাসন ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করার পর, এখন শুল্ক কমানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্কিন ট্রেজারি সচিব স্কট বেসেন্ট। ট্রাম্প প্রশাসন ভারতে আরও সহযোগিতার জন্য আগ্রহী, এবং ভবিষ্যতে ভারতীয় পণ্যে শুল্ক কমানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া, ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতির পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় শক্তিশালী স্তম্ভ উত্তর প্রদেশঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের প্রতিষ্ঠা দিবসে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এক্স মাধ্যমে শনিবার রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় শক্তিশালী স্তম্ভ উত্তর প্রদেশ। রাষ্ট্রপতি এদিন এক্স মাধ্যমে এক বার্তায় জানান, উত্তর প্রদেশ দিবস উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে আমার শুভেচ্ছা। গৌরবময় ইতিহাস এবং সমৃদ্ধ সংস্কৃতির এই ভূমি ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় একটি শক্তিশালী স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি নিশ্চিত, উত্তর প্রদেশ অবিচল অগ্রগতি অব্যাহত রাখবে। আমি এই রাজ্যের পরিশ্রমী এবং প্রতিভাবান মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি তিনি বলেন।

বৈষ্ণোদেবী ভবন চত্বরে তুষারপাত, বেড়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

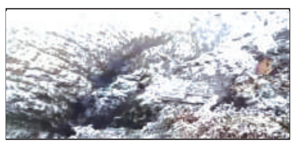

জম্মু, ২৪ জানুয়ারি ঃ লাগাতার তুষারপাতের পর সৌন্দর্য বেড়েছে ভূস্বর্গে। যেদিক চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ। তুষারপাতের পর শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী ভবন এবং আশেপাশের ত্রিকূট পাহাড় বরফের ঘন স্তরে ঢেকে গেছে। নতুন করে তুষারপাত পবিত্র মন্দিরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।অন্যদিকে শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী ভবনে আগত তীর্থযাত্রীরা ঠান্ডা আবহাওয়া সত্ত্বেও উসাহ প্রকাশ করেছেন। ভক্তদের নির্বিঘ্নে চলাচল এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য শ্রাইন বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

মানবিকতাকে লড়াই করতে হচ্ছে অমানবিকতার সঙ্গেঃমুখ্যমন্ত্রী

অরূপ নস্কর,কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ঃকলকাতার রেড রোডের সামনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে মাল্যদান করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত শুক্রবার সকালে নেতাজি মূর্তির পাদদেশে পৌঁছন তিনি। তার পরে মাল্যদান করেন। শ্রদ্ধাভরে নেতাজিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন ময়দানে নেতাজির জন্মজয়ন্তীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানেও যান মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।নেতাজির সুরেই দিল্লি চলোর ডাক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন যে, 'একবার দিল্লি চলো।' একই সঙ্গে দানবিকতার উপরে মানবিকতার প্রতিষ্ঠা হোক বলেও মন্তব্য করেন তিনি। মানবিকতাকে অমানবিকতার সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে বলে মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম না করে বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ' চিরদিন ক্ষমতায় থাকবেন না। সেদিন কিন্তু মানুষ জবাব চাইবে। পালাবার পথ পাবেন না।' ভারতবর্ষের ইতিহাস গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেতাজির জন্ম বার্ষিকীর অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে তিনি বলেন যে, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। দিল্লিতে এখন বাংলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে।'

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

১০৩ বছর ধরে হাওড়ার মন্দিরে নিত্যপুজো হয় দেবী সরস্বতীর

অনন্যা নস্কর,হাওড়া, ২৪ জানুয়ারিঃ ১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত, এ'বছরে ১০৩ বছর হলো মন্দিরের। দেশজুড়ে বাকি দেবদেবীদের মন্দিরের মত দেবী সরস্বতীর মন্দির সেইভাবে দেখতে পাওয়া না গেলেও, ব্রিটিশ আমল থেকেই হাও।ার পঞ্চাননতলায় মন্দিরে নিত্যপুজো হচ্ছে বাগদেবীর।হাওড়া ময়দান সংলগ্ন এলাকার পঞ্চাননতলার ১ নম্বর উমেশচন্দ্র দাস লেনের মধ্যে অবস্থিত সরস্বতী মন্দিরকেই বাংলার প্রাচীনতম সরস্বতী মন্দির হিসাবে গণ্য করা হয়। ১৯২৩ সালের ২৮ জুন এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্দির ব্যতীত যদি শতাব্দী প্রাচীন বাণীবন্দনার কথা বলা হয়, সেক্ষেত্রেও হাওড়ার নামই উঠে আসে প্রথমে। স্থানীয় ইতিহাস

গবেষকদের অনেকের মতে, হাওড়ার আমতার সরস্বতীতলায় ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় শুরু হওয়া সরস্বতী পুজো বাংলার প্রাচীনতম সরস্বতী পুজোর অন্যতম।হাওড়ার প্রাচীন ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়, উমেশচন্দ্র দাস ছিলেন হাওড়া জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁর নামানুসারেই পঞ্চাননতলার রোডের ওই সরু গলির নাম রাখা হয়েছে উমেশচন্দ্র দাস লেন। সেখানেই রয়েছে এই মন্দির। উমেশচন্দ্রর মেজো ছেলে রণেশ চন্দ্র দাস কর্মসূত্রে থাকতেন জয়পুরে। সেখান থেকেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শ্বেতপাথরের মহাশ্বেতার এই মূর্তি তিনি নিজের বাড়িতে পাঠান। বিগ্রহটি চার ফুট লম্বা, হাঁসের উপরে দাঁড়িয়ে ও বাঁ হাতে ধরা বীণা। উমেশচন্দ্র দাস জীবদ্দশায় মন্দির প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেননি, তাঁর মৃত্যুর প্রায় এক দশক পর মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। সরস্বতী পুজোর দিন ১০৮টি মাটির পাত্রে বাতাসা ও ফল নিবেদন করা হয় দেবীকে। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সেই রীতি আজও চলে আসছে। সারা বছর নিত্য পুজো হলেও বসন্তপঞ্চমীতে সরস্বতী পুজোর দিন ও জগন্নাথের স্নানযাত্রার দিন হয় বিশেষ পুজো। বাসন্তী রঙের শাড়িতে নতুন করে সাজানো হয় শতাব্দী প্রাচীন এই মন্দিরের প্রতিমাকে। সেজে ওঠে গোটা মন্দির। ভিড় জমায় কচিকাঁচা থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ সকলেই পূজোয়।

তরুণদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরির ধারাবাহিকভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সরকার ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ঃ তরুণদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরির ধারাবাহিকভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সরকার, তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার দেশের ৪৫টি স্থানে অষ্টাদশ রোজগার মেলার অধীনে বিভিন্ন সরকারি দফতর ও সংস্থায় নব নিযুক্তদের হাতে ৬১ হাজারের বেশি নিয়োগ পত্র তুলে দিলেন। ভার্চুয়ালি মাধ্যমে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে নব নিযুক্তদের শুভেচ্ছাও জানান প্রধানমন্ত্রী। এদিনের রোজগার মেলায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত বিশ্বের অন্যতম তরুণ জনসংখ্যার দেশ। আমাদের সরকার ধারাবাহিকভাবে তরুণদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরির চেষ্টা করে যাচ্ছে। ভারত সরকার বর্তমানে বিভিন্ন বাণিজ্য ও চলাচল সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন করছে, যা সারা দেশের তরুণদের জন্য অসংখ্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে, সারা দেশে ৬১,০০০-এরও বেশি তরুণ-তরুণী একটি নতুন জীবন শুরু করছেন। আজ আপনারা সকলেই সরকারি চাকরির জন্য নিয়োগপত্র পাচ্ছেন। এটি এক অর্থে দেশ গঠনের আমন্ত্রণ। এটি একটি বিকশিত ভারত গঠনকে ত্বরান্বিত করার অঙ্গীকার। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি দেশটি ঐতিহাসিক শ্রম আইন প্রণয়ন করেছে, যা নিয়োগকর্তা, শ্রমিক এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান-সকলের জন্যই উপকারী। এই নতুন বিধিমালাগুলি শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষা জোরদার করেছে।অন্যদিকে ভারত দ্রুত প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে, জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার দেশের ৪৫টি স্থানে অষ্টাদশ রোজগার মেলার অধীনে বিভিন্ন সরকারি দফতর ও সংস্থায় নব নিযুক্তদের হাতে ৬১ হাজারের বেশি নিয়োগ পত্র তুলে দিলেন। ভার্চুয়ালি মাধ্যমে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে নব নিযুক্তদের শুভেচ্ছাও জানান প্রধানমন্ত্রী। এদিনের রোজগার মেলায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনেক সেক্টর উৎপাদন ও রফতানি উভয় ক্ষেত্রেই অভূতপূর্ব প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে। ২০১৪ সাল থেকে ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন ছয়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে এটি এখন ১১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একটি সেক্টরে পরিণত হয়েছে। ইলেকট্রনিক্স রফতানিও ৪ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। স্বয়ংচালিত শিল্প আরেকটি উদাহরণ, যা দেশের দ্রুততম বর্ধনশীল খাতগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে।প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, এখন দেশ সংস্কার অভিযানে যাত্রা শুরু করেছে। এর লক্ষ্য হলো দেশে জীবন ও ব্যবসা উভযকেই সহজ করে তোলা। আজকের অনুষ্ঠানে ৮,০০০ এরও বেশি নারী নিয়োগপত্র পেয়েছেন। গত ১১ বছরে, দেশের কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির এই যুগে, দেশের চাহিদা এবং অগ্রাধিকারগুলিও দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য আপনাকে অবশ্যই নিজেকে আপগ্রেড করতে হবে। আমি আনন্দিত যে এত অল্প সময়ের মধ্যে, প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ সরকারি কর্মচারী আইজিওটি প্ল্যাটফর্মে যোগ দিচ্ছেন এবং নিজেদের পুনরায় প্রশিক্ষণ এবং ক্ষমতায়ন করছেন। আমাদের সকলের জন্য একটি মন্ত্র রয়েছেঃনাগরিক দেব ভব হবে আজ।

বাঁকুড়া জেলার মানডিহা ফাইভ স্টার ক্লাবের সরস্বতী পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়াঃবাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লক । দক্ষিণে বাঁশ ডাঙ্গা জঙ্গল। পাশে মানডিহা গ্রাম। শহরের কোলাহল থেকে কিছুটা দূরে এক মনোরম পরিবেশ। শাল গাছের ঘন জঙ্গল। গ্রামের মাঝখানে অবস্থান করছে মানডিহা ফাইভ স্টার ক্লাব। শেষ দিকে রয়েছে বিড়াই নদী। প্রকৃতির এক অপূর্ব মিলন ভূমি।মানডিহা ফাইভ স্টার ক্লাবের সরস্বতী পূজা মন্ডপের সামনে একঝাঁক কচিকাঁচা বাচ্চা ছোটাছুটি করছে। তাদের মিষ্টি গলার আওয়াজ মানডিহা ফাইভ স্টার ক্লাব হাউস প্রাঙ্গণকে মাতিয়ে রেখেছে। পূজা মন্ডপের চারিদিকে রয়েছে কচিকাঁচা বাচ্চাদের তুলির টান। দূষণের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে চিত্রকলা ফুটিয়ে তুলেছে অন্বেষা, বৃষ্টি, বিজয়া, অনিকেতা, অনন্যা, আরাধ্যা রা।মানডিহা ফাইভ স্টার ক্লাবের কর্মকর্তারা খুব সুন্দরভাবে গড়ে তুলেছেন পূজা মন্ডপ। আলো ঝলমল। সুসজ্জিত মণ্ডপ। সরস্বতী পূজা কে কেন্দ্র করে এখানে তিন দিন ব্যাপী দিবারাত্রি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।বর্তমান সরস্বতী পূজার দায়িত্বে রয়েছেন সভাপতি মাননীয় প্রশান্ত পাল মহাশয় ও সম্পাদক মাননীয় কুন্তল দে মহাশয়। সহকারী হিসেবে সহযোগিতা করছেন তমাল দে, অমিত দে, রাজেশ দে, নিরঞ্জন রায় ও অভিযান দে। এছাড়াও পুনিত দে মহাশয় সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মূল দায়িত্বে রয়েছেন মধুসূদন দে। তিনি এই এলাকার মানুষের নয়নের মণি। তিন দিন ব্যাপী দিবারাত্র বসে আঁকা প্রতিযোগিতা, ক্যুইজ ,নাচ,

গান, আবৃত্তি ,দৌড় প্রতিযোগিতা চলতে থাকে।২০০০ সাল থেকেই এই ক্লাবের উদ্যোগে শান্তি ও প্রগতির পতাকা উড়িয়ে ছাত্র যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ২০২৫ সালে ক্লাবের রজত জয়ন্তী বর্ষ দারুণ উসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে পালন করা হয়েছিল। বর্তমান ২০২৬ সালে বাংলার ঐতিহ্য তথা মানডিহা গ্রামের চিরাচরিত ঐতিহ্যকে বজায় রাখার জন্য অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই মরশুমের সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক যাত্রাপালা - কানন কুমার মাইতি রচিত - আসছে কলির ভগবান। যাত্রাপালায় নায়ক এর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন -তরনীসেন দে । খলনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন - মানিক দে মহাশয়।বাঁকুড়া জেলার বাইরের থেকেও বিভিন্ন শিল্পীর আগমনে বিষ্ণুপুর মল্ল রাজাদের সেনাপতি মহল এক নব সাজে সজ্জিত হয়ে উঠেছে।ছাত্র যুব উৎসবের বর্তমান বছরের সংযোজন যাত্রাপালা। এই যাত্রাপালা কে কেন্দ্র করে গ্রামের মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে পড়ার মতো। বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের মানডিহা ফাইভ স্টার ক্লাবের সরস্বতী পুজো আজ ওন্দা ব্লকের সীমানা ছাড়িয়ে বাঁকুড়া জেলা অতিক্রম করে রাজ্যের কাছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে।

রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠান, মনের কথা ভাগ করে নেবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার, ২৫ জানুয়ারি মাসিক মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেবেন। রবিবার ফের একবার শোনা যাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন-কি-বাত। এবারের মন-কি-বাত অনুষ্ঠানটি হবে ১৩০-তম পর্ব।রবিবার বেলা ১১টা থেকে আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের সবকটি চ্যানেলে এবং আকাশবাণীর নিউজ অন এআইআর ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে ও ইউটিউব চ্যানেলেও মন-কি-বাত অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। প্রতিবারের মতো এবারও প্রধানমন্ত্রী মোদী মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে কী বার্তা দেন, তা জানার অপেক্ষায় সমগ্র দেশবাসী বলে জানা গেছে।

শিবসেনা একটি মতাদর্শ, বিজেপিকে তোপ দেগে মন্তব্য উদ্ধবের

মুম্বই, ২৪ জানুয়ারি ঃ বিজেপি শিবসেনাকে মুছে দিতে পারবে না বলে মন্তব্য করলেন উদ্ধব ঠাকরে। মুম্বইয়ের পুরসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পরে তিনি বলেন, ' যদি মনে করে, আমাদের শেষ করে দিতে পারবে তা হলে ভুল ভাবছে। শিবসেনা কোনও দল নয়। একটা মতাদর্শ।' শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরে বলেছেন, শিবসেনা কেবল একটি রাজনৈতিক দল নয়। আর যদি বিজেপি মনে করে, শিবসেনাকে শেষ করে দেবে, তাহলে অমিত বলতে চাই আপনারা শিবসেনাকে শেষ করতে পারবে না, আপনারা শিবসেনাকে ধ্বংস করতে পারবে না, কারণ শিবসেনা কোনও দল নয় শিবসেনা একটি মতাদর্শ। শিবসেনা হল মাটির সন্তানদের অঙ্গার। আর শিবসেনা হল নিপীড়িতদের হৃদয়ে জ্বলন্ত মশাল, আপনারা তা নিভিয়ে দিতে পারবে না। আপনারা মোটেও তা নিভিয়ে দিতে পারবে না বলে জানা গিয়েছে।

আমেরিকায় তুষার ঝড়ের আশঙ্কা, নিউ ইয়র্কে রবি ও সোমবার বাতিল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান

নয়াদিল্লি ও নিউ ইয়র্ক, ২৪ জানুয়ারিঃ আগামী কয়েকদিনে আমেরিকার পূর্ব উপকূলের বিস্তীর্ণ এলাকায় তুষার ঝড়ের আগাম সতর্কতা জারি করেছে সে দেশের আবহাওয়া দফতর। এমন পরিস্থিতিতে, নিউ ইয়র্ক-সহ আমেরিকার একাধিক শহরের বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা সাময়িক ভাবে বাতিল করল এয়ার ইন্ডিয়া।জানা গিয়েছে, আগামী ২৫ এবং ২৬ জানুয়ারি অর্থাৎ রবিবার ও সোমবার, এই দুই দিন নিউ ইয়র্ক গামী ও সেখান থেকে অন্য জায়গায়' যাওয়ার যাবতীয় উড়ান বাতিল করেছে এই বিমান সংস্থা। এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল থেকে সোমবার পর্যন্ত আমেরিকার পূর্ব উপকূলে তুষার ঝড়ের পূর্বাভাস

ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে চেন্নাই ও দক্ষিণ ভারতে বৃষ্টির দাপট, একাধিক জেলায় জারি সতর্কতা

চেন্নাই, ২৪ জানুয়ারি ঃদক্ষিণ ভারতের ওপর সৃষ্ট ঘূর্ণাবর্তের সরাসরি প্রভাবে তামিলনাড়ু জুড়ে আবহাওয়ার হঠাৎ বদল লক্ষ করা যাচ্ছে। শনিবার ভোর থেকেই চেন্নাই শহরের বিস্তীর্ণ এলাকায় একটানা বৃষ্টি শুরু হয়, যা দিনের অনেকটা সময় ধরে অব্যাহত থাকে। এই বৃষ্টির জেরে মহানগরের স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হয়েছে, একাধিক এলাকায় জল জমে যান চলাচল মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। চেন্নাইয়ের চেটুপাট্টু, নুঙ্গাম্বাক্কাম, মীনাম্বাক্কাম, পুঝাল, মেদাভাক্কাম, পেরুঙ্গুডি, আদিয়ার, রাজা আন্নামালাইপুরম, ভেলাচেরি ও পল্লিকরণাইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকাগুলিতে রাস্তায় জল জমে যাওয়ার ছবি সামনে এসেছে। অনেক জায়গায় নিকাশি ব্যবস্থা ঠিকমতো কাজ না করায় সমস্যার মাত্রা আরও

বেড়েছে। সকালের ব্যস্ত সময়ে জল জমা রাস্তায় যানবাহনের গতি কমে যায়, অফিসযাত্রী ও পড়ুয়াদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছয়।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া এই ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে উপকূলবর্তী অঞ্চল এবং নিচু এলাকাগুলিতে আগামী কয়েক ঘণ্টা থেকে আরও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। চেন্নাইয়ের পাশাপাশি তিরুভাল্লুর, কাঞ্চিপুরম-সহ রাজ্যের মোট সাতটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে প্রশাসনকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে এবং প্রয়োজন হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।এই টানা বৃষ্টির প্রভাবে তামিলনাড়ুর বেশ কিছু এলাকায় দিনের তাপমাত্রা সামান্য হলেও কমেছে। দীর্ঘদিন ধরে শুষ্ক ও উষ্ণ আবহাওয়ার পর বৃষ্টি স্বস্তি দিলেও, তার সঙ্গে সঙ্গে জল জমা, যানজট ও দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যাঘাতের আশঙ্কাও বাড়ছে। আবহাওয়া দফতরের মতে, বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে নিচু এলাকাগুলিতে জলমগ্ন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে এবং জনজীবন আরও ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।প্রশাসনের পক্ষ থেকে নাগরিকদের অপ্রয়োজনে বাইরে না বেরোতে, জল জমা এলাকায় সতর্কতার সঙ্গে চলাচল করতে এবং আবহাওয়া সংক্রান্ত আপডেটের দিকে নজর রাখতে অনুরোধ করা হয়েছে। ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব কতদিন স্থায়ী হবে, তা নিয়ে নজর রাখছে আবহাওয়া দফতর। আপাতত দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে বৃষ্টি ও সতর্কতার আবহই বজায় থাকবে বলে পূর্বাভাস।

অষ্টাদশ রোজগার মেলার আয়োজন, নব নিযুক্তদের নিয়োগপত্র প্রদান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার দেশের ৪৫টি স্থানে অষ্টাদশ রোজগার মেলার অধীনে বিভিন্ন সরকারি দফতর ও সংস্থায় নব নিযুক্তদের হাতে ৬১ হাজারের বেশি নিয়োগ পত্র তুলে দিলেন। ভার্চুয়ালি মাধ্যমে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে নব নিযুক্তদের শুভেচ্ছাও জানান প্রধানমন্ত্রী।এদিনের রোজগার মেলায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং বলেন, মোট নিয়োগপত্রের মধ্যে ৪৯,২০০টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং আধা-সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কিত। বিপুল সংখ্যক নারী কনস্টেবল নিয়োগ করা হচ্ছে। এটি সম্ভব হয়েছে, কারণ গত ১১ বছরে আমাদের সরকার প্রচুর সহায়ক বিধান চালু করেছে। বিএসএফ-এর নারী জওয়ানরা সীমান্তে জিরো লাইনে মোতায়েন রয়েছে। ২৬ জানুয়ারি, কর্তব্য পথে, সম্পূর্ণ পুরুষ সিআরপিএফ কন্টিনজেন্টের নেতৃত্ব দেবেন একজন নারী সহকারী কমান্ড্যান্ট।

এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরোধিতায় ফের মুখর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সরস্বতী,কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ঃ কলকাতার রেড রোডে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান থেকে নাম না করে কেন্দ্র সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে তীব্র আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায়। নিজের পদবি নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কের কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তিনি বলেন যে, তিনি বাংলায় নিজের পদবি ' বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ইংরেজিতে 'ব্যানার্জি' লেখেন, এতে সমস্যার কিছু থাকা উচিত নয়। যাঁরা এই সামান্য পার্থক্যটুকু বোঝেন না, তাঁদের নিন্দা করা ছাড়া তাঁর আর কিছু করার নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন।মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ তোলেন যে, আদিবাসী এবং তফসিলি জাতি-জনজাতিভুক্ত মানুষের নাম সুকৌশলে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের কাছে তাঁদের বাবা-মায়ের জন্ম শংসাপত্র কেন চাওয়া হচ্ছে, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে নিজের বাড়ির এক আদিবাসী পরিচারিকার উদাহরণ দিয়ে তিনি জানান যে, তাঁর পরিবারের সব সদস্যকে তলব করা হয়েছে। এমনকি প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকেও তাঁর বাবা-মায়ের বয়সের ব্যবধান নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে বলে দাবি করেন মমতা।নিজের ভাষণে তীব্র কটাক্ষের সুরে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন যে, এখন

থেকে কি মানুষ প্রেম করবে কি না, বিয়ে করবে কি না কিংবা সন্তান জন্ম দেবে কি না-সেটাও কি সরকার ঠিক করে দেবে? ব্যঙ্গের সুরে তিনি বলেন, এরপর হয়তো সন্তানদের জন্মের জন্যও অনুমতি নিতে হবে। বিশেষ করে 'এসআইআর' প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে তিনি জানান যে, তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যেই এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে আপত্তি জানিয়েছে। তিনি স্পষ্ট করেন যে, তিনি কেবল রাজনীতি নয় বরং সাধারণ মানুষের জীবন ও অধিকারের কথা বলছেন।মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায় বলেন যে, একজন মানুষের জীবনের মূল্য অনেক বেশি। বর্তমানে তাঁদের 'কৌরব পক্ষ' এবং 'দানবদের' বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে। কেন্দ্রের শাসকদলের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, আজ আপনারা ক্ষমতায় আছেন বলে এসব করছেন, কিন্তু যেদিন ক্ষমতা থাকবে না, সেদিন আপনাদের পালিয়ে যাওয়ার পথ থাকবে না।

সমতা, শিক্ষা ও সুযোগের মাধ্যমে প্রতিটি মেয়ের ক্ষমতায়নের অঙ্গীকার জয়শঙ্করের

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ঃসমতা, শিক্ষা ও সুযোগের মাধ্যমে প্রতিটি মেয়ের ক্ষমতায়নের অঙ্গীকার করলেন বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। শনিবার এক্স মাধ্যমে জয়শঙ্কর জানান, জাতীয় কন্যা শিশু দিবসে, আমরা মেয়েদের কৃতিত্বের জন্য গর্বিত। ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের মহিলারা বিশ্বব্যাপী ফোরামে আমাদের পতাকা উঁচু করে রেখেছেন। আসুন আমরা সমতা, শিক্ষা এবং সুযোগের মাধ্যমে প্রতিটি মেয়েকে ক্ষমতায়িত করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করি।উল্লেখ্য, ভারতে প্রতি বছর ২৪ জানুয়ারি দিনটি 'জাতীয় কন্যা শিশু দিবস' হিসেবে পালিত হয়। কন্যা শিশুর অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে ২০০৮ সাল থেকে এই দিনটি পালন করা হচ্ছে। এই দিবসের মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজকে কন্যা শিশুদের নিরাপত্তা ও সমান সুযোগ প্রদানের বিষয়ে সচেতন করা।

তামিলনাড়ু অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি উন্নতঃএম কে স্ট্যালিন

চেন্নাই, ২৪ জানুয়ারি ঃ তামিলনাড়ু অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত, দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। শনিবার তামিলনাও বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন বলেন, দ্রাবিড় মডেল সরকারের সাফল্যের কারণে, তামিলনাড়ু মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। তামিলনাড়ু অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি উন্নয়ন করেছে। এর কারণ আমাদের পরিকল্পনা। এই সরকারের ক্ষেত্রে, একবার একটি অর্জন করলে, আরও বড় সাফল্য আসে। সাফল্যের পর সাফল্য অর্জন করাই দ্রাবিড় মডেল সরকারের বৈশিষ্ট্য।স্ট্যালিন আরও বলেন, তবে, রাজ্যপাল সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। তিনি বারবার একই কারণ উল্লেখ করে বিধানসভা থেকে ওয়াক আউট করেন। আমি

এমন একজন ব্যক্তি যার দেশ এবং জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। দেশপ্রেম সম্পর্কে আমাদের কাউকে বক্তৃতা দেওয়ার দরকার নেই। রাজ্যপালের কর্মকাণ্ড আমাকে কষ্ট দেয়। বিধানসভায়, শুরুতে তামিল থাই ভাজথু এবং শেষে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার ঐতিহ্য রয়েছে।

রাশিফল

মেষঃআপনি যে গান বা নাচের ক্লাসে ভর্তি হতে চাইছিলেন, তাতে যোগ দিন। এমনিতে আজ ভালো দিন, সাফল্যেরও ইঙ্গিত আছে। আজকে আপনাকে টাকাপয়সা সংক্রান্ত বিষয় বিব্রত করতে পারে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতির বেশ ভালোরকম অবনতি হবে। শুভদিন

বৃষঃ গ্রহের ইতিবাচক প্রভাবে আপনার সঙ্গে আপনার সঙ্গীর ভালো বোঝাপড়া হতে পারে। সম্পর্কের এই উষ্ণতা ধরে রাখতে আপনি স্বার্থত্যাগ করতে এবং মানিয়ে নিতে চাইতে পারেন।

মিথুনঃআপনার প্রিয়তমের সান্নিধ্যের বাসনা আপনাকে পরিশ্রম করতে সাহায্য করবে, যাতে আপনি তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে বাড়ি দৌড়তে পারেন। কাজের জন্য আজ আদর্শ দিন। ব্যবসায়িক অংশীদারদের সঙ্গে কথোপকথন লাভজনক প্রমাণিত হবে। শুভদিন

কর্কট রাশিঃসন্ধ্যাটি আপনি জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কাটাবেন এবং আপনি নিশ্চিত করবেন যে তার যেন সম্পূর্ণ মনোরঞ্জন হয়। আজকে মাথার কথা শোনার বদলে হৃদয়ের কথা মেনে চলুন। সহজাতভাবে আজ যে সিদ্ধান্ত নেবেন তা আপনার আর্থিক অবস্থার ওপরে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। শুভদিন

সিংহঃ কোনও সম্পর্ক শুরু করার জন্য এটি ভালো সময় নয়, কিন্তু যারা ইতিমধ্যেই কোনও সম্পর্কে জ।তি আছে তারা প্রিয়তমের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন। আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি আদর্শ নয়। ভালো-মন্দ দুই দিক বিচার না করে আজকে অর্থ ব্যয় করবেন না। যতদূর সম্ভব, বিনিয়োগ এ।য়ে চলুন। পেশাগত ক্ষেত্রে নিজের মতো চুপচাপ থাকুন। সংসারে শান্তি

কন্যা ঃ আপনি একটি ছুটি নিয়ে পরিবারের সঙ্গে বে।াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। সঙ্গীর সঙ্গে রোমাঞ্চকর আনন্দের মুহূর্ত কাটিতে প্রণয়ীযুগলেরা নতুন নতুন জায়গা ঘুরে দেখতে পারেন। কেরিয়ারের ক্ষেত্রে, অংশীদারি ব্যবসা করেন যাঁরা, তাঁদের জন্য খুব ভালো সময় আসতে পারে।

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি চ্যালেঞ্জে ভরা হতে পারে। আপনাকে চারপাশের লোকেদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। পরিস্থিতি আপনাকে উদ্বিগ্ন বোধ করাতে পারে, যা আপনার মানসিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। শুভদিন।

বৃশ্চিকঃ হাওয়ার আজ প্রেমের মেজাজ এবং আপনি আপনার ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে অসাধারণ সময় কাটাবেন। ফাটকা বাজারে বিনিয়োগ করা আপনার জন্য ভালো হবে। আজ অবধি যদি আপনি শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ না করে থাকেন, এখন করুন।

ধনুঃ জটিল সমস্যাগুলির সমাধান হতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে, আপনার উন্নতি বা আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনাও থাকতে পারে। দিনের শেষে, আপনি কাছের এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে ভালো মুহূর্ত কাটাবেন। ব্যবসায় সাফল্য হবে।

মকরঃআজ আপনি আপনার ভাই-বোন ও আর্থিক সমস্যা নিয়ে একটু আবেগপ্রবণ থাকবেন। তারা যদি আপনার থেকে টাকা ধার করতে চায়, প্রত্যাখ্যান করবেন না।

কুম্ভঃ আপনি যদি আপনার আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে খুব বেশি আত্মবিশ্বাসী থাকেন, আজ হয়তো নিয়তি আপনাকে কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলবে। বিবাহরে যোগ হবে

মীনঃ আপনার ও আপনার জীবনসঙ্গীর মধ্যে জোরালো মানসিক সম্পর্ক তৈরি হবে। আপনি হয়তো পুরনো সবকিছুকে পিছনে ফেলে নতুন উদ্ভাবনী কিছু করতে চাইবেন। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন।

আবহাওয়া

বসন্ত পঞ্চমী কেটেছে বসন্তের মতো। জাঁকিয়ে শীতের আমেজ উধাও, বরং গত কয়েক দিনে তাপমাত্রা বেড়েছে দক্ষিণবঙ্গে। আপাতত রাজ্যের কোথাও সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় বিশেষ হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ- সর্বত্র তাপমাত্রা একই রকম থাকবে। অর্থাৎ, কোথাও জাঁকিয়ে শীত পড়বে না। তবে প্রায় সব জেলাতেই কুয়াশার দাপট চলবে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যাবে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হতে পারে ৮৯ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৪২ শতকরা

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫২মিনিট এবং ০৯রাত ৫০টা । **ভাটা**-দুপুর ০৩টা ৫০মনিট এবং রাত ১২টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ২০মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২১মনিটে হতে পারে।

অ্যাপ ডাউনলোড করলেই প্রতারকদের হাতে সমস্ত তথ্য, কলকাতায় গ্রেফতার ৫

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ঃ কলকাতায় সাইবার অপরাধের এক ভয়াবহ চক্রের পর্দাফাঁস করল পুলিশ। একটি ভুয়ো মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছিল প্রতারকদের হাতে। এই ঘটনায় কলকাতার বিভিন্ন এলাকা থেকে মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা একটি সুসংগঠিত সাইবার জালিয়াতি চক্রের সঙ্গে যুক্ত এবং দীর্ঘদিন ধরেই সাধারণ মানুষকে টার্গেট করে প্রতারণা চালাচ্ছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে, যেখানে ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন-একটি নির্দিষ্ট অ্যাপ ডাউনলোড করার পরই তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাও হয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে আবার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট হ্যাক হওয়া, ব্যক্তিগত ছবি ও নথি ফাঁস হওয়ার অভিযোগও সামনে আসে। তদন্তে নেমে পুলিশ বুঝতে পারে, বিষয়টি বিচ্ছিন্ন নয়, বরং এর পেছনে রয়েছে একটি সংগঠিত সাইবার অপরাধচক্র। তদন্তকারীদের মতে, ওই অ্যাপটি দেখতে একেবারে সাধারণ এবং বিশ্বাসযোগ্য ছিল। নাম ও লোগো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল, যাতে সাধারণ ব্যবহারকারীর মনে কোনও সন্দেহ না জাগে। কেউ কেউ কাজের প্রয়োজনেই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছিলেন, কেউ আবার আকর্ষণীয় অফার বা জরুরি পরিষেবার লোভে ফাঁদে পা দেন। কিন্তু অ্যাপটি ইনস্টল করার পরই সেটি মোবাইলের কন্টাক্ট লিস্ট, মেসেজ, ব্যাঙ্কিং তথ্য, ওটিপি এবং এমনকি গ্যালারির ছবিতেও প্রবেশাধিকার নিয়ে নিত। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, অ্যাপটি ডাউনলোড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটি ম্যালওয়্যার সক্রিয় হয়ে যেত। সেই ম্যালওয়্যার ব্যবহারকারীর অজান্তেই সমস্ত সংবেদনশীল তথ্য একটি নির্দিষ্ট সার্ভারে পাঠিয়ে দিত। ওই সার্ভার থেকেই প্রতারকরা তথ্য সংগ্রহ করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফাঁকা করা বা ব্ল্যাকমেলের মতো অপরাধে ব্যবহার করত। অনেক ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীরা বুঝতেই পারেননি, ঠিক কবে তাঁদের তথ্য হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনার সূত্র ধরে কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা দীর্ঘদিন ধরে নজরদারি চালাচ্ছিল। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ, আইপি অ্যাড্রেস ট্র্যাকিং এবং গোপন সূত্রের মাধ্যমে প্রথমে কয়েকজন সন্দেহভাজনের খোঁজ মেলে। এরপর ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে একাধিক মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, সিম কার্ড এবং ডিজিটাল স্টোরেজ ডিভাইস উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসছে। এই চক্র শুধু কলকাতা নয়, রাজ্যের বাইরেও শাখা বিস্তার করেছিল বলে সন্দেহ। ভুয়ো অ্যাপটি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তারা সোশ্যাল মিডিয়া, মেসেজিং অ্যাপ এবং বিভিন্ন অনলাইন বিজ্ঞাপনের সাহায্য নিত। অনেক সময় পরিচিত সংস্থার নাম ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হতো। এই ঘটনার জেরে আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে যারা নিয়মিত অনলাইন ব্যাঙ্কিং ও ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবহার করেন, তাঁদের মধ্যে উদ্বেগ বেড়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, এত সহজে কীভাবে একটি ভুয়ো অ্যাপ মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নিতে পারছে। সাইবার বিশেষজ্ঞদের মতে, অতিরিক্ত অনুমতি না বুঝে অ্যাপ ইনস্টল করাই এই ধরনের প্রতারণার মূল কারণ। পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতদের ব্যাঙ্ক লেনদেন এবং যোগাযোগের নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। প্রয়োজনে অন্যান্য রাজ্যের পুলিশের সঙ্গেও সমন্বয় করে তদন্ত এগোনো হবে। পাশাপাশি, অ্যাপটি কোন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ছড়ানো হয়েছিল, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ সাধারণ মানুষের জন্য সতর্কবার্তা জারি করেছে। অচেনা লিঙ্ক বা অ্যাপ ডাউনলোড করার আগে যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে কোনও অ্যাপ যদি অপ্রয়োজনীয় অনুমতি চায়, তাহলে সেটি ইনস্টল না করাই শ্রেয় বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া, ব্যাঙ্ক বা সরকারি সংস্থার নামে আসা যেকোনো ডিজিটাল বার্তা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। সব মিলিয়ে, কলকাতায় এই সাইবার জালিয়াতির ঘটনা ডিজিটাল নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। প্রযুক্তির সুবিধার পাশাপাশি ঝুঁকিও যে কতটা গভীর, তা এই ঘটনায় স্পষ্ট। পুলিশের তৎপরতায় আপাতত পাঁচজন গ্রেফতার হলেও, তদন্তকারীদের মতে এটি হয়তো আরও বড় চক্রের অংশ। এখন দেখার, তদন্তের অগ্রগতিতে আর কী কী তথ্য সামনে আসে এবং সাধারণ মানুষের ডিজিটাল নিরাপত্তা কতটা জোরদার করা যায়। এই অভিযোগগুলির ভিত্তিতে কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগ প্রযুক্তিগত তদন্ত শুরু করে। আইপি অ্যাড্রেস ট্র্যাকিং, ডিজিটাল ফরেনসিক বিশ্লেষণ এবং গোপন সূত্রের মাধ্যমে অভিযুক্তদের গতিবিধির ওপর নজর রাখা হয়। এরপর শহরের বিভিন্ন এলাকায় একযোগে অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে একাধিক মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, সিম কার্ড এবং ডিজিটাল ডিভাইস উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা স্বীকার করেছে যে এই প্রতারণা চক্র শুধু কলকাতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজ্যের বাইরের একাধিক জায়গাতেও তাদের নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে ছিল। সোশ্যাল মিডিয়া এবং মেসেজিং অ্যাপের মাধ্যমে ভুয়ো লিঙ্ক পাঠিয়ে সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলা হতো। এই ঘটনার পর সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বেড়েছে। পুলিশ প্রশাসন নাগরিকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে এবং অচেনা অ্যাপ ডাউনলোড করার আগে ভালোভাবে যাচাই করার আবেদন জানিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ডিজিটাল যুগে সামান্য অসতর্কতাই বড় বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। কলকাতার এই ঘটনা আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, প্রযুক্তির সুবিধার পাশাপাশি নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন হওয়াই এখন সবচেয়ে জরুরি।

ভুয়ো আয়কর আধিকারিক সেজে স্কুলে হাজির নাবালক, অশোকনগরে চাঞ্চল্য

তন্ময় সাহা, বারাসত, ২৪ জানুয়ারি ঃ অশোকনগরে এক অদ্ভুত ও উদ্বেগজনক ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ভুয়ো আয়কর আধিকারিকের ছদ্মবেশে এক নাবালক স্কুলে ঢুকে পড়ার ঘটনায় প্রশাসন, শিক্ষক মহল এবং অভিভাবকদের মধ্যে প্রশ্ন ও আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত, আর স্কুলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও উঠছে একের পর এক প্রশ্ন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্দিষ্ট পোশাক, পরিচয়পত্রের মতো দেখতে একটি কার্ড এবং কর্তৃত্বপূর্ণ আচরণ নিয়ে ওই নাবালক নিজেকে আয়কর দফতরের আধিকারিক হিসেবে পরিচয় দেয়। স্কুলে প্রবেশের সময় সে দাবি করে, একটি প্রশাসনিক যাচাই ও নথি পরীক্ষা করতেই তার আগমন। তার কথাবার্তা ও আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে প্রথমে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেননি। শিক্ষক ও কর্মীদের একটি অংশ তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতিও দেন। স্কুল চত্বরে ঢোকার পর ওই নাবালক কয়েকজন শিক্ষক ও কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলে এবং কিছু কাগজপত্র দেখতে চায়। এখানেই সন্দেহ দানা বাঁধে। একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক তার কথাবার্তায় অসঙ্গতি লক্ষ্য করেন। প্রশ্ন করা হলে সে একাধিকবার বক্তব্য বদলাতে থাকে। পরিচয়পত্র দেখাতে বলা হলে তার দেওয়া কার্ডটি দেখে আরও সন্দেহ ঘনীভূত হয়। অবশেষে স্কুল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনকে জানায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের সময় ধরা পড়ে, অভিযুক্ত ব্যক্তি আসলে নাবালক এবং তার দাবি সম্পূর্ণ ভুয়ো। পুলিশের সামনে সে স্বীকার করে, কোনও আয়কর দফতরের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। কেন সে এমন ছদ্মবেশ নিয়েছিল, সেই প্রশ্নের উত্তরে কখনও সে কৌতূহলের কথা বলে, কখনও আবার প্রশাসনিক আধিকারিকদের অনুকরণ করার ইচ্ছার কথা জানায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অভিভাবকদের অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, স্কুলের মতো সংবেদনশীল জায়গায় কীভাবে এত সহজে বাইরের কেউ ঢুকে পড়তে পারে, তা ভাবতেই আতঙ্ক লাগছে। ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে তাঁরা গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন। কেউ কেউ দাবি করেছেন, স্কুলে প্রবেশের সময় পরিচয় যাচাই আরও কঠোর করা উচিত ছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যেহেতু অভিযুক্ত নাবালক, তাই আইন অনুযায়ী তাকে সংশোধনমূলক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং ঘটনার পেছনে কোনও বড় উদ্দেশ্য বা অন্য কারও প্ররোচনা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ আধিকারিকদের মতে, বিষয়টিকে হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই, কারণ ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার অপব্যবহার হতে পারে। এই ঘটনায় শিক্ষা মহলও নড়েচড়ে বসেছে। জেলা প্রশাসনের তরফে স্কুল কর্তৃপক্ষকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে সরকারি আধিকারিক বা বহিরাগত কেউ স্কুলে এলে তার পরিচয় যাচাই, আগাম অনুমতি এবং নথিপত্র পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষও স্বীকার করেছে, এই ঘটনার পর তারা নিজেদের প্রোটোকল নতুন করে পর্যালোচনা করবে। মানসিক দিক থেকেও বিষয়টি ভাবাচ্ছে অনেককে। এত কম বয়সে একজন নাবালক কেন এমন পরিচয় গ্রহণ করতে চাইল, সেই প্রশ্ন উঠছে। মনোবিশেষজ্ঞদের মতে, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রতীক হিসেবে প্রশাসনিক পরিচয় অনেক সময় কিশোর মনে আকর্ষণ তৈরি করে। তবে সেই আকর্ষণ যদি সঠিক পথে পরিচালিত না হয়, তাহলে তা বিপজ্জনক পরিস্থিতির জন্ম দিতে পারে। সব মিলিয়ে, অশোকনগরের এই ঘটনা শুধু একটি ভুয়ো পরিচয়ের কাহিনি নয়, বরং স্কুল নিরাপত্তা, শিশু মানসিকতা এবং সামাজিক সচেতনতার একটি বড় প্রশ্ন তুলে ধরেছে। প্রশাসন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যদি এখনই সতর্ক না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও বড় সমস্যার মুখোমুখি হতে হতে পারে। এই ঘটনার পর অন্তত একটি বিষয় স্পষ্ট-নিরাপত্তা ও সচেতনতার কোনও বিকল্প নেই, বিশেষ করে যখন বিষয়টি শিশুদের ঘিরে।

রেড রোডে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, একাধিক আহত

স্টাফ রিপোর্টার, ২৪ জানুয়ারি ঃ শনিবার ভোরে রেড অন এলাকায় ঘটে গেল এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা, যা মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী, ভোরের নির্জন রাস্তায় একটি দ্রুতগতির গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। বিকট শব্দে সংঘর্ষের পর আশপাশের মানুষ ছুটে আসেন, আর রক্তাক্ত অবস্থায় গাড়ির ভিতর ও রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায় একাধিক যাত্রীকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ভোরের দিকে যানবাহনের চাপ তুলনামূলকভাবে কম থাকলেও গাড়িটির গতি ছিল অত্যন্ত বেশি। হঠাৎ করেই গাড়িটি সামনে থাকা একটি বাধার সঙ্গে ধাক্কা খায়। ধাক্কার তীব্রতায় গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। সংঘর্ষের শব্দ শুনে আশপাশের বাসিন্দারা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের উদ্ধারে হাত লাগান। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্স। আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। চিকিৎসকদের মতে, দুর্ঘটনার সময় সিটবেল্ট না থাকলে আঘাতের মাত্রা আরও বেড়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে রেড অন এলাকায় কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল ঘিরে তদন্ত শুরু করে এবং দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি সরিয়ে নেওয়ার পর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, অতিরিক্ত গতি এবং সম্ভবত চালকের অসতর্কতাই এই দুর্ঘটনার প্রধান কারণ। তবে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো হয়েছিল কি না, সেই দিকটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ওই এলাকায় প্রায়ই দ্রুতগতির গাড়ি চলাচল করে এবং এর আগেও একাধিক ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাঁদের দাবি, রাস্তায় পর্যাপ্ত আলো ও গতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকায় ঝুঁকি বাড়ছে। এই ঘটনার পর ফের একবার সেখানে স্পিড ব্রেকার ও ট্রাফিক নজরদারি বাড়ানোর দাবি উঠেছে। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আহতদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। হাসপাতালে ভিড় জমাতে শুরু করেন আত্মীয়স্বজনরা। অনেকেই প্রশাসনের কাছে দ্রুত চিকিৎসা ও সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আর না ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান, সিসিটিভি ফুটেজ এবং প্রযুক্তিগত তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত এগোচ্ছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্ধারণের পর প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে, শনিবার ভোরের এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা আবারও শহরের সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিল। নিয়ম না মানা, অতিরিক্ত গতি এবং অবহেলা যে কতটা প্রাণঘাতী হতে পারে, এই ঘটনা তারই এক নির্মম উদাহরণ। এখন সকলের নজর আহতদের দ্রুত আরোগ্য এবং তদন্তের মাধ্যমে সত্য উদঘাটনের দিকে।

কেন্দ্রীয় ডিজিটাল কাঠামো গড়ছে রাজ্য সরকার

তন্ময় পাত্র, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ঃ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে থাকা নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রকল্পগুলিকে আরও কার্যকর ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। সৌরবিদ্যুৎ, বায়ুশক্তি ও অন্যান্য নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রকল্পগুলিকে একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল কাঠামোর আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, এতদিন প্রকল্পভিত্তিক আলাদা আলাদা রূপায়ণের কারণে নজরদারি ও সমন্বয়ে ঘাটতি দেখা দিচ্ছিল, যার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই কাজের গতি মন্থর হচ্ছিল। আধিকারিকদের বক্তব্য, রাজ্যের একাধিক জেলায় একসঙ্গে চলা বহু প্রকল্পের তথ্য বর্তমানে বিভিন্ন দফতর ও সংস্থার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। এর ফলে প্রকল্পের অগ্রগতি, কাজের দেরি বা প্রযুক্তিগত সমস্যার বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। নতুন এই ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি একক প্ল্যাটফর্ম থেকেই সমস্ত প্রকল্পের তথ্য নজরে রাখা সম্ভব হবে। এতে প্রশাসনিক কাজ যেমন সহজ হবে, তেমনই প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা বাড়বে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রতিটি নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রকল্পকে জিও-ট্যাগিংয়ের মাধ্যমে ডিজিটাল মানচিত্রে যুক্ত করা হবে। এর ফলে ইন্টারঅ্যাকটিভ ম্যাপের সাহায্যে সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র বা অন্যান্য শক্তি স্থাপনার সঠিক অবস্থান এবং বর্তমান অবস্থা এক নজরে বোঝা যাবে। কোন প্রকল্প কতটা এগিয়েছে, কোথায় কাজ থমকে রয়েছে কিংবা কোন এলাকায় প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা দিয়েছে, তা রিয়েল-টাইমে দেখা সম্ভব হবে। নতুন ব্যবস্থার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মোবাইল অ্যাপের ব্যবহার। সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা সরাসরি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে কাজের অগ্রগতি, রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য এবং পরিদর্শনের রিপোর্ট আপলোড করতে পারবেন। এই সমস্ত তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্ত হবে একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল ড্যাশবোর্ডে, যেখান থেকে উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা তা পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন।

পিটিয়ে খুন কান্ডে গ্রেফতার ৫

সুমন আদক, হাওড়া, ২৪ জানুয়ারি ঃ অসামাজিক কাজের প্রতিবাদ করায় গোলাবাড়িতে যুবককে পিটিয়ে 'খুনে'র অভিযোগ, গ্রেফতার চার মহিলা সহ ৫ জন। তদন্তে পুলিশ। হাওড়ার গোলাবাড়িতে আবাসনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলা 'অসামাজিক' কাজের প্রতিবাদ করায় পুরসভার সাফাই বিভাগের এক কর্মীকে 'পিটিয়ে খুনে'র ঘটনায় গ্রেফতার প্রতিবেশী চার মহিলা সহ মোট ৫ জন। সোমবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটে উত্তর হাওড়ার গোলমোহরের ট্যান্ডেল বাগান রেল কোয়ার্টারে। অমিত কুমার হেলা (৩৩) নামের ওই যুবককে ওইদিন রাতে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার তাঁর মৃত্যু হয়। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। এই ঘটনায় চার মহিলা সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। স্থানীয় এলাকায় 'পরোপকারী' হিসেবেই পরিচিত ছিলেন অমিত। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে গোলমোহর এলাকায়। অভিযোগ, পাশের কোয়ার্টারে মদ, জুয়ার আসর সহ নানা অসামাজিক কাজ হত। তারই প্রতিবাদ করেছিলেন অমিত। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে ঘরে 'আটকে' পিটিয়ে 'খুন' করা হয়েছে অমিতকে। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

নিউ টাউনে আবর্জনায় উদ্ধার নাবালকের দেহ

তন্ময় পাত্র, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ঃ নিউ টাউনে শনিবার সকালে আবর্জনার স্তূপ থেকে এক নাবালকের দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসতেই খবর দেওয়া হয় পুলিশে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কীভাবে ওই নাবালকের মৃত্যু হল, আদৌ এটি দুর্ঘটনা না কি পরিকল্পিত খুন-সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে নিয়মিত আবর্জনা ফেলার সময় কয়েকজন সাফাইকর্মী প্রথমে একটি বস্তার মতো কিছু পড়ে থাকতে দেখেন। কাছাকাছি গিয়ে সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দাদের জানান। এরপরই পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে বস্তাটি খুলতেই দেখা যায়, ভেতরে রয়েছে একটি নাবালকের নিথর দেহ। মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত নাবালকের বয়স আনুমানিক কিশোর পর্যায়ের। দেহে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে স্পষ্টভাবে মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলেই মৃত্যুর সময় ও কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা মিলবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে পুলিশ ও নিউ টাউন থানার আধিকারিকরা। ফরেনসিক দলকেও ডাকা হয়, যাতে আবর্জনার স্তূপ এবং আশপাশের এলাকা থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়। এলাকায় থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে। তদন্তকারীদের ধারণা, দেহটি অন্য কোথাও রেখে পরে এখানে ফেলা হয়ে থাকতে পারে। এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে প্রবল আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, পরিকল্পিতভাবে দেহ ফেলে যাওয়ার মতো ঘটনা কীভাবে ঘটতে পারে এত জনবহুল এলাকায়। অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ আরও বেড়েছে, বিশেষ করে নাবালকদের নিরাপত্তা নিয়ে। এলাকায় টহল বাড়ানোর দাবি তুলেছেন বাসিন্দাদের একাংশ। পুলিশ জানিয়েছে, আশপাশের থানায় কোনও নিখোঁজ নাবালকের অভিযোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি, রাজ্যের অন্যান্য থানার সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। মৃতের পরিচয় নিশ্চিত করতে বিভিন্ন সূত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। মৃতের পরনে থাকা কাপড় ও অন্যান্য চিহ্নের ভিত্তিতে পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এই ঘটনার পিছনে কোনও অপরাধচক্র জড়িত আছে কি না, তাও তদন্তের আওতায় রয়েছে। পুলিশ আধিকারিকদের মতে, নাবালকের দেহ আবর্জনার মধ্যে ফেলে যাওয়া অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ এবং বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। দোষীদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেফতারের আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ। সব মিলিয়ে, নিউ টাউনে নাবালকের দেহ উদ্ধারের এই ঘটনা শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সামাজিক বাস্তবতা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। তদন্ত কোন দিকে এগোয় এবং এর পিছনের রহস্য কী, তা জানতে অপেক্ষায় গোটা এলাকা। পুলিশের তদন্তেই এখন ভরসা, যাতে দ্রুত সত্য সামনে আসে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়।

পানীয় জলের পাইপলাইনে লিকেজ, নোংরা জল ও জলসংকটে দুর্ভোগে হুগলীর চুঁচুড়ার সাধারণ মানুষ

অমিতাভ দত্ত, চুঁচুড়া, ২৪ জানুয়ারি ঃ হুগলির চুঁচুড়া শহরে পানীয় জলের পাইপলাইনে একাধিক জায়গায় লিকেজ ধরা পড়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরেই এই সমস্যা চললেও সাম্প্রতিক সময়ে পরিস্থিতি আরও গুরুতর আকার নিয়েছে। কোথাও পর্যাপ্ত জল মিলছে না, আবার কোথাও কল খুললেই বেরোচ্ছে ঘোলা ও দুর্গন্ধযুক্ত জল। এর ফলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। চুঁচুড়ার একাধিক ওয়ার্ডের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সকালে ও সন্ধ্যায় নির্ধারিত সময়ে জল সরবরাহ হলেও সেই জল ব্যবহারযোগ্য নয়। অনেক এলাকায় পাইপলাইনের ফাটল দিয়ে নিকাশি নর্দমার জল মিশে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে রান্না, পান করা তো দূরের কথা, স্নান বা বাসন মাজার ক্ষেত্রেও জল ব্যবহার করতে ভয় পাচ্ছেন মানুষ। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে পরিবারগুলিতে। স্থানীয়দের দাবি, পাইপলাইনের এই সমস্যা নতুন নয়। একাধিকবার পুরসভাকে জানানো হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কোথাও সাময়িকভাবে মেরামত করা হলেও কয়েকদিনের মধ্যেই আবার সেই জায়গা থেকে জল চুঁইয়ে পড়ছে। অনেক এলাকায় রাস্তার ওপর দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে, ফলে রাস্তাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যান চলাচলে সমস্যা তৈরি হওয়ার পাশাপাশি দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন নিম্ন আয়ের মানুষজন। অনেক পরিবার বাধ্য হয়ে দোকান থেকে পানীয় জল কিনে আনছেন, যা তাদের জন্য অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কেউ কেউ দূরবর্তী এলাকা থেকে পরিষ্কার জলের সন্ধানে হাঁটছেন। মহিলাদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও প্রকট, কারণ সংসারের বেশিরভাগ জলসংক্রান্ত কাজ তাঁদেরই করতে হয়। প্রতিদিনের এই সংগ্রাম ধীরে ধীরে ক্ষোভে পরিণত হচ্ছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে জানিয়েছেন, দূষিত জল ব্যবহারের ফলে ডায়রিয়া, জন্ডিস, টাইফয়েডের মতো রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে। ইতিমধ্যেই কয়েকজন বাসিন্দা পেটের অসুখে ভুগছেন বলে খবর মিলেছে। যদিও এখনও বড় আকারের কোনও স্বাস্থ্য সংকট দেখা দেয়নি, তবুও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না এলে তা যেকোনও সময় ভয়াবহ রূপ নিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, চুঁচুড়ার বেশিরভাগ পানীয় জলের পাইপলাইন বহু বছর পুরনো। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কর্তৃপক্ষের দাবি, বিষয়টি তাঁদের নজরে এসেছে এবং ধাপে ধাপে মেরামতির কাজ শুরু করা হবে। তবে কবে নাগাদ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনও সময়সীমা জানাতে পারেননি তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। বিরোধী পক্ষের অভিযোগ, পুরসভা গাফিলতির কারণেই সাধারণ মানুষকে এই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। শাসক পক্ষ অবশ্য দাবি করেছে, দ্রুত সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তবে বাস্তবে সেই উদ্যোগ কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন বাসিন্দারা। চুঁচুড়ার মানুষ এখন একটাই দাবি তুলছেন-স্থায়ী ও কার্যকর সমাধান। পুরনো পাইপলাইন বদলে নতুন লাইন বসানো, নিয়মিত জল পরীক্ষা এবং জরুরি ভিত্তিতে লিকেজ সারানোর কাজ শুরু না হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে বলে মনে করছেন তাঁরা। প্রশাসনের কাছে তাঁদের আবেদন, শুধু আশ্বাস নয়, দ্রুত কাজের মাধ্যমে সমস্যার অবসান ঘটানো হোক। সব মিলিয়ে, চুঁচুড়ার পানীয় জলের পাইপলাইন লিকেজ আজ আর শুধু একটি প্রযুক্তিগত সমস্যা নয়, এটি জনজীবনের বড় সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাভাবিক জীবন, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রশ্নে এই সমস্যার দ্রুত সমাধান এখন সময়ের দাবি। মানুষ তাকিয়ে রয়েছে প্রশাসনের দিকে-দেখার, কবে এই জলসংকটের অবসান ঘটে।

DHULAGORI GRAM PANCHAYAT

NOTICE INVITING e TENDER

e Tender is invited from the experienced resourceful bidders for 7 execution of work for eNIT no DGP-598/eNIT-165 of 2025-26 Dated:15.12.25 to DGP-626/eNIT-193 of 2025-26 of 2025-26 dated 15.12.25 (total 29 nos NIT's) from 15th CFC TIED AND APAS fund. Published date 23.01.26 3.00 pm. Intending bidders are requested to visit the web site www.wbtenders.gov.in for a tender related details. Last date of Submission online tender 03.02.26 3.00pm. Technical bid opening date 05.02.26 3.00pm.

Sd/- Prodhan
Dhulagori Gram Panchayat.

DHULAGORI GRAM PANCHAYAT

NOTICE INVITING e TENDER

e Tender is invited from the experienced resourceful bidders for execution of work for eNIT no DGP-566/eNIT-15 of 2025-26 2ND CALL Dated:15.12.25 to DGP-575/eNIT-24 of 2025-26 dated 15.12.25 (total 10nos NIT's) from 15th CFC TIED fund.Published date 10.01.26 3.00 pm. Intending bidders are requested to visit the web site www.wbtenders.gov.in for a tender related details. Last date of Submission online tender 24.01.26 3.00pm.Technical bid opening date 27.01.26 3.00pm.

Sd/- Prodhan
Dhulagori Gram Panchayat.

যানজট কমাতে হুগলি নদীতে আধুনিক যাত্রী টার্মিনাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ঃ শহর ও শহরতলির রাস্তায় ক্রমবর্ধমান যানজটের চাপ কমাতে এবং অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণকে আরও কার্যকর করে তুলতে হুগলি নদীর বুকে আধুনিক যাত্রী টার্মিনাল গড়ে তোলার উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। কলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকার অন্তর্ভুক্ত এই টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যেই দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে বলে পরিবহণ দফতরের অধীন পশ্চিমবঙ্গ ট্রান্সপোর্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্যের সামগ্রিক পরিবহণ পরিকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এই প্রকল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পরিবহণ দফতর সূত্রে জানা যায়, রাজ্যের ব্যস্ত শহরাঞ্চলে প্রতিদিন বাড়তে থাকা যানবাহনের চাপ বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তাভিত্তিক পরিবহণের উপর নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যেই নদীপথ পরিবহণকে নতুন করে জোরদার করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। হুগলি নদীকে ব্যবহার করে যাত্রী পরিবহণ বাড়ানো গেলে শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে যানজট অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন আধিকারিকরা। এই প্রকল্পে বহুপাক্ষিক আর্থিক সহায়তার সহযোগিতা থাকছে, যার মাধ্যমে নদীপথ পরিবহণকে রাজ্যের সামগ্রিক যাতায়াত ব্যবস্থার সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আধুনিক যাত্রী টার্মিনাল নির্মাণের পাশাপাশি নদীতীরবর্তী প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলাও এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যাত্রীদের ওঠানামার সুবিধা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, অপেক্ষাকক্ষ এবং আধুনিক পরিষেবা নিশ্চিত করার দিকেও নজর দেওয়া হবে। প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৪২কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, কাজ শুরু হওয়ার পর ১৮ মাসের মধ্যেই নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৫৬ সংখ্যা, রবিবার ১১ মাঘ ১৪৩২

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী গহরজান

ফৌজদারি বালাখানা দেখে আবারও চিৎপুর রোড ধরে উত্তর দিকে হাঁটতে থাকা। তখন বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে। রাস্তায় দুপাশে অসংখ্য জিনিসপত্র নিয়ে পসারীরা বসছে। সে মেওয়া - শুকনো ফল, বিস্কুট থেকে আরম্ভ করে বহু বিচিত্র পসরা। এবারে জ্যাকেরিয়া স্ট্রীট পেরিয়ে নাখোদা মসজিদ, তার পরেই মসজিদের প্রায় লাগোয়া একটি জীর্ণ বস্তলের সামনে এসে পৌঁছলো গেলে। সেলিম মঞ্জিল। ঠিকানা ৯২- রবীন্দ্র সরণী। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কলকাতা। কলকাতায় তখনও বিজলি বাতি ঠিকমতন এসে পৌঁছেনি। রাস্তায় বড় মানুষরা চড়ে বেড়াচ্ছেন ঘোড়ায় টানা ফিটন, ব্রুহাম। আমজনতার বাহন পালকি। রাস্তায় চলছে ঘোড়ায় টানা ট্রাম। বড়োমানুষের বাড়িতে গান নাচের আসরে জ্বলতো বিলিতি কাটগ্লাসের ঝাড়বাতি, মোহময়ী সেই রাতের জলসায় গতি ছিল না, ছিল স্থিতি আর ঘটি। দোল দুর্গোৎসব,যেকোনো অনুষ্ঠানে বাধ্যতামূলক ছিল গান আর বাঈজী নৃত্য। ছুটতো মদের ফোয়ারা। আর কলকাতার এই নিশিবাসরের আনন্দ আসরে যোগ দেওয়ার জন্য ভারতের তাবৎ গায়ক গায়িকা আর নৃত্য প্রদর্শনকারীরা অধীর আগ্রহে। কলকাতার আসরে নাম করলেই খ্যাতি ভারত জোড়া। ১৮৮৩ বা ১৮৮৪ সাল হবে। বেনারস থেকে কলকাতায় এসে উপস্থিত এক সপ্তবিংশ বর্ষীয়া বাঈজী ও তাঁর দশম বর্ষীয়া কন্যা। চোখধাঁধানো নীলনয়না ইন্দো আর্মেনিয়ান সুন্দরী। মালকা আর গওহর। ভিক্টোরিয়া হেমিংস আর উইলিয়াম রবার্ট ইওয়ার্ড এর সন্তান অ্যালেন এঞ্জেলিনা হেমিংস। ১৮৭৩ সালের ২৬ শে জুন ইলাহাবাদে জন্ম এঞ্জেলিনার। কালের নিষ্ঠুর পরিহাসে ভিক্টোরিয়া হেমিংস হলো মালকাজান আর এঞ্জেলিনা গওহরজান। ঘটনার প্রবাহে মালকাজান পেশা নিলেন তাওয়ায়িফের। নব অবতারে বেনারসওয়ালী বাঈজী মালকাজান। কলকাতায় এসে মালকাজান সকন্যা প্রাথমিক ভাবে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন চিৎপুর অঞ্চলের এক কোঠিতে। আজ সে কোঠি পরিচয়হীন। কিন্তু কলকাতার সান্ধ্যনগরীতে নবাগতাদের পরিচয় ছড়িয়ে পড়তে দেরী হল না ; ডাক পড়লো মেটিয়াবুরুজের নির্বাসিত নবাবের মেহফিলে, শোভাবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপুজার অনুষ্ঠানে ,পাথুরেঘাটার ঘোষবাড়িতে, চোরবাগানের মল্লিকদের ঠাকুরদালানে তাঁদের বাগানবাড়িতে আরও আরও বাবুদের মেহফিলে। মালকাজান আর গওহরজান শহর কলকাতার নামজাদা বাঈজী। এবারে তো আর কলুটোলা স্ট্রীটের সেই অন্ধকার ভাড়ার কোঠিতে আর থাকা চলে না। নতুন বাড়ি দেখতে হবে। অনেক বাড়ি দেখে শুনে মালকা জান ৪৯, চিৎপুর রোডের ওপরে হাজি মহম্মদ করিম সিরাজীর তিন মহলা বাড়ি চল্লিশ হাজার টাকায় কিনলেন ১৮৮৭ সালের ২০ শে ডিসেম্বর তারিখে। বাড়ির নাম দেওয়া হলো গওহর মঞ্জিল। আর এই কোনাবোচার মালকাজানের একটি ছিলেন গণেশ চন্দ্র চন্দ্র। যাঁর নামে গণেশ চন্দ্র এভিনিউ। এদিকে গওহরজান শহর কলকাতায় তাঁর প্রথম একক অনুষ্ঠান করলেন ১৮৯৬ সালের এক সান্ধ্য মেহফিলে। তারিফ আর তারিফ। ফিরে দেখতে হয়নি আর। এরমধ্যে গ্রামোফোন এসে গিয়েছে ভারতবর্ষে তথা কলকাতায়। ১৯০১ সালে ৬/১ চৌরঙ্গীতে স্থাপিত হল গ্রামোফোন অ্যান্ড টাইপরাইটার কোম্পানি। এবার ওয়ার করে সেই কোম্পানির অফিস উঠে এল ৭ নম্বর এসপ্ল্যানেড ইস্ট এ। সেখানে ১৯০২ সালে এলেন ফ্রেডরিক গেইসবার্গ ও টম আডিস। এবারে তাঁরা চেষ্টা করতে থাকলেন স্থানীয় শিল্পীদের স্বরকণ্ঠে গান রেকর্ড করানোর জন্য। অনেক জায়গা ঘুরে তাঁরা এলেন চিৎপুরে মালকাজানের কোঠিতে। সেখানে দেখলেন অসামান্য রূপসী গওহরজানকে।

রেমিংটন কর্মী বিখ্যাত গায়ক

ভারতীয় সিনেমার প্রথম সুপারস্টার। খুব বড় মাপের গায়ক তো বটেই। যদিও তিনি জন্মসূত্রে বাঙালি নন কিন্তু যদি রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে আলোচনা হয় অবাঙালি কে এল সায়গলের কথা আলোচনা হবে না,এই ধৃষ্টতা বোধহয় কেউ দেখানোর চেষ্টা করবেন না। খুব সম্ভবত ১৯৩১ সালের ঘটনা নিউ থিয়েটার্সের মালিক বীরেন্দ্রনাথ সরকার রাইচাঁদ বড়াল একদিন অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কাজ সেরে স্টুডিও যাবার পথে গাড়ি থামিয়ে একটি দোকানে সিগারেট কিনতে গেলেন। আকাশ থেকে অবিরাম বারিধারা নেমে আসছে। হঠাৎ একটু হলেও থমকে গিয়েছিলেন রাইচাঁদবাবু। তিনি সুরের জাদুকর, তাঁর কানে ধাক্কা দিল এক নিটোলমধুর কণ্ঠনিঃসৃত গজল গানের সুর। সেই সুরের ধারা অনুসরণ করে তিনি হাজির হলেন কোণের দিকের চেয়ারে-বসা একটি তরুণের কাছে। বয়স জোর ছাব্বিশ। একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে মুগ্ধ চোখে দেখলেন তাঁকে। সামনে-রাখা ভাঁড়ের চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। হুঁশ নেই। দু-আঙুলে ধরা সিগারেট পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে খেয়াল নেই। ঘরসুদ্ধ লোক অবাক হয়ে তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছে সে খবরটাও জানে বলে মনে হচ্ছে না। ভীড়ের মধ্যেও সেই এক মানুষটিকে মুহূর্তেই বড় আপনার মনে হয়। সঙ্গীত-পরিচালক নিজে গুণী-তাই জাত-শিল্পীকে চিনতে ভুল হলো না। অপেক্ষা করলেন গান শেষ না হওয়া অবধি। ছড়িয়ে পড়া সুর যখন গুনগুনানীর যতিতে থামলো সেই তিনি সুরশিল্পী কাছে গিয়ে সোজাসুজি সামনের চেয়ারে বসলেন-তুমি এত সুন্দর গজল জানো? কার কাছে শিখেছ? -আমি গান গাইতে ভালবাসি তাই গাই। শিখিনি কারো কাছে। চোস্ত উর্দুতে জবাব এলো।কথায় কথায় জানা গেলো নাম তার কুন্দনলাল সায়গল। রেমিংটন কোম্পানীতে সেলসম্যানের চাকরী করেন। সায়গল তখন হিন্দি,বাংলা গানে সারা ভারত জয় করেছেন কিন্তু হৃদয়ে দুর্বার বাসনা রবীন্দ্র সংগীত গাইবেন। প্রায়ই দুঃখ করে কাননদেবীকে বলতেন পঙ্কজদাকে কত করে বলেছি আমায় দিয়ে একটা রবীন্দ্রসংগীত খাওয়াতে কিন্তু তাঁর কোনও গা নেই। রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

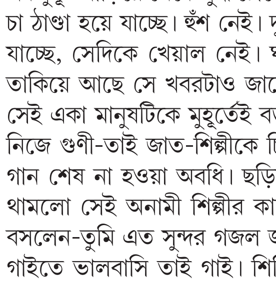

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে।এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। শারীরিক শক্তি ধারন করতে হবে।

রামকৃষ্ণ দর্শন

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেন, প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবান পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে।

সরস্বতীর নদীর পবিত্রতা এবং জ্যোতির্ময়তাকে বোঝানোর জন্য দেবী প্রতিমা শুভ্র বসনা হন

রানা চক্রবর্তী

‘সরস্বতীর বরপুত্রের সরস্বতী বিরোধিতা’ এ এক বিরোধের ইতিহাস। তবে মূল ঘটনায় প্রবেশ করবার আগে কিছু আনুষঙ্গিক তথ্য দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে ১৪৩২ বঙ্গাব্দ চলছে। এখন থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁর শৈশব ও কৈশোরের বাংলার সরস্বতী পূজা সম্পর্কে

জানিয়েছিলেন, সত্তর-পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে আমরা পাঠশালায় প্রতি মাসে শুক্ল পঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা করিতাম। একখানা ধোয়া চৌকীর উপরে তালপাতার তাড়ী দোয়াত কলম রাখিয়া পূজা করিতাম। কিন্তু ইস্কুলে সরস্বতী পূজা হইত না। আমরা শ্রীপঞ্চমীতে বাড়ীতে বই শ্লেট দোয়াত কলমে পূজা করিতাম। সে বই বাংলা কিম্বা সংস্কৃত, ইংরেজী হইতে পারিত না। ইংরেজী ম্লেচ্ছ ভাষা। গ্রামে অদ্যাপি এই রীতি চলিত আছে। নগরে কদাচিৎ কোন ধনাঢ্য সরস্বতী-প্রতিমা পূজা করিতেন। বর্ধমানে মহারাজার সরস্বতী-প্রতিমা-পূজায় মহা-সমারোহ হয়ত। পাঁচ-সাত ক্রোশ দূর হইতে শত শত লোক ভাসান দেখিতে আসিত। দুই ঘণ্টা যাবৎ নানা বিচিত্র আতসবাজি পুড়িত। গত ৩০।৩৫ বৎসরের মধ্যে নগরে নগরে, বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে, ইস্কুলে কলেজে সরস্বতীর প্রতিমা-পূজা প্রচলিত হইয়াছে। কেহ কেহ নিজের বাড়ীতেও প্রতিমা-পূজা করিয়া থাকেন।

অন্যদিকে প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থগুলিতে সরস্বতী কার কন্যা, কার স্ত্রী, তিনি কোথা থেকে এসেছেন, তিনি কিসের দেবী;এসব নিয়ে বহু পরস্পরবিরোধী তথ্যের কারণে বিতর্ক থাকলেও, বাস্তবে তিনি যে একজন বৈদিক দেবী;এবিষয়ে কোন বিতর্ক নেই। বস্তুতঃ বাঙালি যতই দেবী সরস্বতীকে দেবী দুর্গার কন্যা বলে কল্পনা করুক না কেন, এর বিপরীতে ইতিহাস কিন্তু বলে যে, বয়সের দিক থেকে তিনি দেবী দুর্গার থেকেও বেশি প্রাচীন; এবং হিন্দুধর্মের প্রাচীনতম দেবীদের মধ্যে অন্যতম। বেদে এই দেবীকে তিনটি বিশেষ অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। এখানে সরস্বতীকে কখনও ‘দেবীতমে’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কখনও বা ‘অম্বিতমে’ বলা হয়েছে, আবার কখনও ‘নদীতমে’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এই তিনটি বিশেষণের ভাব-সমষ্টি এবং সামগ্রিক রূপের মধ্যেই বৈদিক সরস্বতীকে স্বমহিমায় বিরাজিত দেখা যায়। এরপরে সময়ের হাত ধরে কল্পনার দেবী ক্রমে ক্রমে ঋষি চেতনায় নিজের মূর্তি পরিগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিরাকারা থেকে সাকারা হয়েছিলেন। তবে তা বৈদিকযুগে নয়, বরং এর পরবর্তী সময়ে। আর এই প্রবন্ধের শুরুতে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির যে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে, সেটা অনুসারে এখন এই দেবীর যে মৃন্ময়ী রূপ দেখা যায়, সেটা নিতান্তই আধুনিক। তবে শাস্ত্রানুসারে দেবী সরস্বতী হলেন দেবীতমা, অর্থাৎ; তিনিই দেবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। বেদের বর্ণনানুসারে তিনি জ্ঞানরূপ পীযূষ দান করে অবোধ ও অজ্ঞান মানুষের ভ্রান্তিকে দূর করেন, এবং মানুষকে তিনিই অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যান বলেই তিনি হচ্ছেন;‘দিব্যব্রহ্ম জ্যোতিঃ রূপিণী’। আর যিনি দেবীতমা, তিনিই আবার অম্বিতমা। কারণ ‘অম্বিতমা’ শব্দটির অর্থ হচ্ছে মাতৃ-শ্রেষ্ঠা। অর্থাৎ;তিনিই অসহায় সন্তানকে পালন করেন, সন্তানের কণ্ঠে ভাষা দান করেন, এবং স্নেহপরবশ হয়ে সন্তানকে আশ্রয়দান করেন। এছাড়া শাস্ত্রানুসারে এই সরস্বতীই আবার নদীতমা। এখানে মনে রাখতে হবে যে, বৈদিকযুগে নদীকে শুধুমাত্র জলের উৎস নয়, বরং শব্দ বা নাদেরও উৎস বলেও ধরা হত। বস্তুতঃ নদ শব্দটি থেকেই নাদ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। আর তাই প্রাচীন ভারতের ঋষিদের কাছে সরস্বতী নদী ছিল নাদময়ী। আবার প্রাচীন ভারতবর্ষে সরস্বতী নামের নদীটি পবিত্রতোয়াও ছিল। তখন এই নদী পাঞ্জাবের উপর দিয়ে প্রবাহিত হত, এবং সেখানকার প্রাচীন মানুষের প্রাণ ধারণের প্রয়োজন পূরণে শস্যসম্পদের মূল কারণ ছিল। অন্যদিকে ইতিহাসে এটাও দেখা যায় যে, এই নদীর তীরেই বৈদিকযুগের আর্য ঋষিরা সেই প্রাচীনকালে আত্ম-উপলব্ধিতে পূর্ণ হয়ে সামগান, বেদানুশীলন এবং ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ বিদ্যাচর্চা করেছিলেন। এই নদীর ধারে ধারেই একদিন সেই সুপ্রাচীনকালে, যখন সভ্য জগৎ অন্ধকারে ছিল, তখন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শন-চিন্তার জন্ম হয়েছিল। আর সেখান থেকেই একদিন সমগ্র বিশ্বকে পরিপূর্ণ সাম্যবাদী ঋষিরা আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন; শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।

ফলে কালক্রমে বৈদিক চেতনায় দেবী সরস্বতী এবং নদী সরস্বতী একই রূপে বিকশিত হয়েছিলেন বলে লক্ষ্য করা যায়। তাই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে তিনি মা ও দেবীরূপে যেমন, নদীরূপেও তেমনি উজ্জ্বল। প্রসঙ্গতঃ এখানে, অতীতে এপ্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র দত্ত (ঋগ্বেদের দেবগণ, পঞ্চম প্রস্তাব) যা কিছু বলেছিলেন, সেই বক্তব্যকে অনুসরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন;প্রাচীনা দেবদেবীদিগের মধ্যে কেবলমাত্র সরস্বতী দেবী নদীও বটেন, বাগদেবীও বটেন। সরঃ শব্দ অর্থে জল, সরস্বতী অর্থে জলবতী। ভারতবর্ষে যে সরস্বতী নামক নদী আছে, তাহাই প্রথমে পবিত্র নদী বলিয়া উপাসিত হইত। সুতরাং সরস্বতী নদী অচিরে সেই মন্ত্র ও স্তুতির দেবী, অর্থাৎ বাগ দেবী হইয়া গেলেন।

এছাড়া এটাও লক্ষ্যণীয় যে, ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোকগুলো এমনভাবে রচনা করা হয়েছিল যে, এগুলিকে একইসঙ্গে নদী ও দেবীর জন্য প্রযুক্ত করা যেতে পারে। যেমন;ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের দ্বাদশ শ্লোকে বলা হয়েছিল;সরস্বতী প্রবাহিতা হইয়া প্রভূত জল সৃজন করিয়াছেন এবং জ্ঞান উদ্দীপন করিয়াছেন। পরবর্তীসময়ে এই তিনটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করে সায়ণাচার্য বলেছিলেন;দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহবদ্দেতা নদীরূপাচ। অর্থাৎ;নদী ও দেবীর দুই রূপ শেষপর্যন্ত এক রূপে এসে সার্থকভাবে মিলিত হয়েছে।

তবে বৈদিকযুগের প্রথমদিকে সরস্বতী নিশ্চিতভাবেই সাকারা ছিলেন না, কিন্তু কালক্রমে বাস্তব প্রয়োজনে এবং উপাসনার কারণে সরস্বতী সাকারা হয়েছিলেন। কারণ, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, পরবর্তীসময়ে অনেক ঋষি এবং আর্যকে সরস্বতী নদীর কূল ছেড়ে দিয়ে বাস্তব কারণেই ক্রমে ক্রমে সরস্বতী নদীর তীর থেকে দূর দূরান্তে দেশের অন্যান্য প্রান্তে চলে যেতে হয়েছিল। তাই তাঁরা যখন অন্যান্য জায়গায় নিজেদের বসতি স্থাপন করেছিলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই নদী সরস্বতীর বিকল্প হিসেবে নিজেদের আরাধ্যা দেবীর ধ্যান করবার জন্য তাঁর মূর্তিও কল্পনা করতে শুরু করেছিলেন। এরপরে সময়ের ব্যবধানে তাঁদের সেই কল্পনাশক্তির বিকাশেই সরস্বতী প্রতিমার আবির্ভাব ঘটেছিল। আর তখন সরস্বতী নদীর পবিত্রতা এবং সরস্বতী দেবীর জ্যোতির্ময়তাকে বোঝানোর জন্যই এই দেবীপ্রতিমাকে শুভ্রবসনা এবং সর্বশুক্লা করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে নদীর নাদ এবং নদীকুলের সামগান তখন যেন দেবীর বীণার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। আর পদ্মময় এবং হংস-বিহারে চঞ্চলা নদী সরস্বতীর অস্তিত্বকে স্মরণ করেই অতঃপর একটাসময়ে দেবীমূর্তির সাথে পদ্ম ও হংসও যুক্ত হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ একথাও উল্লেখ্য যে, অতীতের একটাসময় পর্যন্ত ময়ূরকেই কিন্তু দেবী সরস্বতীর বাহন বলে গণ্য করা হত। যাই হোক, এরফলে আর্য ঋষিদের কল্পনায় শেষপর্যন্ত যে দেবীমূর্তি রচিত হয়েছিল, সেটার মধ্যেও পবিত্রতোয়া নদীর রূপ স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছিল এবং এই দুই রূপের মিলনে আরেক নতুন রূপের সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং বৈদিক সরস্বতীই যে পরবর্তীকালে ক্রমবিবর্তনের ধারায় পৌরাণিক সরস্বতীতে পরিণত হয়েছিলেন; এবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

অন্যদিকে দেবীভাগবতে বলা হয়েছে যে, দেবী সরস্বতী হলেন আদ্যা প্রকৃতিরই অংশ। অর্থাৎ; তিনিই মহামায়া এবং জগন্মাতার এক বিশেষ রূপ। আবার কোথাও কল্পনা করা হয়েছিল যে;লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা;এই তিনজনই হলেন বৈকুণ্ঠনিবাসী নারায়ণের স্ত্রী। প্রাচীন পৌরাণিক সাহিত্য ঘাঁটলে এবিষয়ে অনেক পৌরাণিক কাহিনীও পাওয়া যায়। আবার শ্রীশ্রীচণ্ডীর উত্তরলীলায় দেখা যায় যে, মহাসরস্বতী শুম্ভ ও নিশুম্ভকে সংহার করেন। আর স্কন্দপুরাণের প্রভাস খণ্ডে দেবী সরস্বতীর নদীরূপে পৃথিবীতে অবতরণের কাহিনী পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন প্রচলিত লোককাহিনীতে লক্ষ্মী সরস্বতীর সপত্নী-বিরোধের অনেক লৌকিক ঘটনার বর্ণনাও রয়েছে। অতঃপর রামায়ণের যুগে, সরস্বতীর সাক্ষাৎ মেলে।

১২তম কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হল

রবীন্দ্রকুমার শীল

শীতকাল মানেই উৎসব আর আনন্দের সময়। সারা শীতকালই উৎসব গেলে থাকে। বই মেলার পাশাপাশি এখন ছোটদের চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে। স্কুল-কলেজ খুলে গেলেও পড়ার চাপ ততটাও বাড়েনি। এমন মরশুমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে ১২তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব। আয়োজনে রাজ্য সরকারের শিশু কিশোর আকাদেমি।

মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, শিশু-কিশোর আকাদেমির সভাপতি অর্পিতা ঘোষ সহ আরও অনেকে জানান, ৩২টি দেশের ১৮০টি ছবি এই উৎসবে দেখানো হচ্ছে। কলকাতা ছোটদের আগ্রহ বাড়াতে উৎসবের থিম ‘গুপ্তধনের খোঁজে’ বা ‘ট্রেজার হান্ট’। সেই অনুযায়ী উদ্বোধনী ছবি সত্যজিৎ রায়ের ‘সোনার কেল্লা’। আয়োজক সংগঠনের সভাপতি অর্পিতা বলেছেন, এ বছর বাংলা ছবির উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। উৎসবে দেখানো হবে দেব প্রযোজিত ‘হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী’, সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ‘কাকাবাবু’ ফ্র্যাঞ্চাইজি, নন্দিতা রায়-শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ‘রামধনু’, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের ‘চাঁদের পাহাড়’, ‘অ্যামাজন অভিযান’, ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সোনাদা’-সহ নানা স্বাদের একগুচ্ছ বাংলা ছবি। উৎসব শেষ হবে সৌকর্য ঘোষালের ‘পক্ষীরাজের ডিম’ ছবি দিয়ে। ২৩ থেকে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে উৎসব।

এ বছরের চলচ্চিত্র উৎসবকে নানা ভাগে ভাগ করা হচ্ছে। যেমন, ‘ট্রেজার হান্ট’, ‘ফেলুদা ৬০’। প্রথম বিভাগে ছোটদের জন্য তৈরি রহস্যরোমাঞ্চ ছবি দেখানো হবে। এ বছর ফেলুদা ৬০ বছর। সেই উপলক্ষে থাকছে সত্যজিৎ রায়ের একাধিক ছবি। খেলাধুলো বিভাগে দেখানো হবে ‘কোনি’, ‘দাবাড়ু’র মতো ছবি। থাকছে ‘বেঙ্গলি প্যানোরমা’ বিভাগ। আর থাকবে তৃপ্তি মিত্র, সলিল চৌধুরীর শতবর্ষ স্মরণে অনুষ্ঠান।

অর্পিতা জানিয়েছেন, প্রবেশ অবারিত। এখনও পর্যন্ত ৮০০ জন শিশু ‘ডেলিগেট’ কার্ডের জন্য আবেদন জানিয়েছে! যে সব শিশু মোবাইলে ছবি বানাতে ভালবাসে তাদের জন্য থাকবে বিশেষ কর্মশালা। নন্দন, রবীন্দ্র সদন, শিশির মঞ্চ, একতারা মঞ্চ-সহ মোট ৯টি জায়গায় ছোটদের ছবি দেখানো হচ্ছে। একতারা মঞ্চে ছবি দেখানো হচ্ছে সন্ধ্যা ৬টায়। বাকি আটটি জায়গায় ছবি দেখানো হচ্ছে দুপুর ১২টা, বিকেল ৩টে, সন্ধ্যা ৬টায়। শহরে শিশু চলচ্চিত্র উৎসব, থাকছে ৩২ দেশের ১৮০ ছবি। এর মধ্যে রয়েছে নন্দন ১, ২ ও ৩। রবীন্দ্র সদন, শিশির মঞ্চ, চলচ্চিত্র শতবর্ষ ভবন, রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন এবং রবীন্দ্র তীর্থে ছবি দেখানো হচ্ছে।

গত ২৩ জানুয়ারি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গৌতম ঘোষ, সন্দীপ রায়, মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, কৌশিক বসাক, কৌস্তব তরফদার, শর্মিলা ব্যানার্জি, কিউবা এবং চিনের কূটনীতিবিদ,এবং অর্পিতা ঘোষ এবং অভিনব বড়ুয়া (শিশু শিল্পী) এর মতো ব্যক্তিত্বরা। মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, শিশু কিশোর অ্যাকাডেমির সভাপতি অর্পিতা ঘোষ, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি শান্তনু ঘোষ শিশু-কিশোর অ্যাকাডেমির সচিব মন্দাক্রান্তা মহালনবীশ এর সহযোগিতায় এই উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে। শিশু শিল্পী অভিনব বড়ুয়া উৎসবের প্রদীপ প্রজ্বোলন করেন। এদিন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল বলেন, এই উৎসবে রেজিস্ট্রেশন করে শিশু-কিশোররা আসে। এই সংখ্যাটা দিন দিন বাড়ছে। ইন্দ্রনীল বলেন, উৎসব হয় ভোটের জন্য। কিন্তু এটা ভুল। যাদের জন্য এই উৎসব করা তারা অনূর্ধ্ব ১৮। শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী ছবি ছিল ‘সোনার কেল্লা।’

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস ও আয়ারল্যাণ্ড

শুভেন্দু চ্যাট্টার্জী

১৯৩৬ সালের ২১শে জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আয়ারল্যান্ডে আসেন। তিনি ফ্রান্সের হাবর বন্দরে যান, সেখান থেকে আমেরিকান জাহাজ ধরে তিনি আয়ারল্যান্ডে আসেন। এই ইউরোপ ভ্রমণের সময় তাঁকে ব্রিটিশ সরকার ইংল্যান্ডে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেনি। তাই নেতাজি আয়ারল্যান্ডে যান এবং আয়ারল্যান্ডের জনগণ নেতৃত্ব তাঁকে সাদরে অভিবাদন জানায়। আমাদের দেশে যতীন দাস এর মত, আয়ারল্যান্ডের দেশপ্রেমিক টেরেশন ৭৮ দিন অনশন করে প্রাণ ত্যাগ করেন। নেতাজি প্রথমেই টেরেশনের সমাধিতে মাল্যদান করেন।যতীন দাস যখন অনশনে মারা যান তখন টেরেশনের পরিবার এক শোকবার্তায় লেখেন "family of Terence have heard with grief and pride of the death of Jyotin Das. Freedom will come"

নেতাজি ভারতের স্বাধীনতার জন্য অনেক রাষ্ট্রের কাছেই সাহায্য চেয়েছেন যেমন জার্মান, ইতালি, জাপান, চেকোস্লোভাকিয়া,অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া আবার আয়ারল্যান্ডের কাছেও তিনি সাহায্য চেয়েছেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে। নেতাজির আহবানে আয়ারল্যান্ড বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই জন্য ১৯৩৫ সালে ডিসেম্বর মাসে মিসেস উটস নামে এক আইরিস মহিলাকে ভিয়েনা থেকে একটি পত্র প্রেরণ করেন সেখানে নেতাজী লেখেন, প্রকৃতপক্ষে আমার দেশে কত লোক লন্ডনে যান, অথচ ডাবলিনে যেতে তাঁরা কোন উৎসাহ দেখান না। সেখানে গেলে যাঁরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন এবং এখনো করে চলেছেন, এমন সব নর নারীকে, তাঁরা রক্ত মাংসে প্রত্যক্ষ করতে পারতেন।

যেমন একদিকে ভারতীয় বিপ্লবীরা আইরিস বিপ্লবীদের কাছ থেকে কিভাবে উপনিবেশিক সাম্রাজ্য বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয় শিখেছে, তেমনি অপরদিকে আইরিস আন্দোলন দমন করার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ভারতে পাঠানো হয় ভারতীয় বিপ্লবীদের দমন করার জন্য। যেমন এন্ডারসন তিনি আয়ারল্যান্ডে মাইকেল কলিন্স এর নেতৃত্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে স্বাধীন আইরিশ রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তিনি ব্লাক এন্ড ট্যান নামক সেনাদল দিয়ে সেই রিপাবলিককে ধ্বংস করেন। আইরিশ আন্দোলন থেকে ভারতীয়রা যে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অনুপ্রেরণা পেতেন সে কথা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু নিজেই স্বীকার করেছেন তার উল্লেখে ক্ষু বিশেষ করে আমি ভারতের যে অঞ্চলের লোক-সেই বাংলাদেশে এমন কোন শিক্ষিত পরিবার নেই যেখানে আইরিশ দেশপ্রেমিকদের সম্বন্ধে বই পড়া না হয়-বলা উচিত গ্রামে পড়া হয়, আজকাল আয়ারল্যান্ডের ওপর বই পাওয়া ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠছে, কারণ সরকার মনে করে ভারতীয় জনগণের জ্ঞানচক্ষু আইরিশ বিপ্লবীরা খুলে দেবে। কিন্তু আমরা সকলেই জানি যেসব বই কষ্ট করে যোগাড় করতে হয়। সেসব বই আরো উৎসাহের সঙ্গে পড়া হয়ে থাকে। সুভাষচন্দ্র যখন ডাবলিন শহরে ভ্রমণ করছেন তখন দেখা হয় কর্নেল স্মিথের সাথে, মিট এক সময় মান্দালয় জেলের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। সেই মান্দালয় জেলে নেতাজি বন্দি ছিলেন। স্মৃতির সাথে নেতাজির সাক্ষাৎকার আইরিশ কাগজে প্রকাশিত হয় "the two men had talk and exchange views on their last meeting in different circumstances" আয়ারল্যান্ডের তৎকালীন রাষ্ট্রনায়ক ডি ভ্যালেরারা সাথে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে পরপর তিনবার সাক্ষাৎ হয়। যদিও ১৯৩৫ সালের গোড়ায় ডি ভ্যালেরা সুভাষচন্দ্রের প্রকাশিত বই ‘দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল’অধ্যয়ন করেন সেই বইটি ব্রিটিশ সরকার ভারতে নিষিদ্ধ করে। কিন্তু ডি ভ্যালেরা প্রশংসা করে বলেছেন বইটি প্রসঙ্গে "I hope that in the near future freedom and happiness will come to the Indian people". সুভাষচন্দ্র বসুর সাথে আইরিশ নেতৃবৃন্দের তথা মন্ত্রিসভার মন্ত্রী বর্গের সাথে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা হয় তা হলো কিভাবে ভারতকে খাদ্যে স্বয়ংবর করা যায়? ভারতে পাট চাষীদের অবস্থা, ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনে ভারতের মহিলাদের অবস্থা, ভারতের সাথে আয়ারল্যান্ডের বাণিজ্যিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। ইন্ডিয়ান আইরিশ ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ ব্রডওয়ে রেস্তোরাঁয় সুভাষচন্দ্রের সম্মানে একটি বিরাট জনসভায় আয়োজন করে। সেই সভায় ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের সভাপতি ম্যাডব্রাইট সুভাষচন্দ্রকে সম্মান প্রদান করেন। আলেক্স লিন একটি মন্তব্য করেন-- কবে ডাবলিন শহর কলকাতা নগরীর মত সম্মান লাভ করতে পারবে?

১৯৪৩ সালে ২১ অক্টোবর নেতাজি আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করলে জাপান জার্মানি ইতালি প্রকৃতি পৃথিবীর নয়টি রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিল এই সরকারকে আর আয়ারল্যান্ড পাঠায় অভিনন্দন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় আজাদ হিন্দ সরকার রেডিও মাধ্যমে অনেক দেশের কাছেই বাংলার করুন অবস্থা ব্যাখ্যা করে সাহায্যের আবেদন করে। আয়ারল্যান্ড সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ বেতারের আয়ারল্যান্ডকে অভিনন্দন জানান। অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন ১৯১৬ সালে আইরিশ বিদ্রোহের আগে আইরিস দেশপ্রেমিকরা যেমন অস্থায়ী সরকার গঠন করেছিলেন, আজ আমরাও তেমনি স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠন করেছি। নেতাজি সেই বক্তৃতায় আরো বলেছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যেমন করে আয়ারল্যান্ডকে দ্বিখণ্ডিত করেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা জয়লাভ করে ভারতের ভাগ্যেও একই দুঃখজনক ঘটনা ঘটবে। পরবর্তী কালে ইংরেজরা চক্রান্ত করে ভারত পাকিস্তান ভাগ করে। অর্থাৎ নেতাজীর কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। ১৯৪৮ সালে সুভাষ চন্দ্রের দাদা শরৎচন্দ্র বসু আয়ারল্যান্ডে আসেন তখন ডি ভ্যালেবাদের সঙ্গে দেখা করেন। তখনকার প্রেসিডেন্ট ওকেদি

সন্তোষ দত্তের মতো ইন্টালেক্ট কমিক অভিনেতা আর হবে না।

শঙ্করলাল কর্মকার

আর একটু হলেই ‘সোনার কেল্লা’ থেকে ছিটকে যাচ্ছিলেন জটায়ু সন্তোষ দত্ত..! আমি তখন সবে সন্তোষদা’র জুনিয়র হিসেবে কোর্টে যেতে শুরু করেছি। একটা হত্যা কাণ্ডের মামলা নিয়ে ওঁর তখন দিন রাত এক হয়ে গেছে।

তার মাঝেই একদিন ফোন এল বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়ি থেকে। ফোন রেখে গম্ভীর মুখে সন্তোষদা বললেন, এ তো মহা মুশকিলে পড়লাম দেখছি। মানিকদা ফোন করেছিলেন। আমাকে জটায়ু করার জন্য বললেন। রাজস্থানে এক মাসের শ্যুটিং। যেদিন যাবার কথা সেদিনই মামলার শুনানি। কী করি বলো তো?

তখনকার সময়ে আদালতে দিন পড়লে মুলতুবি নেওয়া অত সহজ ছিল না। সন্তোষদা সোজাসুজি ফোন করলেন মামলায় বিরোধী পক্ষের পাবলিক প্রসিকিউটরকে। সব খুলে বললেন। চেয়ারের উল্টো দিকে বসে শুনতে পাচ্ছি, ওপার থেকে উত্তর ভেসে আসছে, অত ঘাবড়াবার কী আছে? শুনানি যাতে না হয় তার সব বন্দোবস্ত আমি করব। তুমি শুধু একটা পিটিশান করে নিয়ে এসো।

জজ সাহেব ছিলেন শচীন সান্যাল। পিটিশান নিয়ে ওঁর ঘরে আমরা তিনজনে হাজির হলাম। জজকে সত্যি কথাটাই বললেন সেই পাবলিক প্রসিকিউটর। সঙ্গে এও বললেন, মামলাটা যদি এক মাস পিছিয়ে যায়, আমার কোনও আপত্তি নেই। শচীন সান্যাল সব শুনে বললেন, ঠিক আছে, আপনি ওঁর বিরোধী হয়েও যখন এ কথা বলছেন, আমি অ্যালাও করে দিচ্ছি। এ ভাবেই ‘জটায়ু’র ছাড়পত্র পেয়েছিলেন সন্তোষদা। কী সব সময় ছিল!

টানা এক মাস ছিলেন রাজস্থানে। ফিরে এসে খুব উত্তেজিত হয়ে গল্প করতেন। তার অর্ধেকের বেশি থাকত ওঁর মানিকদাকে নিয়ে, উফ্, অমন অঙ্ক কষে ছবি করা ভাই, আমি আর কাউকে করতে দেখিনি। একটুও সময় নষ্ট হবার জো নেই। শটগুলো ছবির মতো আঁকা। আর ডিসিপ্লিন! স্প্লেনডিড্।

অসম্ভব আপ্লুত হয়েছিলেন ‘হীরক রাজার দেশে’ করেও। শ্যুটিং-এর শুরুতে নাকি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না, ওঁর অভিনীত বিজ্ঞানীর চরিত্রটির ডায়লেক্ট কেমন হবে। মানিকদাকে বললাম। উনি বললেন, শোনো, যখন ধরাচুড়ো গায়ে উঠবে, দেখবে সংলাপ নিজের মধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে। যেটা তখন বলবে, সেটাই হবে তোমার স্টাইল! কী অদ্ভুত শেখানোর কায়দা বলো তো! ঘটনা হচ্ছে, তাই-ই হয়েছিল।

‘সোনার কেল্লা’-র শ্যুটিং সেরে এসে আরেক জনের কথা প্রায়ই বলতেন। কামু মুখার্জি। গোটা শ্যুটিঙে খুব মজা করতেন কামু। এর পিছনে লাগতেন, ওর জুতো লুকোতেন, তার জামা হারিয়ে দিতেন। আর খুব খেতে ভালবাসতেন। ওখানে ব্রেকফাস্টে থাকত কর্নফ্লেক্স, দুধ, কলা, ডিম...। অনেকেই পুরোটা খেতে পারতেন না। বাকিটা চলে যেত কামুর প্লেটে। ওঁর আগাম নির্দেশমতো। কামু নাকি অনায়াসে দু’লিটার দুধ, কী ছ’টা কলা বা চারটে ডিম খেয়ে ফেলতে পারতেন। এই কামু মুখার্জির সঙ্গে অভিনয় করতে গিয়ে একবার কিন্তু একটু হলেও ভয় পেয়েছিলেন সন্তোষদা।

জয় বাবা ফেলুনাথ। মগনলাল মেঘরাজের ডেরা। সেই বিখ্যাত শট। জটায়ুকে দাঁড় করানো হয়েছে গোল চাকতিতে পিঠ ঠেকিয়ে। উল্টো দিকে ছোরা হাতে দাঁড়িয়ে তার বৃদ্ধ শাগরেদ ‘অর্জুন’ কামু। অর্জুনের হাতের ছোরা একে একে গিয়ে বিঁধবে জটায়ুর আশেপাশে। এ দৃশ্যর কথা সত্যজিৎ রায় বলে দিয়েছিলেন সন্তোষদাকে।

জমি মাফিয়াদের দখলে চলে যাচ্ছে রাজা মহিপালের খনন করা বিখ্যাত এই দিঘি

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৪ জানুয়ারি ঃ ঐতিহাসিক দিক থেকে মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত এলাকা সাগরদিঘি। বাংলায় 'পাল' সাম্রাজ্যের আমলে ৭৫০ -১১৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘিতে বাংলায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার হয় বলে জানা যায়। পাল রাজাদের মধ্যে মহিপাল এই এলাকাকে বৌদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন বলে জানা যায়। তেরশো শতাব্দীতে 'পাঠান' শাসনের সময়ও সাগরদিঘির ব্যাপক গুরুত্ব ছিল বলে ঐতিহাসিকরা বলেন। প্রজাদের সুবিধার জন্য বহু শতাব্দী আগে পাল সাম্রাজ্যের অন্যতম বিখ্যাত রাজা মহিপাল (অনেকে মহিপালকে পাল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলেন) সাগরদিঘিতে বহু বড় দিঘি খনন করেছিলেন। অনেকেই বলেন সাগরের মত আকারের দিঘি খনন করার জন্য এলাকার নাম হয়েছিল সাগরদিঘি। সাগরদিঘিতে একাধিক দিঘি রয়েছে যার কোনও কোনটি লম্বা এবং চওড়ায় দেড় থেকে দুই কিলোমিটার। অনেক ঐতিহাসিক জানান, সাগরদিঘির বিভিন্ন এলাকায় এখনও মাটি খুঁড়লে মাঝে মধ্যে পুরনো বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেই সাগরদিঘিতেই রাজা মহিপালের খনন করা একটি শতাব্দী প্রাচীন দিঘি বেআইনিভাবে ভরাট করে সেখানে বহুতল নির্মাণ করার চেষ্টার অভিযোগ উঠল কিছু জমি মাফিয়ার বিরুদ্ধে।

এই ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল পড়ে গেছে গোটা এলাকায়। মহিপালের তৈরি করা দিঘি বেআইনিভাবে ভরাট করার অভিযোগ পেয়ে শনিবার সকালে সাগরদিঘি থানার পুলিশ গিয়ে ওই নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন বলে জানা গেছে। সাগরদিঘির তৃণমূল বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস বলেন, কোনও বেআইনি কাজ আমাদের দল বরদাস্ত করে না। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে সাগরদিঘি এবং মোড়গ্রাম স্টেশনের খুব কাছেই রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন তেলানদিঘি (মতান্তরে তেলাঙদিঘি)। অভিযোগ উঠেছে শতাব্দী প্রাচীন এই দিঘি কিছু জমি মাফিয়া প্রকাশ্য দিনের বেলাতেই মাটি ফেলে ভরাট করে ফেলছে। ইতিমধ্যে ওই দিঘির ভরাট হওয়া একাংশে নির্মাণ কাজও শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সাগরদিঘির বাসিন্দা অমূল্য ঘোষ নামে এক ব্যক্তি বলেন, রাজা মহিপালের আমলে সাগরদিঘিতে বেশ কিছু বড় দিঘি খনন করা হয়েছিল এলাকাবাসীর যাতে পানীয় জলের কোন সমস্যা না হয় এবং কৃষকরা যাতে শুখা মরশুমে চাষের জমিতে জল পান সেই কারণে এই দিঘিগুলো রাজারা খনন করেছিলেন। তিনি বলেন, সম্প্রতি আমাদের নজরে এসেছে তেলানদিঘির একটি বড় অংশ মাটি দিয়ে ভরাট করে সেখানে বহুতল নির্মাণের কাজ শুরু করেছে কিছু জমি মাফিয়া। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, তেলানদিঘি ভরাট হতে দেখে কিছু বাসিন্দা প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছিলেন। সেই অভিযোগ পাওয়ার পর কিছুদিন কাজ বন্ধ ছিল। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে ফের নতুন করে রাজা মহিপালের সময়ে তৈরি হওয়া তেলানদিঘি ভরাট করার কাজ শুরু করেছে। গ্রামবাসীরা জানান, যে এলাকায় নির্মাণ কাজ হচ্ছে তার ঠিক সামনে রয়েছে জেলা পরিষদের বড় রাস্তা। তারপরেই রয়েছে রেল লাইন। যার এক প্রান্তে রয়েছে সাগরদিঘি স্টেশন অন্যপ্রান্তে মোড়গ্রাম স্টেশন। ফলে ওই এলাকায় জমির দাম বেড়েই চলেছে। এই কারণে জমি মাফিয়ারা কারও তোয়াক্কা না করে দিনের বেলাতেও মাটি ফেলে বা তেলানদিঘি ভরাট করে নির্মাণ কাজ করছেন বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। তারা আরও অভিযোগ করেন, যেভাবে প্রকাশ্যে তেলানদিঘি ভরাট হয়ে যাচ্ছে তার ফলে এলাকার বাস্তুতন্ত্র প্রচণ্ড ক্ষতি হবে। এছাড়াও বর্ষাকালে বৃষ্টির জল নামার জায়গা পাবে না। তার ফলে প্লাবিত হতে পারে বিস্তীর্ণ এলাকা। পুলিশের চেষ্টায় শনিবার থেকে তেলানদিঘি ভরাট বন্ধ হওয়ায় কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন গ্রামবাসীরা। যদিও তাঁদের আশঙ্কা পরিস্থিতি ঠান্ডা হলে ফের একবার জমি মাফিয়ারা রাজা মহিপালের তৈরী করা এই দিঘি ভরাট করে ফেলবেন।

প্লাস্টিক বর্জনের বার্তা নিয়ে সচেতনতা প্রচারে নেমে নিজের নাম লেখা চটের ব্যাগ 'উপহার' তৃণমূল বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৪ জানুয়ারি ঃ প্লাস্টিক বর্জনের বার্তা নিয়ে সচেতনতা প্রচারে নেমে নিজের নাম লেখা চটের ব্যাগ 'উপহার' তৃণমূল বিধায়কের, কৌশলে ভোটের প্রচার বলে কটাক্ষ করতে ছাড়লো না বিজেপি। প্লাস্টিক বর্জন করার বার্তা নিয়ে সচেতনতা প্রচারে নেমে নিজের নাম লেখা চটের ব্যাগ সাধারণ মানুষকে 'উপহার' দেওয়া নিয়ে এবার বিজেপি'র কটাক্ষের মুখে পড়লেন উত্তর হাওড়ার তৃণমূল বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। বিজেপির কটাক্ষ, ভয় পেয়ে আগে থেকে কৌশলে ভোট প্রচারে নেমে পড়েছেন বিধায়ক। যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন বিধায়ক গৌতম। শনিবার সকালে উত্তর হাওড়ার ফকিরবাগান এলাকায় বিধায়ক গৌতম চৌধুরীকে দেখা যায় প্লাস্টিক বর্জনের জন্য সচেতনতার প্রচার করতে। কর্মীদের হাতে ছিল দলীয় পতাকা। ছিল বিধায়কের ছবিও। অনেকটা ঠিক যেন ভোট প্রচারের আগে জনসংযোগ বাড়ানোর দৃশ্য। এলাকা ঘুরে বাড়ি বাড়ি ও দোকানে দোকানে গিয়ে মানুষকে সচেতন করতে দেখা যায় বিধায়ককে। প্লাস্টিক যেমন দূষণ ছড়ায়, তেমনি নিকাশির সমস্যা তৈরি করে। এমনই বোঝান বিধায়ক। পাশাপাশি বিধায়ককে দেখা যায় তাঁর নাম লেখা কাপড়ের চটের ব্যাগ এলাকার মানুষকে উপহার দিতে। এটা কি তবে প্লাস্টিক বর্জনের সচেতনতা প্রচারের মাধ্যমে ভোটের আগেই কৌশলে মানুষের মন জয় করে নেওয়া? বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই এনিয়ে কটাক্ষ করে বলেন, এসআইআর নিয়ে ভয় পেয়ে গেছে তৃণমূল। তাই ব্যাগ উপহার দিয়ে ভোট প্রচারে নেমে পড়েছেন বিধায়ক। যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে বিধায়ক গৌতম চৌধুরী বলেন, এটা কোনও ভোট প্রচার নয়। প্রতি বছর বর্ষার অনেক আগেই আমরা মানুষকে সচেতন করতে পথে নামি। যাতে নিকাশির কোনও সমস্যা না হয়। এদিনও সেই কাজই করা হয়েছে।

নবদ্বীপে পরিবর্তন সংকল্প সভা থেকে তৃণমূলকে উৎখাতের ডাক মিঠুন চক্রবর্তীর

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২৪ জানুয়ারি ঃ শনিবার নবদ্বীপ বিধানসভার ভালুকায় বিজেপি তরফে আয়োজন করা হয়। বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভা। যেখানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। আর এই সভাকে ঘিরে সকাল থেকেই প্রস্তুতি ছিলো তুঙ্গে বিজেপির। এদিনের

সভায় মিঠুন চক্রবর্তী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নদীয়া দক্ষিণ জেলার সভানেত্রী অপর্ণা নন্দী, সাংসদ জগন্নাথ সরকার, সহ জেলা, রাজ্য ও স্থানীয় বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ও অসংখ্য কর্মী সমর্থক। সেখানেই একের পর এক বক্তারা বক্তব্যে শাসক তৃণমূলকে তীর্যক ভাষায় আক্রমণ করে। পাশাপাশি সভায় মিঠুন চক্রবর্তী তাঁর বক্তব্যেও তৃণমূলকে তীর্যক ভাষায় আক্রমণ করেন, এছাড়াও এদিন সভায় দলীয় কর্মীদেরও গোষ্ঠীকোন্দল থাকলেও আগামী নির্বাচন পর্যন্ত তা থামিয়ে সকলে এক হয়ে নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পরতেও আহবান জানান। এছাড়াও রাজ্যের একাধিক জায়গায় এবছরের সরস্বতী পূজোয় বাধা দানের যে অভিযোগ উঠেছিলো তা নিয়েও শাসক দলকে নিশানা করেন মিঠুন চক্রবর্তী। এদিন নেতা তথা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে দেখতে ও তার বক্তব্য শুনতে এলাকায় জনসমাগম ছিল যথেষ্ট চোখে পড়ার মতো।

হেয়ারিং ব্যবস্থায় স্বস্তি গ্রামবাসীদের, কালনা ও পূর্বস্থলীতে পরিদর্শনে মহকুমা শাসক

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৪ জানুয়ারি ঃ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ব্লক অফিসে নয়, পঞ্চায়েত অফিসগুলোতে শুরু হয়েছে হেয়ারিং। সেই মতন কালনা দু'নম্বর ব্লকের সাতগাছি পঞ্চায়েতে শুরু হয়েছে চারটি বুথের হেয়ারিং। সেই কাজ ঠিক মতন হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে শনিবার আনুমানিক বেলা ১. ৩০ নাগাদ তা খতিয়ে দেখতে হাজির হলেন কালনার

মহকুমা শাসক অহিংসা জৈন। হেয়ারিং এর লাইনে দাঁড়ানো মানুষদের সাথে কথা বলেন তিনি, তাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা সেই সমস্ত বিষয়গুলি হিয়ারিং এ দাঁড়ানো মানুষদের কাছে জানতে চান তিনি। পাশাপাশি বয়স্ক মানুষ এবং পেগনেন্ট মহিলা, ছোটো বাচ্চা রয়েছে তাদের হেয়ারিং এ অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য তিনি নির্দেশ দেন। লাইনে দাঁড়ানো মানুষদের জন্য চেয়ার এবং জলের ব্যবস্থাও করতে বলেন মহকুমা শাসক পঞ্চায়েত প্রধানকে। এই প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত প্রধান হরেকৃষ্ণ মন্ডল তিনি এদিন বলেন যে নির্দেশ রয়েছে সেই নির্দেশ মেনেই হেয়ারিং শুরু হয়েছে, মহকুমা শাসক এসে দেখে গেলেন এবং যা নির্দেশ দিয়েছে সেগুলি মানা হবে। পাশাপাশি লিস্ট টাঙানো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, লিস্ট গুলি পঞ্চায়েতে এলেই সেগুলি টাঙানো হবে। লাইনে দাঁড়ানো মানুষদের দাবি অনেক দূর এগিয়ে হেয়ারিং করতে হচ্ছিল এইখানে হেয়ারিং হওয়ায় অনেকটাই সুবিধা হয়েছে। পাশাপাশি পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নশরতপুর পঞ্চায়েত এ এদিন হেয়ারিংয়ের জন্য মানুষজন লাইন দেন। এই প্রসঙ্গে পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান আনারুল মন্ডল তিনি জানান ৫১৩ জন আজ হেয়ারিং এসেছে মানুষের অনেকটাই সুবিধা হয়েছে। হিয়ারিং করতে লাইনে দাঁড়ানো মানুষদের বক্তব্য অনেক দূরে যেতে হচ্ছিল এইখানে করায় অনেকটাই সুবিধা হলো।

এসআইআর নিয়ে ক্ষোভ, বর্ধমান স্টেশনে রেল অবরোধে ব্যাহত ট্রেন চলাচল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৪ জানুয়ারি ঃ এসআইআর সংক্রান্ত যাচাই প্রক্রিয়া ও নোটিস নিয়ে হয়রানির অভিযোগে শনিবার দুপুরে বর্ধমান রেলস্টেশনে ব্যাপক বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে বিক্ষোভকারীরা রেল লাইনের উপর বসে পড়েন, কেউ কেউ শুয়েও পড়েন লাইনের উপর। আচমকা এই রেল অবরোধে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায় ট্রেন চলাচল, যার জেরে চরম দুর্ভোগে পড়েন শতাধিক যাত্রী। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, দুপুরের দিকে হঠাৎ করেই একদল মানুষ প্ল্যাটফর্ম ও রেল লাইনের উপর অবস্থান নেন। ফলে আপ ও ডাউন লাইনে একাধিক লোকাল ও দূরপাল্লার ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘক্ষণ ট্রেন আটকে থাকায় যাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ ও উদ্বেগ দেখা যায়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এসআইআর সংক্রান্ত যাচাইয়ের নামে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার নোটিস পাঠিয়ে সাধারণ মানুষকে অযথা হয়রানি করা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই নথি ঠিক থাকা সত্ত্বেও প্রশ্ন তোলা হচ্ছে বলে তাঁদের দাবি। দ্রুত এই সমস্যা সমাধান ও হয়রানি বন্ধের দাবিতে তাঁরা রেল অবরোধে বসেন।

সরস্বতী পুজোর পরের দিন তত্ত্ব বিনিময়ে বসন্তে রঙিন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৪ জানুয়ারি ঃ শনিবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাপবাগ ক্যাম্পাসে ছিল বসন্তের স্পষ্ট ছোঁয়া। সরস্বতী পুজোর পরের দিন তত্ত্বের ডালি আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বন্ধুত্ব যেমন দৃঢ় হয়, তেমনই অনেকের কাছে এই দিনটি হয়ে ওঠে মনের মানুষের কাছে নিজের অনুভূতি পৌঁছে দেওয়ার বিশেষ মুহূর্ত। প্রকাশ্যে না এলেও নীরবেই চলে ভালোবাসার নিবেদন। সরস্বতী পুজোকে এমনিতেই বাঙালির 'ভ্যালেন্টাইনস ডে' বলা হয়। আর তার পরের দিন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাপবাগ ক্যাম্পাস যেন আগাম বসন্তে রঙিন হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রছাত্রীরা হাতে তত্ত্বের ডালি নিয়ে একে অপরের আবাসনে পৌঁছে যান। ছাত্ররা যান ছাত্রী আবাসনে, আবার ছাত্রীরাও যান ছাত্র আবাসনে। বছরের অন্য সময়ে যেখানে ছাত্রী আবাসনগুলি সাধারণের জন্য বন্ধ থাকে, সেখানে এই দিনটি একেবারেই ব্যতিক্রম-অবারিত দ্বার। সরস্বতী পুজোর পরের দিনটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে মূলতঃ 'তত্ত্ব বিনিময়ের দিন'। তবে এই তত্ত্বের আড়ালেই চলে মন দেওয়া- নেওয়ার পালা। বাসন্তী শাড়ি, হলুদ কিংবা লাল পাঞ্জাবিতে সেজে ওঠে গোটা ক্যাম্পাস। তত্ত্বের সঙ্গে মনের আদান-প্রদানে আরও রঙিন হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। গোলাপবাগ ক্যাম্পাসে রয়েছে রবীন্দ্র, নেতাজি, অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন, বিবেকানন্দ-সহ একাধিক ছাত্রাবাস। অন্যদিকে তারাবাগ ক্যাম্পাসে রয়েছে মীরাবাই, নিবেদিতা, প্রীতিলতা, সরোজিনী, গার্গী ও বাবু জগজীবন রাম ছাত্রী আবাস। এই বিশেষ দিনে একে অপরের আবাসনে অনায়াসেই যাতায়াত করেন ছাত্রছাত্রীরা। সকাল থেকেই বাদ্যযন্ত্রের তালে, হাতে তত্ত্বের ডালি নিয়ে জমজমাট হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। ফুল, ফল, মিষ্টি, চকলেটের পাশাপাশি মনের মানুষের প্রিয় জিনিসও সাজানো থাকে তত্ত্বের ডালিতে। অনেকটা বিয়ের অনুষ্ঠানের তত্ত্ব সাজানোর মতোই যত্ন করে সাজানো হয় এই ডালিগুলি। বহুদিন আগে থেকেই চলে প্রস্তুতি। আর এই দিনে যেন প্রকৃত বসন্ত এসে বিরাজ করে ক্যাম্পাস জুড়ে। বসন্ত পঞ্চমী মানে শুধু বাগদেবীর আরাধনা নয়- অন্তত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই দিনটি একরাশ মুক্ত হাওয়ার নাম। তাঁদের কাছে কার্যত এটি একটি অলিখিত ভ্যালেন্টাইনস ডে। দেবী সরস্বতীর কাছে কেবল 'বিদ্যাং দেহি' প্রার্থনাই নয়, মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা একটি সুপ্ত ইচ্ছার পূর্ণতাও কামনা করেন অনেকেই। এই পরিবর্তনের ছোঁয়া দেখা যায় পোশাকেও। চিরাচরিত জিন্স, টপ, স্কার্ট বা সালোয়ার-কামিজ ছেড়ে, বাসন্তী শাড়িতে চুলে খোঁপায় ফুল গুঁজে অন্য রূপে ধরা দেন ছাত্রীরা। পাল্লা দিয়ে ছাত্ররাও বাসন্তী কিংবা লাল পাঞ্জাবি, পাজামা বা রঙিন ধুতিতে নিজেদের সাজিয়ে ব্যস্ত থাকেন আপ্যায়নে। ছাত্রছাত্রীদের মতে, সারা বছর তাঁরা এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। প্রিয় মানুষের হাতে তাঁর পছন্দসই উপহার তুলে দেওয়া, একটু নিশ্চিন্তে সময় কাটানো-সবকিছুই সম্ভব হয় এই দিনটিতে। তাই সরস্বতী পুজোর পরের দিন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাপবাগ ক্যাম্পাস আগাম বসন্তে রঙিন হয়ে ওঠে।

হরিপালে পূজিত হন নীল সরস্বতী, এই দেবীর বরেই নাকি জন্ম হয়েছিল কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৪ জানুয়ারি ঃ হুগলিতে পূজিত হন নীল সরস্বতী। এই দেবীর বরেই নাকি জন্ম হয়েছিল কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বাংলার কোন কোন প্রান্তে যে কোন রীতি লুকিয়ে আছে, তা অনেকেরই জানা নেই। সরস্বতী বলতেই আমরা বুঝি পদ্মাসনে শ্বেত মূর্তি। কিন্তু নীল সরস্বতীর কথা জানেন না অনেকেই। হুগলির হরিপালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভৈরব জ্ঞানানন্দ মহেশ্বর। তারাপীঠে তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেন তাঁরা। এরপরই হরিপালে তৈরি করেন আশ্রম। আশ্রম শুরু হওয়ার পর থেকেই নীল সরস্বতী পূজার প্রচলন হয় হরিপালের এই আশ্রমে। জ্ঞানানন্দ বাবা গত হওয়ার পরও শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সাথে আজও বসন্ত পঞ্চমীর তিথিতে পূজিতা হন নীল সরস্বতী। কথিত

আছে একমাত্র সাধু বা সাধকরাই নীল সরস্বতী আরাধনা করতে পারেন কারণ মা তারার আর এক রূপ এই নীল সরস্বতী। জানা যায়, মা তারার আর এক রূপ নীল সরস্বতী পুজোর প্রথম প্রচলন হয়েছিল বীরভূমের লাভপুরে। কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। ১৩০৫ সালের ৮ শ্রাবণ জন্ম হয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তার ঠিক ১০ মাস আগে সতীপীঠ ফুল্লরার সাধক ও তান্ত্রিক রামজী গোঁসাইয়ের পরামর্শে লাভপুরের জমিদার হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী প্রভাতী দেবী নীল সরস্বতীর পূজা করেন সন্তান প্রাপ্তির আশায়। মা তারার আশীর্বাদে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিশ্বাসেই হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছেলের নাম রাখেন তারাশঙ্কর। নীল সরস্বতীর গাত্রবর্ণ নীল, সমগ্র দেহে সাপ জড়ানো। দেবীর পায়ের নীচে থাকে জটাধারী শবরূপ মহাদেব। দেবীর গলায় মুন্ড মালা, হাতে নরমুন্ড ও পরনে থাকে বাঘছাল। ভোগ হিসেবে নিবেদন করা হয় খিচুড়ি, লুচি, সুজি। গ্রামের প্রায় সমস্ত মানুষজন রাতে পাত পেড়ে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করেন।

শক্তিগড়ে নতুন থানা ভবনের উদ্বোধনে ডিজি রাজীব কুমার ঃ জাতীয় সড়কের ধারে শুরু আধুনিক পুলিশ পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৪ জানুয়ারি ঃ শনিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ে নবনির্মিত থানা ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। জাতীয় সড়কের পাশে নির্মিত এই নতুন থানা ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট জোনের আইজি অশোক কুমার প্রসাদ, ডিআইজি শ্যাম সিং, জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক ব্যানার্জী-সহ জেলার একাধিক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক। উদ্বোধনের পর ডিজি রাজীব কুমার নতুন থানা ভবনের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন এবং পরিকাঠামো নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। আধুনিক সুযোগ- সুবিধা ও পরিসর বৃদ্ধির মাধ্যমে এই থানা পুলিশি পরিষেবাকে আরও গতিশীল করবে বলেই মত প্রশাসনের। জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস জানান, শক্তিগড় থানাটি নতুন করে ২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে স্থানান্তরিত হওয়ায় সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের কাজকর্ম আরও সুবিধাজনক হবে। নতুন থানা ভবনে এফআইআর গ্রহণের পাশাপাশি চালু থাকছে সাইবার হেল্প ডেস্ক। শনিবার থেকেই এই ভবনে থানার সমস্ত প্রশাসনিক ও আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। নতুন ভবনে আধিকারিকদের জন্য পৃথক বসার ঘর, পুলিশ কর্মীদের থাকার উপযুক্ত ব্যবস্থা-সহ প্রয়োজনীয় সমস্ত সুযোগ-সুবিধা রাখা হয়েছে। পাশাপাশি জানানো হয়েছে, শক্তিগড় থানার পুরনো ভবনটি ভবিষ্যতে পুলিশ ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহৃত হবে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, শক্তিগড় থানা পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ থানা। বর্ধমান-২ ব্লক এবং ২ নম্বর জাতীয় সড়কের দীর্ঘ অংশের নিরাপত্তার দায়িত্ব এই

থানার উপরেই বর্তায়। পুরানো ভবনে দীর্ঘদিন ধরেই পরিসরের সমস্যা থাকায় থানার দৈনন্দিন কাজকর্মে অসুবিধা হচ্ছিল। সেই কারণেই পুলিশি পরিষেবাকে আরও কার্যকর ও আধুনিক করে তুলতে থানাটিকে নতুন স্থানে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয় জেলা পুলিশ। নতুন থানা ভবন চালু হওয়ায় এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও সাধারণ মানুষের পরিষেবায় আরও গতি আসবে বলেই আশা স্থানীয়দের।

মধ্যরাতে গুলিবর্ষণ, গুলিবিদ্ধ বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২৪ জানুয়ারি ঃ অসুস্থ নাতিকে দেখতে এসে দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া গুলিতে গুরুতর জখম এক বৃদ্ধা। শুক্রবার গভীর রাতে কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার গীতালদহ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের রতিনন্দন এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটেছে। গুলিতে জখম ওই বৃদ্ধার নাম মর্জিনা বিবি। বর্তমানে তিনি দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওকড়াবাড়ির বাসিন্দা মর্জিনা বিবি গত শুক্রবার তাঁর অসুস্থ নাতিকে দেখতে রতিনন্দন এলাকায় মেয়ের বাড়িতে এসেছিলেন। রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে মেয়ের শাশুড়ির সঙ্গে একটি ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন তিনি। রাত প্রায় দুটো নাগাদ হঠাৎই বিকট শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারেন তাঁর ডান হাতে তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে এবং রক্তপাত শুরু হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, ঘরের টিনের বেড়া ফুটো করে একটি গুলি এসে সরাসরি ওই বৃদ্ধার হাতে লাগে। গুলির শব্দ ও বৃদ্ধার আর্তনাদ শুনে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ছুটে আসেন। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শনিবার হাসপাতাল সূত্রে খবর, বৃদ্ধার চিকিৎসা চলছে এবং বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। এদিকে, ঘটনার খবর পেয়েই দিনহাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কী কারণে এই গুলিবর্ষণ এবং এর পেছনে কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকাবাসীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

বেলডাঙার হিংসা ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৪ জানুয়ারি ঃ মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার হিংসা ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, এমনটাই দাবি করলো রাজ্য বিজেপি। একাধিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে। শনিবার এক্স মাধ্যমে বিজেপি জানিয়েছে, মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় সাম্প্রতিক হিংসা মোটেও স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না। আসলে রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের দিকে উদাসীনতার প্রশ্নও তুলেছে বিজেপি। উল্লেখ্য, সম্প্রতি প্রায় সাত ঘন্টা ধরে বেলডাঙায় অবাধ জনতার হিংসা দেখা গেছে। জাতীয় সড়ক- ১২ অবরোধ করা হয়েছিল। ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ করা হয়েছিল। জনজীবন অচল হয়ে পড়েছিল। বিজেপির দাবি, ঝাড়খণ্ডে পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিন শেখের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল, তা আসলে মিথ্যা বর্ণনার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, যা এখন চূড়ান্তভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের কথাও তুলে ধরেছে বিজেপি। একটি ভিডিও রাজ্য বিজেপির এক্স হ্যান্ডেলে আপলোড করা হয়েছে, তাতে মুর্শিদাবাদের মুসলমানরা নিজেরাই স্পষ্টভাবে বলেছেন, পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিন আত্মহত্যা করেছেন।

শতবর্ষে শ্যামপুরের অযোধ্যা বেলপুকুর উচ্চ বিদ্যালয়

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ২৪ জানুয়ারি ঃ শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন তিনদিন ব্যাপী শ্যামপুরের অযোধ্যা বেলপুকুর হাইস্কুলের। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মনীষীদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং এলাকায় প্রভাত ফেরী

করে শনিবার অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা অনুষ্ঠিত হয়। ফিতা কেটে ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শনিবার এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনিস্টিটিউট অব কালচারের মহিরাজ স্বামী সুমনসানন্দজী, শ্যামপুর ২পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি নদেবাসী জানা, হাওড়া জেলা পরিষদ জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ জুলফিকার আলী মোল্লা, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সৌগত দীর্ঘাংগী, বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদ্যাপন কমিটির সভাপতি সাইদুল ইসলাম খান, সম্পাদক বিমান চন্দ্র পাত্র। বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদ্যাপন কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয় বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোনো খেলার মাঠ নেই, এছাড়াও জরুরি প্রযোজন ল্যাবরেটরি, পাঠাগার, এবং স্মার্ট ক্লাসরুম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উক্ত স্কুলের সকল প্রাক্তন ছাত্র, ছাত্রী, ও বর্তমান ছাত্রছাত্রী ও সকল শিক্ষক - শিক্ষিকাবৃন্দ। বিদ্যালযের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, কুইজ, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত সহ নানান ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চলবে আগামী ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত।

মোহনপুর ব্রিজের লোড ক্যাপাসিটি বেড়ে হল ৩৫ টন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ২৪ জানুয়ারি ঃ মেদিনীপুর ও খড়্গাপুরের সংযোগস্থলে কংসাবতী নদীর উপর অবস্থিত দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র সেতু বা মোহনপুর ব্রিজে ভারী যান চলাচলের ক্ষেত্রে কিছুটা স্বস্তি মিলল। দীর্ঘদিনের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে সেতুর লোড ক্যাপাসিটি ২৫ টন থেকে বাড়িয়ে ৩৫ টন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাত থেকেই এই নতুন ছাড়পত্র কার্যকর হয়েছে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে। জেলা পরিবহণ দফতরের তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়েছে, আপাতত শুধুমাত্র মেদিনীপুর থেকে খড়গপুরমুখী ভারী যানবাহনের ক্ষেত্রেই এই ছাড় দেওয়া হয়েছে। অর্থা সর্বাধিক ৩৫ টন ওজনের ট্রাক ও ভারী গাড়ি এই দিক দিয়ে চলাচল করতে পারবে। জেলা পরিবহণ আধিকারিক (আরটিও) সন্দীপ সাহা জানান, পূর্ত দফতর, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেই পরীক্ষামূলক ভাবে লোড ক্যাপাসিটি বাড়ান হয়েছে। এই পরীক্ষামূলক পর্যায় সফল হলে উভয় দিকেই একই ছাড় কার্যকর করা হবে। উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি মেদিনীপুর ও খড়্গাপুরের সংযোগস্থলে কংসাবতী নদীর উপর দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র সেতুটি নির্মিত হয়। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার একটি বড় অংশের সঙ্গে কলকাতা এবং ভিনরাজ্যের সড়ক যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এই সেতু। তবে ২০২২ সালে সেতুটিকে দুর্বল বলে চিহ্নিত করা হয়। এরপর ২০২৩ সালে সংস্কারের কাজ শেষ হলেও সর্বোচ্চ ২৫ টন ওজন পর্যন্ত যান চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এর জেরে ট্রাক চালক ও ব্যবসায়ীদের একাংশ সমস্যায় পড়েন এবং নতুন ব্রিজের দাবিও ওঠে। গত ২৩ ডিসেম্বর জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা জানিয়েছিলেন, পূর্ত দফতর ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন মিলেছে এবং সেতুর লোড ক্যাপাসিটি বাড়ান হবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই ২২ জানুয়ারি থেকে নতুন ছাড় কার্যকর হল। এদিকে, জাতীয় সড়ক ৬০ -এর উপর দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র সেতু এবং গড়বেতার ধাদিকা ব্রিজের বিকল্প হিসেবে ১৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে দু'টি নতুন সেতু নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের আধিকারিক জয়ন্ত গড়াই জানান, মোহনপুর ও ধাদিকা- দু'টি জায়গাতেই একযোগে কাজ চলছে এবং তা শেষ হতে প্রায় দু'বছর সময় লাগতে পারে।

Office of the
Jahannagar Gram Panchayat
Vill.+P.O-Jahannagarh
P.S.-Nadanghat, Dist-Burdwan

e-Tender Notice

e-Tender Jahannagar Gram Panchayat NIT No. 20/JGP/NIT/15th CFC/2026 dated 24/01/2026 published on eNIT site on 24/01/2026 Fund: 15th CFC (UN-TIED)(2025-26). for Details Visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Jahannagar Gram Panchayat

RAMJIBONPUR MUNICIPALITY
Corrigendum

Corrigendum No.: 07 Dated: 24.01.2026.
Ref. e-NIT No -16 Dated: -09.01.2026.
Regarding Documents download end date (Online), Bid Submission closing (Online), Bid opening date for Technical Proposals (Online). **Tender Ref. no. :WBMAD/ULB/RM/NIeT-16/2025-26, Tender ID:2026_MAD_984965**. Last date & time for submission of bid through online is 10.02.2026 upto 12:00 noon. The details will be available on websites: **www.wbtenders.gov.in** (or) **www.etender.wb.nic.in** or **www.ramjibonpurmunicipality.org.in** and Office Notice Board.

s/d-Chairman,
Ramjibonpur Municipality

RAMJIBONPUR MUNICIPALITY
Corrigendum

Corrigendum No.: 02 Dated: 24.01.2026.
Ref. NIeQ No. : 28 Dated: 09.01.2026.
Regarding Documents download end date (Online), Bid Submission closing (Online) , Bid opening date for Technical Proposals (Online). **Tender Ref. no. : WBMAD/ULB/RM/NIeQ-28/2025-26, Tender ID : 2026_MAD_986350** Last date & time for submission of bid through online is **10.02.2026 upto 12:00 noon**. The details will be available on websites: **www.wbtenders.gov.in** (or) **www.etender.wb.nic.in** or **www.ramjibonpurmunicipality.org.in** and Office Notice Board.

s/d-Chairman,
Ramjibonpur Municipality

বয়স কোনো বাধা নয়, প্রস্তুতিই আসল চাবিকাঠি

প্রবীণ মা-বাবাকে নিয়ে পাহাড় ভ্রমণে ব্যাগে রাখুন এই ৭ অপরিহার্য সরঞ্জাম

পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথে মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি, পাইন বনের নীরবতা আর দূরে ছড়িয়ে থাকা সবুজ-ভ্রমণের এই আনন্দ কি কেবল তারুণ্যের জন্য? একেবারেই নয়। বয়স বাড়লেও ভ্রমণের ইচ্ছে কমে না। তবে বাস্তবতা হল, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সামর্থ্য ও সহনশীলতায় কিছুটা ভাটা পড়ে। তাই প্রবীণ মা-বাবাকে নিয়ে পাহাড় ভ্রমণের পরিকল্পনা করলে বাড়তি যত্ন আর বুদ্ধিদীপ্ত প্রস্তুতিই হয়ে ওঠে সফর সফল হওয়ার মূল চাবিকাঠি। বিশেষজ্ঞদের মতে, পাহাড় মানেই অনিশ্চয়তা-হঠাৎ আবহাওয়ার বদল, দীর্ঘ যানজট, উঁচু-নিচু রাস্তা বা জরুরি স্বাস্থ্য পরিস্থিতি। এই সবকিছুর জন্য আগাম প্রস্তুতি থাকলে ভ্রমণ শুধু নিরাপদই নয়, হয়ে ওঠে আরামদায়ক ও স্মরণীয়। আর সেই প্রস্তুতির প্রথম ধাপ হল স্মার্ট প্যাকিং। অপ্রয়োজনীয় জিনিসে ব্যাগ ভারী না করে, দরকারি কিছু জিনিস সঠিকভাবে সঙ্গে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাহলে প্রবীণ মা-বাবাকে নিয়ে পাহা।ে গেলে ব্যাগে কোন সাতটি জিনিস রাখতেই হবে? চলুন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক।

১. ওষুধের ‘ ফার্মাসি’ ও চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন-প্রবীণদের ক্ষেত্রে নিয়মিত ওষুধই জীবনের বড় ভরসা। পাহাড়ে গিয়ে কাছাকাছি ফার্মেসি পাওয়া সব সময় সম্ভব নয়। তাই যে ওষুধগুলো মা-বাবা প্রতিদিন খান, সেগুলো অন্তত ৭-১০ দিনের অতিরিক্ত মজুত রাখুন। রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ কিংবা থাইরয়েড-যে সমস্যাই থাকুক, কোনো ওষুধ যেন বাদ না যায়। পাশাপাশি ইনহেলার, ব্যথানাশক স্প্রে বা জরুরি ওষুধও সঙ্গে রাখুন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল চিকিৎসকের সাম্প্রতিক প্রেসক্রিপশন ও ডাক্তারের ফোন

নম্বর-জরুরি অবস্থায় এগুলো অমূল্য হয়ে উঠতে পারে।

২. সঠিক জুতো ও কম্প্রেশন মোজা-পাহাড়ি পথে হাঁটা মানেই বাড়তি চাপ পা ও হাঁটুর উপর। তাই সাধারণ জুতো নয়, গ্রিপ ভালো এবং আর্চ সাপোর্টযুক্ত জুতোই বেছে নেওয়া উচিত। এতে পা পিছলে যাওয়ার ঝুঁকি কমে এবং দীর্ঘক্ষণ হাঁটলেও ব্যথা কম হয়। অনেক প্রবীণ মানুষ দীর্ঘ সময় গাড়িতে বসে থাকলে পা ফুলে যাওয়ার সমস্যায় ভোগেন। এমন ক্ষেত্রে কম্প্রেশন মোজা রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে এবং ক্লান্তি কমায়।

৩. ফোল্ডিং লাঠি ও হিয়ারিং এডের অতিরিক্ত ব্যাটারি- হাঁটাচলায় সামান্য অসুবিধা থাকলেও একটি ফোল্ডেবল লাঠি পাহাড়ে ভীষণ কাজে আসে। এটি উঁচু-নিচু রাস্তায় ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। অন্যদিকে, অনেক প্রবীণ মানুষ কানে কম শোনেন। পাহাড়ি এলাকায় হিয়ারিং এডের ব্যাটারি হঠাৎ শেষ হয়ে গেলে সমস্যা বাড়তে পারে। তাই অতিরিক্ত ব্যাটারি বা চার্জার অবশ্যই সঙ্গে রাখুন।

৪. গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের ফটোকপি ও বিমা কার্ড-ভ্রমণের সময় পরিচয়পত্র অত্যন্ত জরুরি। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বা পাসপোর্টের অরিজিনালের পাশাপাশি অন্তত দু'টি করে ফটোকপি রাখুন। বর্তমানে ট্রাভেল ইনস্যুরেন্স বা ভ্রমণ বিমার গুরুত্ব অনেক বেড়েছে, বিশেষ করে প্রবীণদের ক্ষেত্রে। এমন বিমা বেছে নিন যাতে জরুরি মেডিক্যাল কভার থাকে এবং বিমা কার্ডটি হাতের কাছেই রাখুন।

৫. শুকনো খাবার ও ওআরএস-পাহাড়ি রাস্তায় কখন যে যানজটে আটকে পড়তে হয়, তার ঠিক নেই। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার সময় হঠাৎ ক্ষুধা বা দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। তাই ড্রাই ফ্রুটস, বাদাম, মাখানা, বিস্কুট বা এনার্জি বার সঙ্গে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। পাশাপাশি শরীর হাইড্রেট রাখতে ওআরএস বা গ্লুকোজ মেশানো জল রাখুন। এতে ক্লান্তি ও ডিহাইড্রেশনের ঝুঁকি কমে।

৬. ঘাড়ের বালিশ ও হালকা চাদর- পাহাি ড়পথে দীর্ঘ সময় গাড়িতে বসে থাকা প্রবীণদের জন্য বেশ কষ্টকর হতে পারে। একটি মেমরি ফোমের নেক পিলো ঘাড়ের সাপোর্ট দেয় এবং ব্যথা কমায়। সঙ্গে একটি হালকা ওজনের ট্রাভেল ব্ল্যাঙ্কেট বা চাদর রাখলে ঠান্ডা লাগার ভয়ও থাকে না।

৭. স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটাইজেশন সামগ্রী-হ্যান্ড স্যানিটাইজার এখন আর বিলাসিতা নয়, প্রয়োজন। এর সঙ্গে পাবলিক টয়লেট ব্যবহারের জন্য টয়লেট সিট কভার, স্যানিটাইজার স্প্রে এবং পেপার সোপ রাখুন। প্রবীণদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলক কম থাকে, তাই সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে এই সব সামগ্রী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবশেষে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, মূল প্যাকিং করার অন্তত দু'দিন আগে একবার ‘ প্যাকিং’ করে নিন। এতে বোঝা যাবে ব্যাগ অপ্রয়োজনীয়ভাবে ভারী হচ্ছে কি না। মনে রাখবেন, মা-বাবার সফর যত হালকা ও আরামদায়ক হবে, তাঁদের মুখের হাসিও তত উজ্জ্বল থাকবে। পাহা।রে সৌঃদর্য উপভোগ করতে গেলে প্রস্তুতিই সবচেয়ে বড় সঙ্গী-আর সেই প্রস্তুতি থাকলেই বয়স আর বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

ইতিহাসের ডাক, এক দিনের ট্যুরে কেন কালনা হতে পারে আদর্শ গন্তব্য

চর্চায় উঠে আসে পূর্ব বর্ধমানের ছোট্ট শহর কালনা। থিমের বাহার, চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা আর বিশালাকৃতির সরস্বতী প্রতিমা-সব মিলিয়ে এই শহরের পুজোর জাঁকজমক অনেক সময় দুর্গাপুজোকেও টেক্কা দেয়। একসময় যেখানে দু'দিনের মধ্যেই পুজো সারা হত, আজ সেখানে চারদিন ধরে উৎসব চলে। তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় মাস দেড়েক আগেই। কিন্তু কালনা কি শুধুই সরস্বতী পুজোর জন্য বিখ্যাত? একেবারেই নয়। পুজোর ভি।রে বাইরেও এই শহরের বুকে লুকিয়ে আছে প্রায় ৭০০ বছরের ইতিহাস, অনন্য স্থাপত্য আর ধর্মীয় ঐতিহ্য। তাই এক দিনের ট্যুরে কাছেপিঠে কোথাও ঘুরে আসতে চাইলে কালনা হতে পারে একেবারে আদর্শ গন্তব্য। গঙ্গার তীরে অবস্থিত অম্বিকা কালনা কলকাতা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। ট্রেনে মাত্র দেড় ঘণ্টার পথ। শহরের কোলাহল ছেড়ে একটু ইতিহাস, একটু নির্জনতা আর একটু গ্রামবাংলার স্বাদ পেতে চাইলে কালনা আপনাকে হতাশ করবে না। ছোট শহর হলেও এর প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে আছে রাজকীয় অতীতের ছাপ।

নবকৈলাস মন্দির- কালনার প্রাণকেন্দ্র-কালনা শহরের সবচেয়ে বড় গর্ব নিঃসন্দেহে নবকৈলাস মন্দির। এখানে বৃত্তাকার সাজানো রয়েছে ১০৮টি শিবমন্দির, যার মাঝখানে রয়েছে বিশাল অষ্টভুজাকার উঠোন। এই ধরনের স্থাপত্য ভারতের অন্য কোথাও খুব একটা চোখে পা।ে না। মন্দিরগুলির বিন্যাস এমনভাবে করা যে দাঁ।িয়ে থাকলে চারদিক জু।ে এক অপূর্ব সমমিতি চোখে পড়ে। সূর্যাস্তের সময় এই মন্দির চত্বরে দাঁ।ডালে মনে হয় সময় যেন থমকে গিয়েছে। মঃিদরের গায়ে খোদাই করা সূক্ষ্ম কারুকাজ, অলংকরণ আর নকশা ইতিহাসপ্রেমী থেকে সাধারণ পর্যটক-সবার মন জয় করে নেয়।

প্রতাপেশ্বর মন্দির, টেরাকোটার নিদর্শন-নবকৈলাস মন্দিরের ঠিক পাশেই রয়েছে প্রতাপেশ্বর মন্দির, যা নবকৈলাস চত্বরের সবচেয়ে বড়শিবমন্দির। রাজা প্রতাপচনেন্দ্রর স্মৃতিবাহী এই মন্দিরটি টেরাকোটা শিল্পের এক অনন্য নিদর্শন। মন্দিরের গায়ে খোদাই করা পৌরাণিক কাহিনি, কৃষিজীবনের দৃশ্য এবং রাজকীয় জীবনযাপনের নানা মুহূর্ত আজও সেই সময়ের সমাজব্যবস্থার কথা বলে। ইতিহাস আর শিল্পকলার মেলবন্ধন দেখতে চাইলে এই মন্দিরে কিছুটা সময় কাটানোই যায়।

কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির ও রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ- কালনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির। যদিও বর্তমানে এটি কিছুটা জরাজীর্ণ, তবু এর স্থাপত্য আর অবস্থান শহরের প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে। মন্দিরের আশপাশেই রয়েছে পুরোনো রাজবা।রি ধ্বংসাবশেষ। ভাঙা দেওয়াল, পুরোনো কাঠামোর দিকে তাকালে সহজেই কল্পনায় ভেসে ওঠে কালনার রাজকীয় অতীত, জমিদারি সংস্কৃতি আর একসময়ের ঐশ্বর্য।

গঙ্গার ঘাট, শহরের অন্য রূপ-কালনা মানেই শুধু মন্দির নয়। গঙ্গার ঘাট এই শহরের আরেকটি বড় আকর্ষণ। সকালে ঘাটে গেলে দেখা যাবে স্নানরত মানুষ, পুজো দিচ্ছেন কেউ কেউ, আবার কেউ ব্যস্ত নৌকা বাঁধায়। সন্ধেয় ঘাটে বসে গঙ্গার স্রোত আর সূর্যাস্ত দেখার অভিজ্ঞতা আলাদা। চাইলে নৌকাভ্রমণও করতে পারেন। নদীর বুক থেকে শহরটাকে দেখলে কালনাকে আরও কাছ থেকে অনুভব করা যায়।

খাবারের খোঁজে কালনা-ঘোরাঘুরির ফাঁকে পেটপুজোও তো দরকার। খাবারের দিক থেকেও কালনা বেশ সমৃদ্ধ। এখানকার সবচেয়ে বিখ্যাত খাদ্যদ্রব্য হল লাল ক্ষীর দই। এই দইয়ের বিশেষত্ব হল, এতে একফোঁটাও জল থাকে না। ভাঁড় উল্টে দিলেও দই পড়ে যায় না। স্বাদে এটাই অনন্য যে কলকাতার নামী দোকানের দইও এর কাছে অনেক সময় হার মানে। এছাড়া কালনার ল্যাংচা, ক্ষীরের সিঙা।া আর রসমঞ্জরি বেশ জনপ্রিয়। চাইলে ছোট কিছু স্থানীয় হোটেলে ঢুঁ মারতে পারেন। সেখানে পাবেন ঘরোয়া বাঙালি খাবার-ভাত, ডাল, ভাজা আর গঙ্গা থেকে ধরা টাটকা মাছ। একদম সাদামাটা খাবার, কিন্তু স্বাদে মন ভরে যাবে।

কী ভাবে যাবেন কালনা? কালনা ঘুরে দেখতে একদিনই যথেষ্ট। সকালে হাওড়া স্টেশন থেকে কাটোয়া লোকাল ধরুন। দেড় ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবেন অম্বিকা কালনা স্টেশনে। স্টেশন থেকে টোটো বা অটো করে খুব সহজেই সব দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখা যায়। চাইলে নৌকাপথেও যেতে পারেন। মায়াপুর, নবদ্বীপ এবং শান্তিপুর থেকে কালনায় সরাসরি ফেরি সার্ভিস রয়েছে। নদীপথে যাওয়ার অভিজ্ঞতা নিজেই একটা আলাদা ভ্রমণ। নিজের গাড়িতে গেলে কলকাতা থেকে সময় লাগবে আনুমানিক দু'ঘণ্টা পনেরো মিনিট। সব মিলিয়ে, যে কোনও সময় এক দিনের ছুটিতে ইতিহাস, স্থাপত্য আর গঙ্গার শান্ত স্রোতের স্বাদ পেতে চাইলে কালনা নিঃসন্দেহে হতে পারে আপনার পরবর্তী গন্তব্য। ছোট শহর, কিন্তু অভিজ্ঞতায় ভরপুর-কালনা ঠিক তেমনই।

নতুন বছরেও কাটল না অনিশ্চয়তা, ফের কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে আমাজন

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ নতুন বছর এলেও আইটি দুনিয়ায় স্বস্তির হাওয়া এখনও বইছে না। বরং বছর ঘুরতেই ফের কর্মী ছাঁটাইয়ের খবরে উদ্বেগ ছড়াল বিশ্বজুড়ে। এবার আলোচনার কেন্দ্রে ই-কমার্স ও প্রযুক্তি জগৎ-এর অন্যতম বৃহ সংস্থা আমাজন। সংস্থার অন্দরের খবর অনুযায়ী, আগামী সপ্তাহ থেকেই ফের এক দফা কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটতে চলেছে তারা। ফলে আবারও আতঙ্কের ছায়া ঘনাচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে। সূত্রের খবর, চলতি বছরেই প্রায় ৩০ হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করার পরিকল্পনা করেছে আমাজন। এর আগে গত বছর অক্টোবর মাসে প্রায় ১৪ হাজার কর্মীকে কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহের মঙ্গলবার থেকেই নতুন করে এই ছাঁটাই প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। যদিও সংস্থার তরফে এখনও নির্দিষ্ট সংখ্যা বা সময়সীমা নিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি, তবে প্রস্তুতি যে চূড়ান্ত পর্যায়ে, তা স্পষ্ট। আমাজনের অভ্যন্তরীণ সূত্র জানাচ্ছে, এই ছাঁটাইয়ের প্রভাব পড়তে পারে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে। যার মধ্যে রয়েছে আমাজন ওয়েব সার্ভিসেস, খুচরো বিক্রয় বিভাগ, প্রাইম ভিডিও এবং মানবসম্পদ বিভাগ-যা ‘ এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি’ নামে পরিচিত। এই ইউনিটগুলিতেই কর্মী সংখ্যা কমানোর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে AWS এবং প্রাইম ভিডিও, যেগুলি এতদিন সংস্থার লাভজনক শাখা হিসেবে পরিচিত ছিল, সেখানেও কোস্ট কাটিংয়ের চাপ বাড়ছে। পরিসংখ্যান বলছে, গত কয়েক বছরে ধারাবাহিকভাবে বড় মাপের কর্মী ছাঁটাই করেছে আমাজন। ২০২২ সালে প্রায় ২৭ হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়। এরপর ২০২৩ সালে এক ধাক্কায় প্রায় ৩০

হাজার কর্মীকে কাজ থেকে সরিয়ে দেয় সংস্থা। সেই ধারা যে এখনও থামেনি, বরং আরও জোরদার হচ্ছে, তা এবারের সিদ্ধান্তেই স্পষ্ট। বিশেষজ্ঞদের মতে, করোনা অতিমারির সময় অনলাইন পরিষেবার চাহিদা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় বিপুল সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করেছিল আমাজন। ই-কমার্স, ক্লাউড পরিষেবা, ডিজিটাল বিনোদন-সব ক্ষেত্রেই তখন রমরমা ছিল। কিন্তু করোনা পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি বদলেছে। অনলাইন পরিষেবার গতি কিছুটা শ্লথ হয়েছে, বাজারে প্রতিযোগিতা বেড়েছে, এবং খরচ নিয়ন্ত্রণ এখন সংস্থার কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে সেই সময়ের অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ এখন ‘ হিসেবেই দেখছে আমাজন কর্তৃপক্ষ। সংস্থার তরফে প্রকাশ্যে বলা হচ্ছে, এই ছাঁটাইয়ের মূল কারণ ব্যয় সঙ্কোচন এবং ব্যবসার পুনর্গঠন। তবে প্রযুক্তি মহলের একাংশের মতে, এর নেপথ্যে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর দ্রুত অগ্রগতি। সাম্প্রতিক একাধিক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, এআই গবেষণা ও উন্নয়নে বিপুল অঙ্কের বিনিয়োগ করছেন আমাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস ও শীর্ষ কর্তারা। অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয় এআই-ভিত্তিক সিস্টেম ব্যবহার করে কাজ চালানো সম্ভব হচ্ছে, যার ফলে কর্মীর প্রয়োজন কমে যাচ্ছে। এই প্রবণতা শুধু আমাজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। গত কয়েক বছরে বিশ্বজুড়ে একাধিক বড় প্রযুক্তি সংস্থা একই পথে হেঁটেছে। ফ্লিপকার্ট, মেটা, গুগল, মাইক্রোসফটের মতো সংস্থাও হাজার হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছে। এমনকি ভারতের বৃহত্তম তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস-ও বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মী সংখ্যা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে কর্মসংস্থানের বাজারে তৈরি হয়েছে গভীর অনিশ্চয়তা। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম এবং আইটি-তে সদ্য কর্মজীবন শুরু করা পেশাদারদের মধ্যে এই পরিস্থিতি মানসিক চাপ বাড়াচ্ছে। একদিকে চাকরির স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয়, অন্যদিকে দ্রুত বদলে যাওয়া প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মেলানোর চাপ-সব মিলিয়ে কর্মজীবন হয়ে উঠছে আরও কঠিন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আগামী দিনে শুধুমাত্র ডিগ্রি বা অভিজ্ঞতা নয়, নতুন প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জনই হবে টিকে থাকার মূল চাবিকাঠি। এআই, মেশিন লার্নিং, ডেটা অ্যানালিটিক্স, সাইবার সিকিউরিটির মতো ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীদের চাহিদা থাকলেও, সাধারণ বা পুনরাবৃত্তিমূলক কাজের ক্ষেত্রে কর্মী ছাঁটাই আরও বাড়তে পারে। সব মিলিয়ে নতুন বছরের শুরুতেই আমাজনের এই সিদ্ধান্ত আইটি সেক্টরে ফের একবার সতর্কবার্তা দিল। কর্মী ছাঁটাইয়ের এই ধারা কবে থামবে, আদৌ থামবে কি না-তা সময়ই বলবে। তবে আপাতত চাকরির বাজারে অনিশ্চয়তা যে আরও কিছুদিন সঙ্গী হবে, তা বলাই যায়।

বরফের তলায় লুকিয়ে থাকা ৩.৫ কোটি বছরের পৃথিবী

অ্যান্টার্কটিকায় ড্রিলিং অভিযানে অতীতের জলবায়ুর চাঞ্চল্যকর ইঙ্গিত

২৪ জানুয়ারি ঃ মাইনাস ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি তাপমাত্রা। প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়ায় বরফের কুচি উড়ছে সূচের মতো, চোখ খুলে রাখা কঠিন। সোজা হয়ে দাঁড়ানোই যেখানে চ্যালেঞ্জ, সেখানে একদল বিজ্ঞানী কমলা রঙের পার্কা গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন একটি সরু গর্তের চারপাশে। কারও হাত প্রায় জমে এসেছে ঠান্ডায়, তবু কেউ মনিটরের দিকে তাকিয়ে, কেউ বা ধাতব কনসোল থেকে জমে থাকা বরফ সরাচ্ছেন। এই নির্জন, শ্বেতশীতল প্রান্তরে ঠিক তাঁদের পায়ের নীচে, প্রায় দু'কিলোমিটার গভীরে বরফ কেটে এগোচ্ছে একটি শক্তিশালী ড্রিল মেশিন। লক্ষ্য একটাই-বরফের নীচে লুকিয়ে থাকা পৃথিবীর বহু কোটি বছরের পুরোনো ইতিহাসকে ছুঁয়ে দেখা। কয়েক মুহূর্তের জন্য শুধু রেডিয়োর ঘড়ঘড় শব্দ। তার পরেই উত্তেজনার বিস্ফোরণ। ড্রিলের মাথা তুলে আনা হল। সঙ্গে উঠে এল কফির গুঁড়োর মতো রঙের

কাদা আর পাথরের ছোট একটি চাঁই। দেখতে সাধারণ হলেও এই নমুনার গুরুত্ব অসাধারণ। প্রায় সাড়ে তিন কোটি বছর পর ফের সূর্যের আলো দেখল অ্যান্টার্কটিকার সেই মাটি। আজ যেখানে দু'কিলোমিটার পুরু বরফের চাদর, সেখানেই এক সময় ছিল নদী, জলাভূমি আর স্যাঁতসেঁতে অরণ্যে ভরা এক সবুজ পৃথিবী। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, প্রায় ৩৪-৩৫ মিলিয়ন বছর আগে অ্যান্টার্কটিকা আজকের মতো বরফে ঢাকা ছিল না। তখন এই অঞ্চল ছিল নিচু ভূমি, চারদিকে বয়ে যেত নদী, বিস্তৃত জলাভূমি আর ঘন নাতিশীতোষ্ণ বনভূমি। সদ্য উদ্ধার হওয়া মাটির স্তরে পাওয়া গেছে এমন সব চিহ্ন, যা আধুনিক বিচ গাছ এবং বিভিন্ন কনিফার প্রজাতির সঙ্গে মিলে যায়। আবার কিছু স্তরে এমন উদ্ভিদগোষ্ঠীর অস্তিত্ব মিলেছে, যাদের আর কোনও প্রতিনিধি আজকের পৃথিবীতে নেই। অর্থাৎ, এই মাটি শুধু ভূতাত্ত্বিক নয়, জীববৈচিত্র্যের দিক থেকেও এক অনন্য দলিল। কিন্তু সেই সবুজ পৃথিবীর স্থায়িত্ব দীর্ঘ হয়নি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। ধীরে ধীরে তাপমাত্রা কমতে থাকে, আবহাওয়ার চরিত্র পাল্টায়। অ্যান্টার্কটিকা ঢেকে যেতে থাকে বরফের শীতল চাদরে। যেন প্রকৃতি নিজেই এক বিশাল ‘ বোতাম টিপে দিয়েছিল-সমৃদ্ধ বাস্তুতন্ত্রকে স্থির করে রেখে, তার উপর চাপা দিয়েছিল দু'কিলোমিটার পুরু বরফ। সেই বরফের নীচেই সংরক্ষিত হয়ে ছিল অতীতের পৃথিবী, যা আজ বিজ্ঞানীদের হাতে এসে ধরা দিচ্ছে

বেস্ট ডিরেক্টর এওয়ার্ড পেলেন নির্মাল্য বিশ্বাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ঃ কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল মাইক্রো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বেস্ট ডিরেক্টর এওয়ার্ড পেলেন নির্মাল্য বিশ্বাস। জ্যোস্না রহমানের গল্প অবলম্বনে নির্মিত 'ভাইরাস' ফিল্মটির জন্য তিনি এই এওয়ার্ড পেলেন। দেশ বিদেশের শতাধিক ফিল্ম এই চলচ্চিত্র উৎসবে মনোনীত হয়েছিল। মৌলালী যুব কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে নির্মাল্য বিশ্বাস পরিচালিত ছ'টি ফিল্ম পুরস্কৃত হল। 'অজানা আতঙ্ক' পেল বেস্ট স্ক্রিনপ্লে এওয়ার্ড, 'স্বপ্নের রংমশাল' পেল বেস্ট চিল্ড্রেন ফিল্ম এওয়ার্ড, 'দ্য মিস্ট্রি অফ নেকলেস বেস্ট লার্জ শর্ট ফিল্ম এওয়ার্ড, 'সবুজ পৃথিবী' পেল বেস্ট রিল ভিডিও এওয়ার্ড এবং 'মন মন রে আমার' ফিল্মটিতে অভিনয়ের জন্য রিম্পা সাহা পেলেন বেস্ট এক্ট্রেস এওয়ার্ড। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী, বাসবদত্তা চ্যাটার্জী, সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। অণুছবি চলচ্চিত্র উৎসব কমিটির পরিচালকমন্ডলী নীলাঞ্জন ভৌমিক, শিল্পী ভৌমিক, বিভাস গুহ, ভাস্কর ব্যানার্জীর নিখুঁত পরিচালনায় এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকারদের কাছে বিশেষ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে প্রতি বছর।

মিলেনিয়াম ম্যামস নারী-দর্শন বাজেট বিশ্লেষণ সেশন আয়োজন করবে

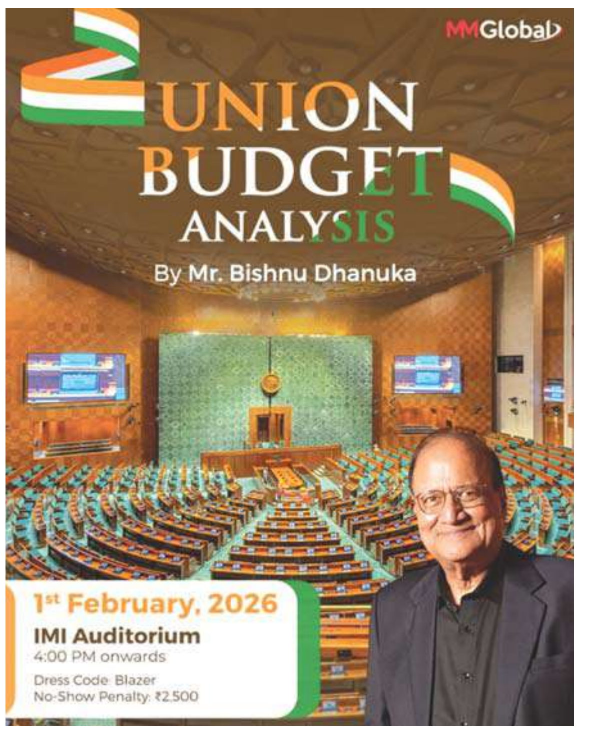

নয়াদিল্লি,, ২৪ জানুয়ারি ঃ দেশের বৃহত্তম মহিলা সংগঠন মিলেনিয়াম ম্যামস, যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিশ্বনু ধানুকা, আগামী দিনগুলোতে একটি বিশেষ বাজেট বিশ্লেষণ সেশন আয়োজন করতে চলেছে। এই সেশনের লক্ষ্য হলো মহিলাদের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটের ধারণাকে সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় উপস্থাপন করা এবং তাদের ও তাদের পরিবারের জন্য এর প্রাসঙ্গিকতা বোঝানো। এই উদ্যোগটি বাজেটের মূল দিকগুলি এমনভাবে তুলে ধরবে, যাতে গৃহস্থালি, জীবিকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, এবং মহিলা-কেন্দ্রিক প্রকল্পগুলির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো সহজেই বোঝা যায়। বাজেটের ধারণাটিকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে, মিলেনিয়াম ম্যামস মহিলাদেরকে এই বিষয়ে সচেতন ও শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিচ্ছে। এই উদ্যোগটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তনের পরিচায়ক, যেখানে ঐতিহ্যগত ভাবে গৃহকর্মে সীমাবদ্ধ থাকা মহিলারা এখন শিক্ষা অর্জন করছেন, জনসাধারণের নীতি সম্পর্কে অবগত হচ্ছেন, এবং আর্থিক ও অর্থনৈতিক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন। এই সেশনের মাধ্যমে, মিলেনিয়াম ম্যামস তাদের অঙ্গীকার পুনরায় দৃঢ় করছে যে, তারা মহিলাদের জ্ঞান দ্বারা ক্ষমতায়িত করে, যাতে তারা অবহিত সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং দেশের অর্থনৈতিক দিশা নিয়ে আত্মবিশ্বাসীভাবে আলোচনা করতে পারে। বিশ্বনু ধানুকা, এই উদ্যোগের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং প্রতি বছর বাজেটের জটিল ধারণাগুলো এমনভাবে সহজ করে তুলে ধরেন, যাতে নতুন শিক্ষার্থীরাও সহজে তা বুঝতে পারেন। মিডিয়া হাউজগুলোকে এই গুরুত্বপূর্ণ এবং পথপ্রদর্শক উদ্যোগের সংবাদ কাভার করতে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, যা একটি মহিলাদের সংগঠন দ্বারা আর্থিক সচেতনতা এবং সামাজিক রূপান্তরের দিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, নরওয়ের রাষ্ট্রদূত মে এলিন স্টেনারের মন্তব্য

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ঃ ভারতে নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত মে এলিন স্টেনার সম্প্রতি ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (এফটিএ) সম্ভাবনা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, মুক্ত অর্থনীতির যে প্রবণতা, তা সবার আগে প্রয়োজন, এবং এর মধ্যে কোনো বাধা বা প্রতিবন্ধকতা থাকা উচিত নয়। নরওয়ের রাষ্ট্রদূত এই চুক্তিকে একটি ‘ মাইলফলক’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যা ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতি সাধন করবে। এফটিএ চুক্তি দিয়ে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন একে অপরের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও গভীর করবে। নরওয়ের রাষ্ট্রদূত স্টেনারের মতে, এই চুক্তির মাধ্যমে ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যকার সম্পর্ক একটি নতুন দিক পাবে। তিনি আরো বলেন, নরওয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অংশ না হলেও ইএফটিএ (ইউরোপীয় মুক্ত বাণিজ্য সংস্থা) এর সদস্য, যা ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করবে। চুক্তির বিষয়ে স্টেনার আরও উল্লেখ করেছেন যে, কৃষি বিষয়ক বিষয়ে এই চুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, তবে উপাদন, প্রযুক্তি, শক্তিসম্পদ এবং ওষুধের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো এই চুক্তির আওতায় আনা হচ্ছে। তিনি পরিষ্কার করে বলেন, নরওয়ে মুক্ত অর্থনীতির পক্ষে, যেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি না করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে উসাহিত করা হয়। ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্যিক সম্পর্কের সম্ভাবনা-ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে গত বছরের ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর হওয়া বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অংশীদারি চুক্তি (টিইপিএ) ইতোমধ্যেই কার্যকর হয়ে গেছে। নরওয়ের রাষ্ট্রদূত স্টেনার এই চুক্তিকে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন এবং আশা করছেন যে, এই চুক্তি ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের জন্য একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং ভারতের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক জটিলতা সৃষ্টির কারণে ভারতের বাজারে কিছুটা ধাক্কা লেগেছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত বিকল্প বাণিজ্যিক অংশীদারের খোঁজ করছে, যেখানে ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধি করার মাধ্যমে তা সামাল দেওয়া সম্ভব হবে। নরওয়ের রাষ্ট্রদূত এই প্রেক্ষাপটে বলেন, ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রসারণ ভারতের জন্য একটি স্বর্ণালী সুযোগ হতে পারে। এফটিএ চুক্তি, যা ‘ অফ অল ট্রেড ডিলস’ হিসেবে পরিচিত, ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে।

সরস্বতী পুজো নিয়ে দানা বেধেছে বিতর্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,২৪ জানুয়ারি (নিউস এশিয়া)ঃ ছোট একটা শিশুর মতো মিষ্টি রূপ। ভাবগম্ভীর রূপ তো নয়ই উল্টে কিউট দেখতে। এবছর এরকম চেহারার সরস্বতী মূর্তির বেশ চাহিদা তৈরি হয়েছে। আর সেসবের সঙ্গে দানা বেধেছে কিছু তর্কবিতর্ক-বিশ্লেষণ। শাস্ত্রজ্ঞদের মত, নতুন কিছুকে স্বাগত। কিন্তু শাস্ত্রে বর্ণিত রূপ পরিবর্তন ঠিক নয়। শাস্ত্রে কী আছে তা নিয়ে বিশদে আলোচনাও হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে আসার আগে জেনে নেওয়া যাক কিউট সরস্বতীর বৃত্তান্ত। যে সরস্বতীর শিশুর মতো অনাবিল হাসিমুখ মাত করেছে আট থেকে আশি বয়সিদের, তাঁর রূপের উৎস কী? এই রূপ তৈরি করেছে আর্টিফিশিয়াল ইংেটলিজেনস মানে এখনকার যুগের এআই। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে নতুন চেহারা পেয়েছেন দেবী। তিনি বিদ্যার দেবী। বাংলায় মোটামুটি শিশুদের দেবী বলে তাঁর পরিচিতি। অনেকের মতে, এআই'য়ের নির্দিষ্ট কোনও প্রম্পটই সম্ভবত তাঁকে বাচ্চাদের সঙ্গে একাত্ম করতে শিশুরূপ দিয়েছে। অভিনবত্ব এসেছে বিদ্যার দেবীর নতুন রূপে। শিল্পীরা কম্পিউটারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযো।েগ বাগদেবীর যে রূপ সৃষ্টি করছেন তাই প্রাণ পাচ্ছে মাটির প্রতিমায়। এ উদ্ভাবন মেশিনের কারিগরি বই অন্য কিছু নয়। এই বিষয়টি জানার পরই বেধেছে গোল। শাস্ত্র বিশেষজ্ঞদের অনেকের বক্তব্য, সৃষ্টি বা শিল্পে অভিনবত্ব সবসয়ই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু শাস্ত্রে দেবীর যে বর্ণনা রয়েছে তাকে বিকৃত করায় আপত্তি উঠছে। সর্বভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা আকাদেমির অধ্যক্ষ ডঃ জয়ন্ত কুশারী জানান, প্রথমেই বলা দরকার, সর্বশুক্লা সরস্বতী। অর্থা দেবীর সবটুকুই সাদা। তাঁর অর্চনার মূল মন্ত্র কিন্তু কৃত্রিম মেধা থেকে আসেনি। ঋষির ধ্যানমন্ত্র এসেছে স্বকীয় ধ্যানমন্ত্র থেকে। সেটি হল, ‘ বিভ্রতি শুভ্র কান্তি কুচভরণমিতাঙ্গি সন্নিসন্নাসিতাব্জে নিজকরকমলদ্যো লেখনি পুস্তকশ্রী সকলবিভবসিদ্ধৈঃপাতু বাক্ দেবতা নঃ।’ অধ্যক্ষের ব্যাখ্যা, ‘ সরস্বতীর রূপ বর্ণনা করা হয়েছে, তরুণ চাঁদের টুকরোর দ্যুতি বা কিরণবর্ণ যিনি ধারণ করেছেন। স্তনভারনম্র এই দেবী সাদা পদ্মের ওপর সম্যকভাবে যিনি স্থিতা বা বসে আছেন। নিজ করকমলে লেখনি ও পুস্তক ধারণ অত্যন্ত সৌঃদর্য বর্ধন করছে অর্থা তাঁর রূপলাবণ্যে সুষমামণ্ডিত হচ্ছে। সকল সম্পদ (মানবসম্পদ সহ) সিদ্ধিদাত্রী এই বাকদেবী আমাদের রক্ষা ও পবিত্র বিধান করুন।' তিনি বলেন, ‘ নজরে আসছে, কোথাও দেবীর রূপ শিশুর মতো। কোথাও তিনি গোলাপী পদ্মে বসেছেন। এমনকী শিল্পীর কল্পনায় হাঁসও রঙিন। দেবী কিন্তু মানবসম্পদের দেবী। তিনি দৃপ্ত ও পরিণত রূপে বরদান করেন। তাই তাঁর শৈশব চেহারা শাস্ত্রাদেশের সঙ্গে খাপ খায় না।' এরই সঙ্গে অধ্যক্ষ বলেন, ‘ আঁকড়ে ধরে নতুন বাতিল করার মানসিকতার আমরা বিরোধী। আধুনিকতা সবসময়েই গ্রহণীয়। আমাদের শুধু বক্তব্য, শাস্ত্রকে জিইয়ে রেখে অভিনবত্ব আনা সবচেয়ে উকৃষ্ট পন্থা। তা প্রকৃত শিল্পও বটে।'

কোন্নগর রাজ রাজেশ্বরী মন্দির সেবা মঠে বাগ-দেবীর আরাধনা

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় কোন্নগর, হুগলিঃ ২৪ জানুয়ারি, শুক্রবার পূর্ণিমা শুক্লা পঞ্চমীর পূর্ণ তিথিতে কোন্নগর রাজ রাজেশ্বরী মাতার মঃিদরে হিন্দু শাস্ত্র ও বিধি মেনে, পালিত হল দেবীর আরাধনার উসব। জগদগুরু শ্রী শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত রাজ-রাজেশ্বরী মন্দির তথা সেবা মঠে উক্ত দিবসে প্রথমে সিদ্ধিদাতার আরাধনা করে স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে শুক্লা পঞ্চমীর পূর্ণ তিথির সাথে পালিত হলো পলাশ প্রিয়া এবং পদ্ম-প্রিয়ার যুগ্ম মিলন উৎসব। উত্তর প্রদেশ তথা বারানসির এই বিশেষ পূজা যা হিন্দু শাস্ত্র মতে মাঘ মাসে হয়ে থাকে যার বিশেষ মহত্ব-হল বাগ-দেবীর অধিষ্ঠান। রাজ রাজেশ্বরী মাতার বিশেষ পূজা সুসম্পন্ন হল।

CHANGE OF NAME

I, SAHIDULLA MONDAL S/O LATE BADAL MANDAL MY NAME HAS BEEN RECOARDED IN MY PASSPORT AS SAHIDULLA MANDEL S/O MD BADAL MANDAL AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 9/01/2026 I SAHIDULLA MONDAL S/O BADAL MONDAL AND MD SAHIDULLA MANDAL S/O OF MD BADAL MANDAL BOTH ARE SAME PERSON P.O VILL SONATALA P. S NAKASHIPARA DIST NADIA

CHANGE OF NAME

I NUR NAHAR SEKH MY NAME HAS BEEN RECODED MY SON NABHIRUL SHAIKH BIRTH CERTIFICATE AS NOOR NIHAR BIBI, AFEIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 17-1-26 I NUR NAHAR SEKH AND NOOR NIHAR BIBI MY HUSBAND IJARUL SEKH AND IJARUL SHAIKH BOTH ARE SAME PERSON R/O VILL DURGAPUR P. O BANGALJHI P.S CHAPRA NADIA

রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে চেন্নাইতে মৃত মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৪ জানুয়ারি ঃ পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মুর্শিদাবাদের আরও এক পরিযায়ী শ্রমিকের। মৃত ওই পরিযায়ী শ্রমিকের নাম সামিরুল হক। ওই ব্যক্তির বাড়ি মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার অন্তর্গত খলিফাবাদ গ্রামে। শনিবার সকালে সামিরুলের প্রাণহীন দেহ তাঁর গ্রামের বাড়িতে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা গ্রামের বাসিন্দারা। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্যকে অকালে হারিয়ে দিশাহীন সামিরুলের স্ত্রী এবং তাঁর তিন নাবালক সন্তান। তবে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই মৃত সামিরুলের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বেশ কয়েক বছর ধরে 'লেবার কন্টাকটারের' অধীনে আবার কখনও একাই তামিলনাড়ুর বিভিন্ন এলাকায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন মুর্শিদাবাদের সামিরুল। সম্প্রতি চেন্নাই-এর কাছে আম্বাতুর নামে একটি এলাকায় বহুতল নির্মাণের কাজে জড়িত ছিলেন সামিরুল। গত বুধবার ওই বহুতলের পাঁচিল নির্মাণ করার সময় ১১০০০ ভোল্টের একটি বিদ্যুৎবাহী তারে হাত লেগে যায় সামিরুলের। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে তামিলনাড়ুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। সেখানেই পরে সামিরুলের মৃত্যু হয়। মৃতের পরিবারের এক সদস্য বলেন, সামিরুল যথেষ্ট পড়াশোনা করার পরও গ্রামে কোনও কাজ না পেয়ে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে রাজমিস্ত্রির কাজ করার জন্য চেন্নাইতে গিয়েছিল। সেখানে আম্বাতুর নামে একটি এলাকায় গত বেশ কয়েক মাস ধরে সে একটি বহুতল নির্মাণের কাজ করছিল। বুধবার ওই বহুতলে নির্মাণ কাজ করার সময় ১১০০০ ভোল্টেজের একটি বিদ্যুৎবাহী তারে সামিরুলের হাত লেগে যায়। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সামিরুলকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাঁকে ভর্তি নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। পরে অন্য একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময় সামিরুলের মৃত্যু হয়। সামিরুলের সঙ্গে কর্মরত এক পরিযায়ী শ্রমিক জানান, যে এলাকায় নির্মাণের কাজ চলছিল সেখানে একটি ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎবাহী তার থাকার কারণে অন্য শ্রমিকেরা সেখানে দেওয়ালের গাঁথনির কাজ করতে রাজি হচ্ছিল না। সামিরুলের কিছু টাকা আটকে থাকার কারণে সে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ওই নির্মাণস্থলে দেওয়াল তৈরির কাজ শুরু করে। ওই ব্যক্তি জানান, বুধবার সকাল ১১ টা নাগাদ ওই নির্মাণস্থলে একদিকের পাঁচিল তৈরি হওয়ার পর সামিরুল যখন আর একদিকে গাঁথনি তৈরি করতে যায় সেই সময় ওই বিদ্যুৎবাহী তারের খুব কাছাকাছি চলে আসে। এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয় সামিরুল। পরে চেন্নাইয়ের একটি হাসপাতালে সামিরুলের মৃত্যু হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সামিরুলের দাদা ও ভাই বর্তমানে খলিফাবাদ গ্রামেই পৃথকভাবে থাকেন। সামিরুলের বাড়িতে অসুস্থ বৃদ্ধ বাবা-মা রয়েছে। সামিরুলের পরিবারের সদস্যরা জানান, তিনি পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করলেও সন্তানরা যেন উচ্চশিক্ষিত হয় সেই কারণে সামিরুল নিজের তিন ছেলেমেয়েকে স্থানীয় বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে রাজমিস্ত্রির কাজ করে যে উপার্জন হতো সামিরুল তার বেশিরভাগটাই বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য। সামিরুলের অকাল মৃত্যুতে তাঁর সন্তানদের বেসরকারি স্কুলে পড়াশোনা অনিশ্চিত হয়ে পড়ল বলে মৃতের পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। লালগোলা তৃণমূল বিধায়ক মহম্মদ আলী বলেন, ইতিমধ্যেই আমরা গোটা ঘটনার খবর পেয়েছি। তৃণমূল কংগ্রেস মৃত ওই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের পাশে সর্বতোভাবে থাকবে।

সরস্বতী পুজোর আবহে হারিয়ে যাওয়া পেনের প্রদর্শনী, যার পোশাকি নাম 'কলম উৎসব'

অভিষেক দাস, মালদা, ২৪ জানুয়ারি ঃ সরস্বতী পুজোর আবহে হারিয়ে যাওয়া পেনের প্রদর্শনী। যার পোশাকি নাম 'কলম উৎসব'। শনিবার মালদার রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে আয়োজন করা হয় এই প্রদর্শনীর।

পেশায় গ্রন্থাগারিক সুবীর সাহা তাঁর কয়েক হাজার কলমের সম্ভার নিয়ে হাজির হন এই উৎসবে। যা দেখতে স্কুলে ছাত্র থেকে অভিভাবকদের ভিড় উপচে পড়ে। কলম উৎসবের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের তাপোহরানন্দ মহারাজ। হারিয়ে যাওয়া খাগের কলম, দোয়াত থেকে শুরু করে রাজআমলের রকমারি ও সুদৃশ্য নানা পেন চাক্ষুস করার সুযোগ এই কলম উৎসবে। সোনার প্রলেপ দেওয়া পেন, হাতির দাঁতযুক্ত পেন, ম্যাজিক পেন, বাঁশের পেন, খাগের কলম, দেশ-বিদেশের নামিদামি প্রায় সমস্ত পেন নজর কাড়ছে এই উৎসবে। প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে প্রাচীন আমল থেকে বর্তমান ডিজিটাল যুগ পর্যন্ত কলমের বিবর্তনকে। কলম উৎসবের অন্যতম আয়োজক সুবীর সাহা জানিয়েছেন, তাঁর সংগ্রহে রয়েছে দেশ-বিদেশের অন্তত পাঁচ হাজার কলম। তবে বর্তমান ডিজিটাল যুগে পেনের ব্যবহার কমায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। মালদা রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ তাপহরানন্দজী বলেন, এমন প্রদর্শনী সত্যিই অভিনব। যিনি এত বিপুলসংখ্যক পেন সংগ্রহ করেছেন তাঁর উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ছাত্র-ছাত্রীরা এসব দেখে উপকৃত হবে। একইসঙ্গে তাঁদের কলমের প্রতি যত্ন, আগ্রহ ও আকর্ষণ বাড়বে।

শিলিগুড়িতে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রস্তুতি তুঙ্গে, নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা শহর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি ঃ আগামী ২৬ জানুয়ারি ৭৭ তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি শিলিগুড়িতে এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। শনিবার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ময়দানে বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিনের মহড়ায় শৃঙ্খলা, তালমিল এবং দেশভক্তির এক অনন্য চিত্র ফুটে ওঠে। প্রতি বছরের মতো এবারও মূল প্রজাতন্ত্র দিবস অনুষ্ঠানের আগে এই বিশেষ মহড়ার আয়োজন করা হয়েছিল। এই কুচকাওয়াজে মোট ১৮টি দল অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে সশস্ত্র সীমা বলের (এসএসবি) একটি দল, ১৪ টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দল এবং শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের তিনটি বিশেষ দল ছিল। এদিন ময়দানে উপস্থিত থেকে পুরো কুচকাওয়াজ মহড়াটি পরিচালনা করেন শিলিগুড়ি পুলিশের এসিপি পদমর্যাদার এক আধিকারিক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আগামী ২৬ জানুয়ারি মূল অনুষ্ঠানে রিজার্ভ ইনস্পেক্টর তেনজিং লামা প্যারেড কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করবেন। সব মিলিয়ে প্রজাতন্ত্র দিবসের উদ্‌যাপন জাঁকজমকপূর্ণ ও স্মরণীয় করে তুলতে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের প্রস্তুতি এখন অন্তিম লগ্নে। গোটা শহরে প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তাও।

সুখবর, পরীক্ষামূলকভাবে চালু রিটার্ন কিউআর কোডেড পেপার টিকিট

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ঃ মেট্রো যাত্রীদের যাতায়াত আরও সহজ ও সময় সাশ্রয়ী করতে নতুন উদ্যোগ নিল কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে। শনিবার থেকে পরীক্ষামূলকভাবে মেট্রোর সমস্ত করিডরে চালু করা হয়েছে 'রিটার্ন কিউআর কোডেড পেপার টিকিট' ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার ফলে যাত্রীরা ফেরার পথে আলাদা করে মেট্রো কাউন্টার থেকে টিকিট কাটার ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবেন। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যাত্রীরা একবার টিকিট কেটে একই টিকিট ব্যবহার করে যাতায়াত করতে পারবেন। তবে শর্ত রয়েছে, রিটার্ন জার্নি অবশ্যই টিকিটে উল্লেখিত তারিখের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে। তাই যাত্রীদের টিকিটটি নিরাপদে সংরক্ষণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে। এই নতুন ব্যবস্থার ফলে স্টেশনে ভিড় কমবে এবং যাত্রীদের সময় বাঁচবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষ করে অফিসযাত্রী ও নিয়মিত যাত্রীদের ক্ষেত্রে এই সুবিধা অত্যন্ত উপযোগী হবে বলে মনে করছেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি যাত্রীদের চলাচলের গতি ও স্বাচ্ছন্দ্য আরও বাড়বে বলেও দাবি করা হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে চালু হওয়া এই পরিষেবার সাড়া কেমন হয়, তার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে স্থায়ীভাবে এই ব্যবস্থা চালু করা হবে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে মেট্রো সূত্রে জানা গেছে।

ভাগীরথী তীরবর্তী এলাকায় নদী ভাঙনে কৃষক ও বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৪ জানুয়ারি ঃ নদীয়া ও পূর্ব বর্ধমান সংলগ্ন ভাগীরথী তীরবর্তী এলাকায় হঠাৎ শুরু হওয়া নদী ভাঙনে স্থানীয় কৃষক ও বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। আগে মূলত বর্ষাকালেই নদী ভাঙনের ঘটনা ঘটলেও, এখন বছরের যেকোনও সময় আচমকা ভাঙন শুরু হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে একের পর এক ফসলি জমি নদীগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে এবং ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ছেন চাষীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি ভাগীরথী নদীর পাড় ভাঙতে শুরু করায় কয়েক বিঘা জমি ইতিমধ্যেই নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত হয়ে অসম্পূর্ণ ফসলই আগেভাগে তুলে নিচ্ছেন এলাকার কৃষকেরা। তাঁদের আশঙ্কা, যেকোনও মুহূর্তে আরও বড় অংশের জমি ভেঙে নদীতে চলে যেতে পারে। এদিন এলাকার এক চাষী জানান, হঠাৎ করেই আমার শাক আলু চাষ করা জমি নদীগর্ভে চলে গেছে। চোখের সামনে সব শেষ হয়ে গেল। এখন যে সামান্য জমি বেঁচে আছে, সেখানকার সব শাক আলু দ্রুত তুলে ফেলছি, নাহলে সেটাও চলে যাবে। তাঁর মতো আরও বহু কৃষক একই আতঙ্কে ভুগছেন। অন্য কৃষকদের অভিযোগ, কিছুদিন আগেই নদীর পাড় বাঁধানো হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই বাঁধের কাজ মানসম্মত হয়নি। তার ফলে আবার নতুন করে ভাঙন শুরু হয়েছে। তাঁদের দাবি, দ্রুত শক্তপোক্তভাবে নদী বাঁধ সংস্কার না করলে আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে। নদী ভাঙনের ফলে শুধু চাষের জমিই নয়, এলাকার মানুষের জীবন ও জীবিকাও চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। অবিলম্বে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও স্থায়ী নদী তীর রক্ষা ব্যবস্থার দাবি তুলেছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

উদ্ধার ব্যবসায়ীর রক্তাক্ত দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২৪ জানুয়ারি ঃ আসানসোলের রাস্তা থেকে উদ্ধার হল এক ব্যবসায়ীর রক্তাক্ত দেহ। নিহতের নাম মহম্মদ সাবরুদ্দিন। ৪৭ বছরের ওই লোহা ব্যবসায়ীর দেহটি পাওয়া যায় বাড়ির সামনে থেকে। শনিবার ভোরের নমাজ পড়তে যাওয়ার সময়ে তাঁর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। হীরাপুর থানার পুলিশ দেহটি জেলা হাসপাতালে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ একটি পিস্তল উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে। তবে তাঁর মৃত্যু গুলি লেগেই হয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। শনিবার সকাল ৬টা নাগাদ আসানসোলের ৮০ নম্বর ওয়ার্ড করিম ডাঙালে দেহটি মিলেছে। সবরুদ্দিনের লোহার গ্রিল কারখানা রয়েছে। পাশাপাশি, স্থানীয় মাদ্রাসার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। স্থানীয়দের কারও কারও দাবি, তাঁকে গুলি করা হয়েছে। আবার কেউ মনে করছেন, তিনি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বোলপুর পুষ্পমেলা

দেবশ্রী মজুমদার, বোলপুর, ২৪ জানুয়ারি ঃ পুষ্প আপনার জন্যে ফোটে না। পরের জন্য হৃদয় - কুসুমকে প্রস্ফুটিত করতে কয়েকজনের উদ্যোগে বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে পুষ্প মেলায় ফুলের প্রতিযোগিতার বাসর বসে, বলে জানান বীরভূম বনবাণী চেতনা উদ্যোগের সভাপতি তথা এই মেলার আয়োজক দীনবন্ধু সিংহ। পায়ে পায়ে ২১ বছরে পড়লো এই পুষ্প মেলা। শনিবার চব্বিশে জানুয়ারি একবিংশতিতম মেলার শুভ উদ্বোধন হয়। মেলা চলবে ছাব্বিশে জানুয়ারি পর্যন্ত। উদ্বোধন করেন এস আর ডি এ চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রফিকুল হাসান, , স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি চন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাথমিক স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রলয় নায়েক প্রমুখ। মেলা খোলা থাকবে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫.৩০ পর্যন্ত। স্কুল পড়ুয়া থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের আবৃত্তি ও নৃত্যগীত পরিবেশনায় মেতে ওঠে পুষ্প মেলা। বেশ কিছু ফুল গাছ এই প্রতিযোগিতা প্রদর্শনীতে স্থান লাভ করে। তার মধ্যে বনসাই, পাতাবাহার, ফলের গাছও আছে। সারা বছর ধরে উদ্যান পালন বিদ্যা প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে চলে এই বার্ষিক পুষ্প মেলার প্রস্তুতি। অনুব্রত মণ্ডল বলেন, বীরভূম বনবাণী চেতনা উদ্যোগ ও তার সর্বাধিনায়কে ধন্যাবাদ জানাই। কারণ দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা মানুষকে আনন্দ দান করে আসছেন। মানুষের মাঝে চেতনা নিয়ে এসেছেন। আমি প্রথমবার এসেছিলাম বোলপুর ডাকবাংলো মাঠে। সেখানে তখন আমার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। ফুলের কাছে দু'দণ্ড দাঁড়ালে মন ভালো হয়ে যায়। আমি বলবো, জায়গা না থাকলে বাড়ির ছাদে গাছ লাগান। আমার মেয়ে ফুল গাছ লাগাতে ভালো বাসে। বাড়িতে একটি ছোট্ট বাগান আছে। স্কুলে সপ্তাহে একদুদিন ফুল গাছ রোপন ও পরিচর্যা নিয়ে ক্লাস করার পরিকল্পনা স্কুল নিয়ে থাকলে খুব ভালো হবে। মেলার আয়োজক দীনবন্ধু সিংহ বলেন, খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে এই মেলার আযজেন করা হয়েছে। তাই অন্যবারের থেকে গাছ কম এসেছে। সাধারণত জানুয়ারির ১০ তারিখের মধ্যে এই মেলার আয়োজন করে থাকি। জায়গার অভাবে সেটা সম্ভব হয় নি। শেষ পর্যন্ত বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয় জায়গা দেওয়ায় এই মেলার আয়োজন করা সম্ভব হয়। আগামিতে এই স্কুলে সুন্দর ভাবে গুছিয়ে আরও সুন্দর ফুলের মেলা হবে। আমরা ছাত্রদের প্রতিযোগিতায় উৎসাহিত করতে ফুল চাষের ট্রেনিংয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছি। সেটি গৃহীত হলে খুব ভালো হবে।

বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি শহর এবং সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় বিজেপির এই পরিবর্তন সংকল্প সভা থেকে শাসকদলকে তীব্র আক্রমণের পাশাপাশি এস আই আর এর নিয়েও আলোকপাত করেন। জলপাইগুড়ি মন্ডল ১ এর উদ্যোগে পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ড দিশারী মোড় সংলগ্ন এলাকায় এক পথ সভার মধ্য দিয়ে জনসমক্ষে শাসক তৃণমূল নেতাদের দুর্নীতি তুলে ধরেন বিজেপি নেতৃত্বে।

বিবাহযোগ্য মেয়েদের দেওয়া হবে ২ লাখ! ভোটের আগেই বড় ঘোষণা মিমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৪ জানুয়ারি ঃ দরজায় কড়া নাড়ছে বিধানসভা নির্বাচন। এবার হাইভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচনে অন্যতম নজর টানতে চলেছে মিম। শোনা যাচ্ছে, এবার ভোটে বাংলায় ১০০-র বেশি আসনে প্রার্থী দিতে পারে মিম। এককভাবেই কি ভোটে লড়বে মিম নাকি জোট বেঁধে? সেই প্রশ্নের এখনও কোনও স্পষ্ট উত্তর মেলেনি। তবে এই প্রসঙ্গে মিমের উত্তর জোনের সভাপতি মতিউর রহমান 'বড় কথা' বললেন। তৃণমূল ও বিজেপি ছাড়া সকল রাজনৈতিক দলকেই জোটে করার আহ্বান মিমের। মালদার চাঁচলে দলের কর্মী সভায় একথা বলেন মিম দলের উত্তর জোনের সভাপতি মতিউর রহমান। তিনি বলেন, তৃণমূল ও বিজেপি একই দল। দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে, বাংলার স্বার্থে এক হওয়ার জন্য যদি সকলে এগিয়ে আসে ও তাদের যথাযথ আসন দেওয়া হয়, তবে জোট করতে কোনও আপত্তি নেই। আসন্ন বিধানসভাতে ১০০-র বেশি আসনে লড়াই করতে চায় তারা। মিমের মালদা জেলার সভাপতি রেজাউল করিম দাবি করেন, প্রতিদিন তাদের সংগঠন শক্তিশালী হচ্ছে। মালদার ১২টি বিধানসভার মধ্যে ৮ থেকে ১০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে মিম। চাঁচলের তৃণমূল বিধায়ককে পরাস্ত করবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি। আর তারই রণকৌশল নির্ধারণের জন্য চাঁচলে মিমের তরফে কর্মী বৈঠক আয়োজন করা হয়েছিল। যদিও চাঁচল বিধানসভার তৃণমূলের বিধায়ক নীহার রঞ্জন ঘোষের দাবি, বাজার গরম করার জন্য এমন কথা বলা হচ্ছে। বাংলা বা চাঁচলের বাসিন্দারা মিম দলকেই চেনেন না। মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের কর্মকাণ্ডের উপর মানুষের আস্থা আছে। তাই তৃণমূল-ই জিতবে। বিজেপিকে সুবিধা করতে মিম ও অন্যান্য দল এই বাংলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আসছে। ওদিকে বিজেপির মালদার উত্তর সাংগঠনিক সভাপতি প্রতাপ সিংহ বলেন, সংখ্যালঘুরা তৃণমূল শাসনে বঞ্চিত। তাই বিকল্প পথ খুঁজছে। তৃণমূল যে শুধু ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে সংখ্যালঘুদের ব্যবহার করেছে, আজ সংখ্যালঘুরা তা বুঝতে পেরেছে। তাই তৃণমূলের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। এদিকে মিমের দাবি, ক্ষমতায় আসলে রাজ্য সরকারের রূপশ্রী প্রকল্পের অনুদান ২ লক্ষ টাকা করা হবে। চাঁচলের কর্মী সভায় এমনই ঘোষনা করলেন দলের মালদা জেলার সাধারণ সম্পাদক এমডি কাবির। তোপ দাগেন, তৃণমূল সরকার প্রকল্পের নামে ভিক্ষা দিচ্ছে। তা পেতে দিতে হয় কাটমানি। তারা ক্ষমতায় এলে কোনও কাটমানি লাগবে না। পশ্চিমবাংলায় হায়দরাবাদ মডেল তৈরি করবেন। বিবাহযোগ্য মেয়েদের উপযুক্ত প্রমাণপত্র জমা দিলে ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। এমডি কাবির আরও দাবি করেন, তৃণমূল ও বিজেপি সেটিং রয়েছে। তৃণমূল শাসনে বঞ্চিত হয়েছেন সংখ্যালঘুরা। শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান সব ক্ষেত্রে ব্যর্থ তৃণমূল সরকার। তোপ দাগেন, এসআইআর থেকে ওয়াকফ বিল সবই বিজেপির নির্দেশে কার্যকর করছে তৃণমূল সরকার। শুধু তাই নয়, বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকেরা আক্রান্ত হচ্ছেন। সবই বিজেপি ও তৃণমূলের ষ।যন্ত্র বলে দাবি মিমের জেলা সম্পাদকের। তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা চাঁচল বিধায়ক নীহার রঞ্জন ঘোষ মিমের এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন। জানান এমন ভাষা কোনও রাজনৈতিক ভাষা নয়। যারা রাজনীতির ভাষা জানে না, তারা বলছে ২ থেকে ৫ লক্ষ করে টাকা দেবে! এইসব ভোটের আগে বাজার গরম করার চেষ্টা। বিজেপিকে সুবিধা করতে এই ষড়যন্ত্র । তবে তা সফল হবে না।

বলাগড়ে বার্জ টার্মিনাল চালু হলে আশপাশে অনেক গুদামঘর, নতুন কল-করাখানা, হোটেল, বাজার গড়ে উঠবেঃ কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৪ জানুয়ারি ঃ বলাগড়ে বার্জ টার্মিনাল পুরোদমে চালু হলে তার আশপাশে অনেক গুদামঘর, নতুন কল-করাখানা, হোটেল, বাজার গড়ে উঠবে। তাতে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে। বদলে যাবে এলাকার অর্থনীতি। বন্দরের কর্তারা জানাচ্ছেন, এর ফলে একদিকে যেমন কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের উপরে চাপ কিছুটা লাঘব হবে, তেমনি কলকাতা ও হাওড়ার রাস্তায় পণ্যবাহী লরি ও ট্রাকের দাপট কমবে। সেই সঙ্গে কমবে পণ্য পরিবহণের খরচ।হুগলি নদী জলপথে পণ্য পরিবহণ বাড়াতে বলাগড়ে প্রায় ১০০ একর জমির উপরে অত্যাধুনিক মানের বার্জ টার্মিনাল তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ। পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী দিনে পণ্যবাহী বার্ড ও ছোট জাহাজ হুগলি নদী দিয়ে সোজা পৌঁছে যাবে বলাগড় টার্মিনালে। সেখান থেকে কিছুটা পথ পেরিয়ে জাতীয় সড়ক ধরে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে যাবে পণ্যবাহী গাড়ি। কয়েক দিন আগেই হুগলির সিঙ্গুরের গোপালনগরে সভ্য করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অনেকে ভেবেছিলেন, সেই সভা থেকেই হয়তো প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গুরে শিল্প ফেরানোর ব্যাপারে কোনও বার্তা দিতে পারেন। সেই আশা পূরণ না হলেও একই মঞ্চ থেকে বলাগড়ে প্রস্তাবিত বার্জ টার্মিনালের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছেন মোদী। তাকে ঘিরে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন হুগলি জেলার মানুষ। বন্দর সূত্রে জানা গেছে, বলাগড়ে প্রস্তাবিত বার্জ টার্মিনাল থেকে বছরে মোট ২.৭ মিলিয়ন টন কার্গো ওঠানামা করবে। তার মধ্যে ১.৯ মিলিয়ন টন পণ্যবোঝাই কন্টেনার। বলাগড় টার্মিনাল দিয়ে মূলত কয়লা, ডাল, মটর এবং সারের মতো পণ্য আসা যাওয়া করবে। হুগলির যে নেভিগেশন চ্যানেল দিয়ে বলাগড়ে টার্মিনালে পৌঁছতে হবে, সেখানে জলের গভীরতা (ড্রাফট) প্রায় তিন মিটার। সেখানে তিন হাজার ডেড ওয়েট টন (ডিব্লুটি) বার্জ নোঙর করতে পারবে। বার্জ টার্মিনালের জন্য জমিরও কোনও অভাব নেই এখানে। শুধু বলাগড় দ্বীপেই প্রায় ৯০০ একর জমি পড়ে রয়েছে। তার মধ্যে বন্দরের হাতে রয়েছে ৩০৮.৭৫ একর জমি। বলাগড় বার্জ টার্মিনালকে ৬ নম্বর রাজ্য সড়ক তথা অসম লিঙ্ক রোডের সঙ্গে যুক্ত করতে তৈরি হবে নতুন রাস্তা। তার জন্য ইতিমধ্যেই টেন্ডার ডাকার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এছাড়াও বানানো হবে রোড ওভারব্রিজ। এর ফলে বড় বড় পণ্যবাহী লরি ও কন্টেনার সহজেই সেখানে যাওয়া-আসা করতে পারবে। প্রাথমিক ভাবে ঠিক হয়েছে, মোট দু'টি পর্যায়ে পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) মডেলে এই প্রকল্প রূপায়িত হবে। সবমিলিয়ে খরচ হবে আনুমানিক ৪৯৯ কোটি টাকা। রোড ওভারব্রিজ বানানোর জন্য আরও প্রায় ৩০-৩২ কোটি টাকা লাগবে। তার কিছুটা খরচ বহন করবে ইনল্যান্ড ওয়াটার ওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। টার্মিনালের জন্য বার্থ, কার্গো হ্যান্ডলিং সরঞ্জাম, কার্গো রাখার জন্য স্টোরেজ স্থাপন ইত্যাদি পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বেরকারি সংস্থাকেই বিনিয়োগ করতে হবে। সেই সংস্থা বাছাইয়ের জন্য খুব শিগগির টেন্ডার ডাকা হবে। হুগলির বিজেপি নেতা তথা দলের রাজ্য সম্পাদক স্বপন পাল বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী কেন সিঙ্গুরে শিল্প স্থাপনের বার্তা দেননি, তা নিয়ে মিডিয়ায় বেশি হইচই হচ্ছে, কিন্তু বলাগড়ের বার্জ টার্মিনাল নিয়ে খুব একটা আলোচনা হচ্ছে না। বলাগড়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে বার্জ টার্মিনাল বানাচ্ছে, তাতে গোটা হুগলি জেলার অর্থনীতি বদলে যাবে। প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। সিঙ্গুরে ন্যানো গাড়ির কারখানা হলে যা না লোক কাজ পেত, তার থেকেও এখানে বেশি লোক কাজ পাবেন।' রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'কেন্দ্রের সরকার গত ১১ বছর ধরে বাংলাকে বঞ্চনা করে আসছে। ভোট এলেই বিভিন্ন প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয় না। এ বারেও তিনি সিঙ্গুর তথা রাজ্যবাসীকে হতাশ করেছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গুরের সভা থেকে উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরবেন।' রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী তথা হুগলির তৃণমূল নেতা বেচারাম মান্নার কটাক্ষ, 'বাংলায় ভোট এলেই বিজেপি লোক দেখানো প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু সেটা কোনও দিনই আলোর মুখ দেখে না। কলকাতা বন্দরই ঠিকমতো চলছে না, আর বলাগড়ে কী হবে, সে তো ভবিষ্যতের ব্যাপার। আগে হোক, তারপরে দেখা যাবে।'

স্ত্রী খুনের অভিযোগে ধারালো অস্ত্র নিয়ে থানায় আত্মসমর্পণ স্বামীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধূপগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি ঃ ধূপগুড়ি শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের রায়পাড়া এলাকায় শনিবার সকালে স্ত্রী খুনের ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। অভিযোগ, স্ত্রীকে খুন করার পর ধারালো অস্ত্র হাতে ধূপগুড়ি থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন স্বামী। মৃতার নাম সোমা রায় বর্মন (৩২)। অভিযুক্ত স্বামী শ্রীকান্ত রায় পেশায় ভিন রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, দীর্ঘদিন বাইরে কাজ করার সুযোগে সোমার সঙ্গে স্থানীয় এক যুবকের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে বলে অভিযোগ। সম্প্রতি বাড়ি ফিরে বিষয়টি জানতে পারেন শ্রীকান্ত। পারিবারিক অশান্তির মধ্যেই প্রায় এক সপ্তাহ আগে স্ত্রীকে ওই যুবকের বাড়িতে পাঠানো হয় বলে দাবি করা হয়েছে। শনিবার ভোরে অভিযুক্ত শ্রীকান্ত ওই বাড়িতে পৌঁছান। সেখানেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রীকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে ঘটনার পরই অভিযুক্ত শ্রীকান্ত রায় ধূপগুড়ি থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। পুলিশ তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। ঘটনার নেপথ্যে প্রকৃত কারণ ও সম্পূর্ণ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ইতিহাস ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে এক নতুন অধ্যায়, রাজবাড়ির আদলে স্টেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি ঃ মার্চের প্রথম সপ্তাহেই জলপাইগুড়িবাসী পেতে পারে দুর্দান্ত চমক! পাল্টে যাচ্ছে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের চেহারা। কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবন উদ্বোধন, বন্দে ভারতের জলপাইগুড়িতে স্টপেজের পর এবার রাজকীয় আদলে রেলস্টেশন. সব মিলিয়ে ক্রমেই বাড়ছে শহরবাসীর উচ্ছ্বাস।

জলপাইগুড়ি শহরের ইতিহাস ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় এই রেলস্টেশনের নয়া রূপের কাজ প্রায় শেষের পথে। বিধানসভা ভোটের আগেই আগামী মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে যাত্রীদের জন্য চালু হয়ে যেতে পারে বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ির আদলে সাজানো জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের নতুন ভবন। শুধু তাই নয়, কামাক্ষ্যা- হাওড়া রুটের বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের স্টপেজও পেতে চলেছে এই রোড স্টেশন। স্বাভাবিকভাবেই যাত্রীদের মধ্যে খুশির হাওয়া। ইতিমধ্যেই স্টেশনে ঢোকার রাস্তা চওড়া করার কাজ অনেকটাই সম্পন্ন হয়েছে। বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ির আদলে তৈরি হচ্ছে সুবিশাল গেট, যা চোখে পড়ার মতো আকর্ষণ হয়ে উঠবে। স্টেশনের সামনে ছোট ও বড় গাড়ির জন্য আলাদা পার্কিং ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে। যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখেই স্টেশনের ভিতর আধুনিক বসার জায়গা, সবুজে ঘেরা ছোট পার্ক, ক্যান্টিন ও বাতানুকূল ওয়েটিং রুমের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পাশাপাশি মায়েদের জন্য থাকছে আলাদা ' ফিডিং' রুম- যা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। এছাড়া পুরনো ফ্লাইওভার ভেঙে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে নতুন আধুনিক ফ্লাইওভার, ফলে যান চলাচলও হবে আরও মসৃণ। জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় জানান, দ্রুতই কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে মার্চেই নয়া স্টেশন ভবনের উদ্বোধন হতে পারে। শুধু যাতায়াত নয়, এই নয়া স্টেশনে ইতিহাসকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। জলপাইগুড়িতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও মহাত্মা গান্ধীর আগমনের স্মৃতি এবং শহরের গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরতে তৈরি হচ্ছে একটি ছোট মিউজিয়াম। নতুন এই রূপে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন যে শহরের গর্ব হয়ে উঠবে, তা বলাই বাহুল্য।

হাতির তাণ্ডবে ভাঙল বাড়ি ও দোকান, আতঙ্কে এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৪ জানুয়ারি ঃ ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের চুনপাড়া দুধকুন্ডি এলাকায় শনিবার ভোরে ব্যাপক হাতির তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় গোটা গ্রাম। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ১০ থেকে ১২টি হাতির একটি দল আচমকাই গ্রামে ঢুকে পড়ে দীর্ঘ সময় ধরে তাণ্ডব চালায়। হাতির হামলায় একের পর এক বসতবাড়ি ভেঙে পড়ে। গ্রাম সংলগ্ন একটি দোকানেও ব্যাপক ভাঙচুর চালায় হাতির দল। আচমকা এই হামলায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। প্রাণ বাঁচাতে বহু পরিবার রাতের অন্ধকারে ঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পালাতে বাধ্য হন। সারারাত চরম আতঙ্কের মধ্যে কাটে গ্রামবাসীদের। শুধু বসতবাড়ি নয়, হাতির তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে চাষের জমিতেও। ধানসহ বিভিন্ন ফসলের জমি সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে বলে অভিযোগ কৃষকদের। ফলে বহু পরিবার কার্যত সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন। এদিকে ঘটনার পর শনিবার বনদপ্তরের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, হাতির আগমনের বিষয়ে আগাম কোনও সতর্কতা দেওয়া হয়নি। পাশাপাশি ঘটনার সময় বনদপ্তরের কর্মীদের তৎপরতাও চোখে পড়েনি, যার ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বেড়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক এবং ভবিষ্যতে হাতির হানা রুখতে স্থায়ী ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করুক প্রশাসন।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার এক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৪ জানুয়ারি ঃ আবার বড়সড় সাফল্য পেল জয়নগর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি সমরেশ ঘোষের নির্দেশে পুলিশের বিশেষ টিম শুক্রবার রাতে জয়নগর থানার বামুনগাছি পঞ্চায়েতের কামারিয়া লস্কর পাড়ার হজরত লস্করের (৩৬) বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ হজরত লস্করকে গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র। পুলিশের অনুমান, অস্ত্রটি অপরাধমূলক কাজে ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল তার। অস্ত্র সহ তাকে গ্রেফতার করে ওইদিন রাতেই জয়নগর থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে আর্মস অ্যাক্টে মামলা রুজু করা হয়েছে। শনিবার তাকে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। এই ঘটনার সূত্র ধরে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী অফিসারের দল।

LODNA GRAM PANCHAYAT
KAPSIT :: PURBA BURDWAN
(Under Khandaghosh Panchayat Samity)

e-tender are invited by the Prodhan, Lodna GP Panchayat from bonafied and experience contractors for INSTALLATION OF SOLAR SUB EMARSIBBLE PUMP WITH OVER HEAD TANK UNDER LODNA GP from 15TH CFC(TIED) Fund 2025-2026. Vide NIT Memo No-LGP/726/15TH CFC (TIED), Date-24/01/2026, For further details please visit **http://wbtendar.gov.in** portal.

Sd/-
Prodhan
LODNA Gram Panchayat

Brajarajpur GP Under indpur Block Mudunia Gunnath Bankura Pin-722121

Notice Inviting e-Tender
(Corrigendum Notice)

NieT-09/25-26 (APAS), Memo No-14/Braja/2026, Date-09/01/2026 Last date of Submission **03.02.2026 (3p.m) Tender Id-2026_ZPHD_986405**
NIeT-10/25-26(XVFC), Memo No-60/Braja/2026, Date 16/01/2026 Last date of Submission **03.02.2026(3p.m) Tender Id-2026_ZPHD_990531**

Pradhan, Brajarajpur GP, Indpur Block, Inviting e-Tender of

Raghunathpur Gram Panchayat
P.o- Baga, Dist- Bankura

The Pradhan, Raghunathpur Gram Panchayat hereby invites sealed e-Tenders from the resourceful and experienced bidders for the execution of work(s) of the following e-NITs, **e-NIT No. 24/APAS/ OF 2025-26**, Dated : 21/01/2026. All informations available **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Raghunathpur Gram Panchayat

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092

Corrigendum Notice
E-Tender
E-Tender no.: WBMAD/C/HCM/Eng/ NIT2/1e/26
Tender ID: 2026_MAD_986286_ 5, 6, 32
Extension of Bid Submission time for the work

Regarding above mentioned tender Bid submission closing date has been extended to **03-02- 2026** instead of 24 - 01- 2026 and Bid opening date for Technical Proposals (Online) has been extended to **05-02-2026 instead of 27- 01- 2026** due to some official reasons and all conditions will remain unaltered.

Sd/- Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতের মহিলা টেস্ট দলে প্রথম ডাক প্রতিকা, বৈষ্ণবী শর্মা ও ক্রান্তির

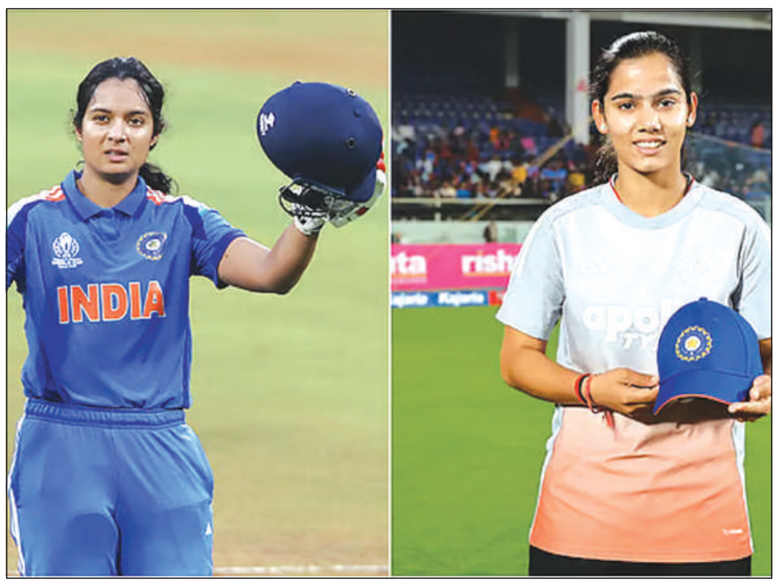

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৪ জানুয়ারি ঃ অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ভারতীয় মহিলা টেস্ট দল ঘোষণা হতেই আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এল তিনটি নতুন নাম-প্রতিকা রাওয়াল, বৈষ্ণবী শর্মা এবং ক্রান্তি গৌড়। এই তিন ক্রিকেটারের জন্য এটি শুধুমাত্র জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার মুহূর্ত নয়, বরং দীর্ঘ পরিশ্রম ও ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি। শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের মতো কঠিন চ্যালেঞ্জে তাঁদের অন্তর্ভুক্তি ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটে ভবিষ্যতের দিকনির্দেশও স্পষ্ট করে দিচ্ছে। প্রতিকা রাওয়াল ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজের ব্যাটিং দক্ষতার জন্য ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছেন। দীর্ঘ ইনিংস খেলার ক্ষমতা, ধৈর্য এবং টেকনিক্যাল দৃঢ়তা তাঁকে টেস্ট ফরম্যাটের উপযোগী ব্যাটার হিসেবে তুলে ধরেছে। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটে যেখানে টেস্ট ম্যাচের সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম, সেখানে প্রতিকার মতো ব্যাটারদের প্রস্তুত রাখা দলের ভারসাম্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচকরা মনে করছেন, অস্ট্রেলিয়ার পেস ও বাউন্স সামলানোর ক্ষেত্রে প্রতিকার মানসিক দৃঢ়তা বড় ভূমিকা নিতে পারে। বৈষ্ণবী শর্মার অভিষেক ডাক এসেছে তাঁর অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে। ব্যাট হাতে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রান করা এবং বল হাতে ধারাবাহিক লাইন-লেংথ বজায় রাখা-এই দুই গুণই তাঁকে আলাদা করেছে। ঘরোয়া লাল বলের ক্রিকেটে বৈষ্ণবীর নিয়মিত পারফরম্যান্স প্রমাণ করেছে, তিনি দীর্ঘ স্পেলে বোলিং করতে যেমন স্বচ্ছন্দ, তেমনই প্রয়োজনে ইনিংস গড়ে তুলতেও পারেন। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এই ধরনের অলরাউন্ডার দলের জন্য বাড়তি শক্তি হয়ে উঠতে পারেন। ক্রান্তি গৌড়ের দলে অন্তর্ভুক্তি ভারতীয় মহিলা পেস আক্রমণের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার দিকেও ইঙ্গিত দিচ্ছে। তরুণ এই পেসার তাঁর গতি, সুইং এবং আক্রমণাত্মক মানসিকতার জন্য নির্বাচকদের নজর কেড়েছেন। টেস্ট ক্রিকেটে যেখানে ধৈর্য ও ধারাবাহিকতা সবচেয়ে বড় অস্ত্র, সেখানে ক্রান্তির মতো বোলারদের সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে প্রতিপক্ষ ব্যাটিং লাইনআপকে চাপে রাখা সম্ভব। অস্ট্রেলিয়ার শক্তিশালী ব্যাটিং অর্ডারের বিরুদ্ধে ক্রান্তির এই আগ্রাসন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এই তিন নতুন মুখের অন্তর্ভুক্তি ভারতীয় মহিলা টেস্ট দলের রূপান্তরের ইঙ্গিত দিচ্ছে। অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের পাশাপাশি তরুণদের সুযোগ দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য দল গড়ার পরিকল্পনা স্পষ্ট। নির্বাচকরা জানেন, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচ মানেই শারীরিক ও মানসিকভাবে কঠিন পরীক্ষা। সেই কারণেই এমন ক্রিকেটারদের বেছে নেওয়া হয়েছে, যাঁরা দীর্ঘ সময় মাঠে টিকে থাকার মানসিকতা রাখেন। ভারতীয় মহিলা দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সে লাল বলের ক্রিকেটে আরও স্থিতিশীলতা আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রতিকা, বৈষ্ণবী ও ক্রান্তির মতো ক্রিকেটারদের অন্তর্ভুক্তি শুধুই পরীক্ষামূলক নয়, বরং ভবিষ্যতের ভিত্তি গড়ার প্রয়াস। তাঁরা যদি সুযোগ পেয়ে নিজেদের প্রমাণ করতে পারেন, তবে ভারতীয় মহিলা টেস্ট ক্রিকেটে নতুন অধ্যায় শুরু হতে পারে। অস্ট্রেলিয়া সফর মানেই কঠিন কন্ডিশন, দ্রুত পিচ এবং প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ। নতুনদের জন্য এটি যেমন কঠিন, তেমনই নিজেদের প্রমাণ করার সুবর্ণ সুযোগ। প্রতিকা রাওয়াল, বৈষ্ণবী শর্মা ও ক্রান্তি গৌড়ের কাছে এই সফর হতে পারে ক্যারিয়ার গড়ার মাইলফলক। তাঁদের পারফরম্যান্সের উপর নির্ভর করবে ভবিষ্যতে ভারতীয় মহিলা দলের কম্বিনেশন ও কৌশল। সব মিলিয়ে, এই দল নির্বাচন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের গভীরতা ও প্রতিভার ভাণ্ডারকেই তুলে ধরছে। অস্ট্রেলিয়া সফরের কঠিন পরীক্ষায় নতুন মুখদের উপর আস্থা রেখে ভারত যে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে, তা এই দল ঘোষণাতেই স্পষ্ট। এখন দেখার, লাল বলের মঞ্চে এই তিন নতুন ক্রিকেটার কীভাবে নিজেদের নাম উজ্জ্বল করেন।

বাংলাদেশের দরজা বন্ধ করল আইসিসি, বদলি হিসেবে স্কটল্যান্ড

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ঃ ২০২৬ সালের আইসিসি পুরুষদের টি-২০ বিশ্বকাপকে ঘিরে বিশ্ব ক্রিকেটে শুরু হয়ে গেল তীব্র বিতর্ক। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল এক ঐতিহাসিক ও কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশকে আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিয়েছে। বাংলাদেশের পরিবর্তে টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার ছাড়পত্র পেয়েছে স্কটল্যান্ড। আইসিসির এই সিদ্ধান্ত শুধু একটি দল পরিবর্তনের ঘটনা নয়, বরং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট রাজনীতির জটিল সমীকরণ ও বোর্ড পর্যায়ের সিদ্ধান্তের গুরুতর পরিণতির প্রতিফলন হিসেবেই দেখা হচ্ছে। আইসিসি সূত্রে জানা গিয়েছে, টুর্নামেন্ট সংক্রান্ত নির্ধারিত শর্ত ও সূচি মানতে অস্বীকার করায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ নির্দিষ্ট ভেন্যু ও সূচি অনুযায়ী আয়োজন করার বিষয়ে আইসিসি আগেই স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছিল। তবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড নিরাপত্তা ও অন্যান্য কারণ দেখিয়ে নির্দিষ্ট ভেন্যুতে খেলতে অনীহা প্রকাশ করে। দীর্ঘ আলোচনা ও একাধিক বৈঠকের পরেও কোনও সমাধান সূত্র বের না হওয়ায় আইসিসি শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়েছিল। আইসিসির বিভিন্ন স্তরে বিষয়টি আলোচিত হলেও বোর্ডের তরফে চূড়ান্ত সম্মতি না মেলায় আবেদন গ্রহণ করা হয়নি। ফলে বাংলাদেশের টি-২০ বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন কার্যত শেষ হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পূর্ণ সদস্য দেশ হওয়া সত্ত্বেও এমন পরিণতি বাংলাদেশের জন্য বড় ধাক্কা বলেই মনে করছেন ক্রিকেট বিশ্লেষকরা। এই সিদ্ধান্তের ফলে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের। দীর্ঘ প্রস্তুতি, পরিকল্পনা এবং বিশ্বকাপকে সামনে রেখে গড়ে ওঠা কৌশল এক মুহূর্তে ভেস্তে গেল। বহু ক্রিকেটারের কাছে টি-২০ বিশ্বকাপ ছিল নিজের দক্ষতা প্রমাণ করার মঞ্চ। দলের অভিজ্ঞ ও তরুণ ক্রিকেটারদের মধ্যে এই খবর ঘিরে হতাশা ও ক্ষোভ স্পষ্ট। দেশের ক্রিকেট মহলেও প্রশ্ন উঠছে, বোর্ডের প্রশাসনিক অবস্থানের মাশুল কি শেষ পর্যন্ত খেলোয়াড়দেরই দিতে হল। বাংলাদেশের জায়গায় স্কটল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত আইসিসির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার দিকটিও তুলে ধরেছে। সহযোগী দেশগুলিকে বড় মঞ্চে আরও সুযোগ করে দেওয়ার নীতির সঙ্গেই এই সিদ্ধান্তকে যুক্ত করে দেখছেন অনেকে। স্কটল্যান্ড সাম্প্রতিক বছরগুলোতে টি-২০ ক্রিকেটে ধারাবাহিক উন্নতি করেছে এবং আইসিসির বিভিন্ন যোগ্যতা পর্বে তারা নিজেদের প্রমাণও দিয়েছে। ফলে প্রস্তুত দল হিসেবেই স্কটল্যান্ডকে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। স্কটল্যান্ড শিবিরে এই খবরে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বাস। হঠাৎ করেই বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে খেলার সুযোগ পাওয়া তাদের ক্রিকেট ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। দল গঠনের প্রস্তুতি, পরিকল্পনা এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা-সব কিছুই নতুন করে সাজাতে হচ্ছে স্কটল্যান্ডকে। তবে ক্রিকেটবিশ্বের বড় অংশ মনে করছে, এই সুযোগ স্কটল্যান্ডের ক্রিকেট উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। বাংলাদেশের অনুপস্থিতি বিশ্বকাপের প্রতিযোগিতামূলক চিত্রেও প্রভাব ফেলবে। টি-২০ ফরম্যাটে বাংলাদেশ বহুবার অঘটন ঘটিয়ে বড় দলকে চাপে ফেলেছে। তাদের ছাড়া টুর্নামেন্ট কিছুটা হলেও ভিন্ন রূপ নেবে। একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠছে আইসিসির ভূমিকা নিয়ে-নিয়মের কঠোর প্রয়োগ কতটা ন্যায়সঙ্গত এবং আলোচনার আরও সুযোগ থাকা উচিত ছিল কি না। এই ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বোর্ড পর্যায়ের সিদ্ধান্ত কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং তার প্রভাব কত দূর পর্যন্ত যেতে পারে। প্রশাসনিক অনড় অবস্থান শেষ পর্যন্ত একটি দেশের বিশ্বকাপ স্বপ্ন শেষ করে দিতে পারে, এই বাস্তবতাই নতুন করে সামনে এল। বাংলাদেশের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় এই ঘটনা দীর্ঘদিন প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ শুরু হওয়ার আগেই তাই এক বিতর্কিত অধ্যায় যুক্ত হয়ে গেল ইতিহাসে। বাংলাদেশকে বাইরে রেখে স্কটল্যান্ডকে নিয়ে নতুন করে সাজানো এই বিশ্বকাপ শেষ পর্যন্ত কী রকম উত্তেজনা ও গল্প উপহার দেয়, সেদিকেই এখন তাকিয়ে গোটা ক্রিকেট দুনিয়া।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের চতুর্থ রাউন্ডে কিজ ও পেগুলা

সংবাদ সংস্থা, সিডনি, ২৪ জানুয়ারি ঃ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের চতুর্থ রাউন্ড মানেই বাড়তি উত্তেজনা, আর সেখানে যদি মুখোমুখি হন ম্যাডিসন কিজ ও জেসিকা পেগুলা, তাহলে ম্যাচের আগেই আলোচনার পারদ চড়ে যায়। দু'জনই আমেরিকার টেনিসের পরিচিত মুখ, দু'জনেরই খেলার ধরন আক্রমণাত্মক, আর দু'জনের মধ্যেকার লড়াই মানেই শক্তি, গতি ও মানসিক দৃঢ়তার পরীক্ষা। সংখ্যার বিচারে দেখলে এই দ্বৈরথ আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ম্যাডিসন কিজ দীর্ঘদিন ধরেই শক্তিশালী ফোরহ্যান্ডের জন্য পরিচিত। তাঁর সার্ভের গতি এবং প্রথম স্ট্রোকেই পয়েন্ট শেষ করার ক্ষমতা তাঁকে হার্ড কোর্টে বিশেষভাবে বিপজ্জনক করে তোলে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে কিজের অতীত পারফরম্যান্স বলছে, এই মঞ্চে তিনি বরাবরই আত্মবিশ্বাসী। আগের রাউন্ডগুলোতে তাঁর সার্ভ গেমে আধিপত্য, উইনারের সংখ্যা এবং কম আনফোর্সড এরর স্পষ্ট করে দিয়েছে যে তিনি ফর্মের চূড়ায় রয়েছেন। অন্যদিকে জেসিকা পেগুলা সংখ্যার খেলায় আরও বেশি ভারসাম্যপূর্ণ। তাঁর বড় শক্তি ধারাবাহিকতা। লম্বা র‍্যালিতে প্রতিপক্ষকে ক্লান্ত করে ফেলা, সঠিক সময়ে ব্রেক পয়েন্ট কাজে লাগানো এবং ম্যাচ জুড়ে একই মানের টেনিস খেলাই পেগুলার স্বাক্ষর। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে তাঁর সাম্প্রতিক রেকর্ড দেখলে বোঝা যায়, বড় ম্যাচে চাপ সামলানোর ক্ষমতা তাঁকে আলাদা করে তোলে। পরিসংখ্যানে পেগুলার প্রথম সার্ভের সাফল্য এবং রিটার্ন গেমে পয়েন্ট জয়ের হার এই টুর্নামেন্টে চোখে পড়ার মতো। এই দুই তারকার মুখোমুখি লড়াই মানেই স্টাইলের সংঘর্ষ। কিজ যেখানে দ্রুত পয়েন্ট শেষ করতে চান, পেগুলা সেখানে ম্যাচকে লম্বা করতে স্বচ্ছন্দ। হেড-টু-হেড পরিসংখ্যানে দু'জনের লড়াই প্রায় সমানে সমান, যা এই ম্যাচকে আরও অনিশ্চিত করে তুলেছে। অতীতে তাঁদের একাধিক ম্যাচেই দেখা গেছে, প্রথম সেট জয়ী হলেও শেষ পর্যন্ত ফলাফল নিশ্চিত থাকে না। এই কারণেই চতুর্থ রাউন্ডের এই ম্যাচকে অনেকেই কার্যত কোয়ার্টার ফাইনালের সমতুল্য বলে মনে করছেন। সংখ্যার দিকে তাকালে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট-দু'জনই এই টুর্নামেন্টে ব্রেক পয়েন্ট রূপান্তরের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্যকর। তবে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে মানসিক দৃঢ়তা। বড় পয়েন্টে কে বেশি ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, সেটাই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। কিজের আক্রমণাত্মক মানসিকতা যেমন তাঁকে দ্রুত এগিয়ে দিতে পারে, তেমনই অতিরিক্ত ঝুঁকি বিপদ ডেকে আনতে পারে। পেগুলা সেই সুযোগের অপেক্ষায় থাকবেন। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের হার্ড কোর্ট সাধারণত শক্তিশালী ব্যাটসম্যানদের সহায়ক-এই বাস্তবতায় কিজ কিছুটা বাড়তি সুবিধা পেতেই পারেন। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে, দীর্ঘ ম্যাচে পেগুলার জয়ের হার কম নয়। ফলে এই দ্বৈরথে কোনও স্পষ্ট ফেভারিট নেই। সংখ্যার খেলায় যেমন সমতা, তেমনই বাস্তব লড়াইয়েও সমান উত্তেজনা প্রত্যাশিত। সব মিলিয়ে, কিজ বনাম পেগুলা মানেই শুধু দু'জন খেলোয়াড়ের লড়াই নয়, এটি দুই ভিন্ন দর্শনের সংঘর্ষ। পরিসংখ্যানে যেমন উত্তেজনা, কোর্টে তার প্রতিফলন আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের চতুর্থ রাউন্ডে এই ম্যাচ তাই টেনিসপ্রেমীদের জন্য একেবারে মিস না করার মতো।

ভাইরাল ২০১৬ ট্রেন্ডে ফিরে তাকালেন লিন্ডসি

সংবাদ সংস্থা, ২৪ জানুয়ারি ঃ সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়ায় পুরনো ট্রেন্ড নতুন করে ফিরে আসা নতুন কিছু নয়। তবে যখন সেই ট্রেন্ডে অংশ নেন লিন্ডসি ভনের মতো কিংবদন্তি ক্রীড়াবিদ, তখন বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই আলাদা গুরুত্ব পায়। শীতকালীন অলিম্পিকের তারকা লিন্ডসি ভন সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি থ্রোব্যাক ছবি পোস্ট করে ২০১৬ সালের এক সময়ের ভাইরাল ট্রেন্ডে অংশ নিয়েছেন। মুহূর্তের মধ্যেই সেই ছবি নেটদুনিয়ায় নস্টালজিয়ার ঢেউ তুলে দেয়। পোস্ট করা ছবিটিতে দেখা যায়, কেরিয়ারের শীর্ষ সময়ের লিন্ডসি ভনকে। আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গি, পরিচিত হাসি এবং একজন চ্যাম্পিয়নের স্বাভাবিক আভিজাত্য-সব মিলিয়ে ছবিটি যেন ভনের সোনালি অধ্যায়ের প্রতিচ্ছবি। ২০১৬ সালে যে ট্রেন্ডটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছিল, সেই ধারাতেই পুরনো স্মৃতিকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরেছেন তিনি। ভনের এই পোস্টে স্পষ্ট, সময় বদলালেও স্মৃতি আর অর্জনের মূল্য কখনও ফুরিয়ে যায় না। লিন্ডসি ভন শীতকালীন অলিম্পিকের ইতিহাসে অন্যতম সফল স্কিয়ার। অসংখ্য বিশ্বকাপ জয়, অলিম্পিক পদক এবং একের পর এক রেকর্ড তাঁকে কেবল একজন ক্রীড়াবিদ নয়, বরং এক প্রেরণার প্রতীক করে তুলেছে। সেই কারণেই তাঁর পুরনো ছবি মানে শুধুই অতীতচারিতা নয়, বরং সংগ্রাম, সাফল্য এবং অধ্যবসায়ের গল্পও। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর ভক্তরা ছবিটি দেখে স্মরণ করেছেন সেই সময়কে, যখন ভন একের পর এক বাধা পেরিয়ে বিশ্বমঞ্চে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই ভাইরাল ট্রেন্ডে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে ভন যেন নিজের কেরিয়ারের সঙ্গে বর্তমানের একটি সেতুবন্ধন তৈরি করেছেন। অবসর নেওয়ার পরেও তিনি যে ক্রীড়াজগতের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত, সেটাই আবারও প্রমাণিত হয়েছে। অনেকেই মন্তব্যে লিখেছেন, এই ছবি তাঁদের আবার ২০১৬ সালের উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

চাপের মুখে সাহসই অস্ত্র, রোহিত শর্মার ক্রিকেট দর্শন

ডক্টরেটে সম্মানিত রোহিত

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৪ জানুয়ারি ঃ ক্রিকেট মাঠে রানের পাহাড় গড়ে, নেতৃত্বে দলকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দেওয়ার পর এবার একেবারে অন্য মঞ্চে সম্মানিত হলেন রোহিত শর্মা। ভারতীয় ক্রিকেটের এই তারকাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে তাঁর অসামান্য ক্রীড়া অবদান, নেতৃত্বগুণ এবং সমাজে প্রেরণাদায়ী ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে। ব্যাট হাতে যিনি প্রতিপক্ষ বোলারদের মনে ভয় ধরান, সেই রোহিত এবার শিক্ষাক্ষেত্রের উচ্চতম সম্মান পেয়ে প্রমাণ করলেন-তাঁর প্রভাব শুধুমাত্র ক্রিকেট মাঠেই সীমাবদ্ধ নয়। সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে রোহিত শর্মাকে ঘিরে ছিল উষ্ণ আবেগ ও গর্বের পরিবেশ। দীর্ঘ কেরিয়ারে ভারতীয় ক্রিকেটকে বিশ্বমঞ্চে একাধিক স্মরণীয় মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন তিনি। সেই যাত্রাপথে শুধুই ব্যক্তিগত রেকর্ড নয়, দলের সাফল্যকে সবসময় অগ্রাধিকার দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্যে উঠে আসে, রোহিত শর্মা আজকের প্রজন্মের কাছে শুধু একজন সফল ক্রীড়াবিদ নন, তিনি অধ্যবসায়, ধৈর্য এবং আত্মবিশ্বাসের জীবন্ত উদাহরণ। রোহিত শর্মার ক্রিকেট কেরিয়ার শুরু থেকেই সহজ ছিল না। প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে লড়াই করতে হয়েছে ফর্মহীনতা ও অনিশ্চয়তার সঙ্গে। কিন্তু সেই কঠিন সময়ই তাঁকে আরও শক্ত করেছে। নিজের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে তিনি নিজেকে নতুন করে গড়ে তুলেছেন। সেই মানসিক দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসই তাঁকে বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সফল ব্যাটার ও অধিনায়কে পরিণত করেছে। সম্মানসূচক ডক্টরেট প্রদানের সময় এই সংগ্রামের গল্পকেও বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়। অধিনায়ক হিসেবে রোহিত শর্মার অবদানও এই স্বীকৃতির অন্যতম কারণ। তাঁর নেতৃত্বে দল পেয়েছে স্থিতিশীলতা ও আত্মবিশ্বাস। মাঠে তাঁর সিদ্ধান্তে যেমন থাকে সাহস, তেমনই থাকে খেলোয়াড়দের প্রতি আস্থা। তরুণ ক্রিকেটারদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের স্বাধীনভাবে খেলতে উৎসাহ দেওয়ার মানসিকতা তাঁকে আলাদা করে তোলে। এই নেতৃত্বগুণই তাঁকে কেবল একজন সফল অধিনায়ক নয়, বরং একজন আদর্শ মেন্টর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সম্মাননা গ্রহণের পর রোহিত শর্মা নিজের প্রতিক্রিয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এই স্বীকৃতি তাঁর কাছে অত্যন্ত সম্মানের এবং তা তাঁকে আরও দায়িত্বশীল করে তুলবে। ক্রিকেট তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ও তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার বিষয়টিকেও তিনি সমান গুরুত্ব দেন। তাঁর কথায় স্পষ্ট ছিল, এই সম্মান তিনি ভারতীয় ক্রিকেট ও তাঁর সতীর্থদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চান। ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে সম্মানসূচক ডক্টরেট নতুন কিছু নয়, তবে রোহিত শর্মার ক্ষেত্রে এই স্বীকৃতির তাৎপর্য আলাদা। কারণ তিনি এমন এক যুগের প্রতিনিধি, যেখানে ক্রীড়াবিদরা কেবল খেলোয়া। নন, তাঁরা সমাজের রোল মডেল। মাঠের সাফল্যের পাশাপাশি তাঁদের আচরণ, চিন্তাভাবনা ও মূল্যবোধ সমাজে প্রভাব ফেলে। রোহিত শর্মা সেই দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করে চলেছেন। সম্মানসূচক ডক্টরেট প্রাপ্তির মাধ্যমে রোহিত শর্মার কেরিয়ার যেন আরও এক নতুন মাত্রা পেল। ক্রিকেট মাঠে তাঁর ব্যাট যেমন কথা বলে, তেমনই মাঠের বাইরেও তাঁর ব্যক্তিত্ব ও জীবনদর্শন বহু মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস। এই সম্মান শুধু একজন ক্রিকেটারের সাফল্যের স্বীকৃতি নয়, বরং একজন মানুষের দীর্ঘ সাধনা, নেতৃত্ব ও সামাজিক প্রভাবেরও স্বীকৃতি।

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৪ জানুয়ারি ঃ আধুনিক ক্রিকেটে যেখানে হিসেবি ঝুঁকি, পরিসংখ্যানের অঙ্ক আর পরিস্থিতি-নির্ভরস কৌশল ক্রমশ খেলাটার রং বদলে দিচ্ছে, সেখানে রোহিত শর্মা দাঁড়িয়ে আছেন এক আলাদা উচ্চতায়। তাঁর ব্যাটিং দর্শনের কেন্দ্রে আছে ভয়ডরহীনতা-বোলারের নাম, মাঠের পরিবেশ কিংবা ম্যাচের চাপ কোনও কিছুকেই তিনি অতিরিক্ত গুরুত্ব দেন না। রোহিতের ক্রিকেট মানে প্রথম বল থেকেই কর্তৃত্ব স্থাপন, প্রতিপক্ষকে বুঝিয়ে দেওয়া যে ম্যাচের ছন্দ তিনিই ঠিক করবেন। রোহিতের এই মানসিকতা হঠাৎ তৈরি হয়নি। দীর্ঘ কেরিয়ারে ব্যর্থতা, ইনজুরি, ফর্মহীনতা-সব কিছুর মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই তাঁর ক্রিকেট দর্শন পরিণত হয়েছে। শুরুতে ট্যালেন্ট থাকা সত্ত্বেও ধারাবাহিকতার অভাব ছিল, কিন্তু সেখান থেকেই তিনি শিখেছেন নিজের শক্তিকে বিশ্বাস করতে। সেই বিশ্বাসই আজ তাঁর ব্যাটিংয়ের মূল চালিকা শক্তি। পাওয়ারপ্লেতে আক্রমণ, স্পিনের বিরুদ্ধে আগ্রাসন, কিংবা বড় ম্যাচে বড় শট-সব কিছুর পেছনে আছে আত্মবিশ্বাসে ভরা সিদ্ধান্ত। ওয়ানডে ক্রিকেটে একাধিক ডাবল সেঞ্চুরি রোহিতকে যে শুধু রেকর্ডবুকে তুলে ধরেছে তা নয়, তাঁর ভয়ডরহীন মানসিকতার প্রমাণও দিয়েছে। এত বড় ইনিংস খেলতে গেলে শুধু স্কিল নয়, মানসিক দৃঢ়তাও দরকার। শুরুতে ঝুঁকি নিয়ে বড় শট খেলা, তারপর সেট হয়ে গেলে ইনিংসকে বিশাল রূপ দেওয়া-এই ছকটাই রোহিতের নিজস্ব। তিনি জানেন, শুরুতে সাহস না দেখালে পরে বড় কিছু সম্ভব নয়। টেস্ট ক্রিকেটে রোহিতের রূপান্তরও এই ভয়ডরহীনতার গল্পই বলে। ওপেনার হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন তাঁর টেকনিক নিয়ে। কিন্তু রোহিত সেই সন্দেহকে জবাব দিয়েছেন ব্যাটে। সুইং করা নতুন বলের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি দেখিয়েছেন, আক্রমণই অনেক সময় সেরা রক্ষা। সঠিক শট নির্বাচন আর দৃঢ় মনোভাব তাঁকে টেস্টেও সফল করেছে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে রোহিত শর্মা মানেই আগুনে শুরু। এখানে তাঁর দর্শন আরও স্পষ্ট-প্রথম ছয় ওভারে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া। দ্রুত রান তোলার চাপে অনেক ব্যাটার যেখানে ভুল করেন, রোহিত সেখানে ঠান্ডা মাথায় ঝুঁকি নেন। বড় ছক মারার আগে তিনি জানেন কোন বলটা তাঁর। এই আত্মবিশ্বাসই তাঁকে ভিন্ন করে তোলে। অধিনায়ক হিসেবেও রোহিতের ভয়ডরহীনতা চোখে পড়ে। মাঠে আক্রমণাত্মক ফিল্ডিং সেট করা, বোলারদের ওপর বিশ্বাস রাখা, গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়া-সব কিছুতেই তাঁর ছাপ স্পষ্ট। তিনি খেলোয়াড়দের স্বাধীনতা দেন, কারণ নিজে বিশ্বাস করেন স্বাধীন মনই সেরা পারফরম্যান্স বের করে আনে। রোহিত শর্মার ক্রিকেট তাই শুধু রান বা ট্রফির গল্প নয়, এটি এক মানসিক দর্শনের প্রতিফলন। ভয়কে দূরে সরিয়ে রেখে নিজের শক্তিতে আস্থা রাখা-এই বার্তাই তিনি প্রতিটি ইনিংসে দিয়ে যান। আধুনিক ক্রিকেটের জটিল সমীকরণের ভিড়ে রোহিত শর্মা প্রমাণ করেছেন, ভয়ডরহীন ক্রিকেটই শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে কার্যকর। তাঁর ব্যাট থেকে বেরোনো প্রতিটি শট যেন বলে দেয়, সাহস থাকলে সীমাবদ্ধতা নিজে থেকেই সরে যায়।

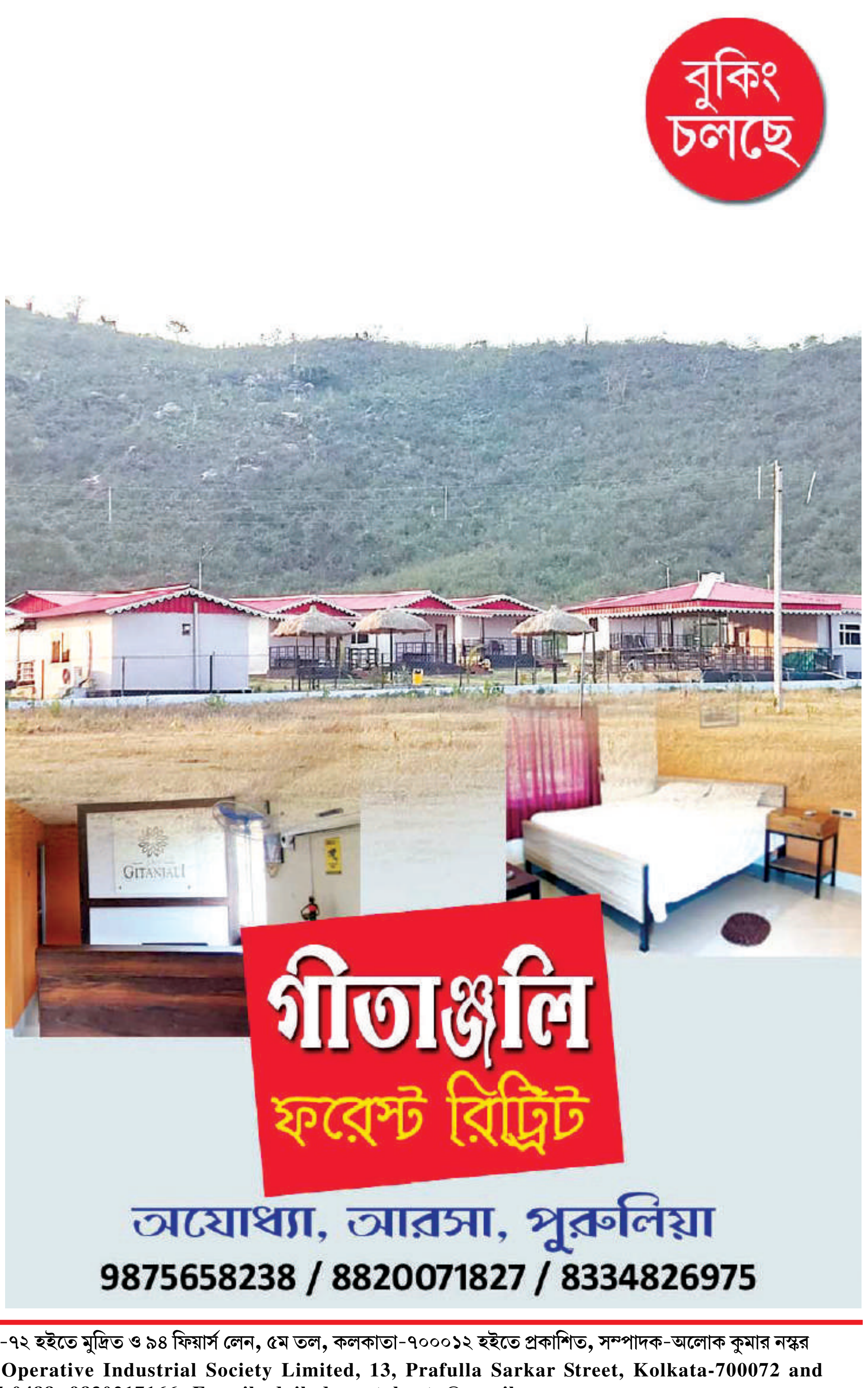

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কে-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর

Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor : Aloke Kumar Naskar/ Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166, E-mail: dailydurantabarta@gmail.com